অনবগুণ্ঠিতা

শ্রীনবগোপাল দাস



জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য তিন টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

—উমাকে দিলাম—

এই লেখকেরই

* উপন্যাস *

নিসঃহ যৌবন	....	....	....	৩৲
চল্‌তি পথের বাঁশী	....	....	....	২॥০
সাগর দোলায় ঢেউ (২য় সংস্করণ)			....	২॥০
হে আত্মবিস্মৃত	....	....	....	১॥০

* ছোটগল্প *

ছিন্ন পাপ্‌ড়ী	....	....	...	১॥০
অসমাপ্ত	....	....	....	১॥০
তারা একদিন ভালবেসেছিল (২য় সংস্করণ)			....	২৲



যাহারা বলিবে নিছক ঝোঁকের মাথায় অমল প্রতিমাকে বিবাহ করিয়াছিল তাহারা অমলকে জানে না।

ঝোঁকের মাথায় বিবাহ করা সম্ভবপর হয় দুই অবস্থায়। এক, যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে প্রথম প্রেমের উদ্দাম-মধুর সমুদ্রে তরুণ-তরুণী হাবুডুবু খায়, তখন ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা সাময়িকভাবে অন্ততঃ লোপ পায়। দ্বিতীয়তঃ, ঘটনার জটিল ঘাতপ্রতিঘাতে যখন কাহারও অবিবাহিত জীবন অসহনীয় হইয়া দাঁড়ায় তখন সে তাহা হইতে মুক্তি পাইবার আশায় অনেক সময় বিবাহ করিয়া বসে।

অমলের জীবনে এই দুইটি অবস্থার কোনটিই বর্ত্তমান ছিল না।

যখন সে প্রতিমাকে বিবাহ করিল তখন তাহার বয়স বত্রিশ। এই বয়সকে যৌবনের প্রথম উন্মেষের পর্য্যায়ে কিছুতেই ফেলা যায় না, তাহা ছাড়া টিউবারকুলোসিস্-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার অমল রায়ের এতটুকু সময় ছিল না যে সে প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু খায়।

আর অবিবাহিত জীবনও তাহার কাছে মোটেই অসহনীয় হইয়া ওঠে নাই। বরং ডাক্তারভাবে নানাজাতীয় রোগী-রোগিণীর পরিচর্য্যায় এবং সতীর্থদের সান্নিধ্যে সে বেশ সুখেই দিন কাটাইতেছিল। চেম্বার হইতে যেটুকু অবসর মিলিত, সে তাহার রিসার্চ্চ নিয়া ব্যাপৃত থাকিত।

তবু সে প্রতিমাকে বিবাহ করিল, প্রধানতঃ দুইটি কারণে। এক, সে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে তাহার বয়স বাড়িতেছে। শুধু ডাক্তারি এবং রিসার্চ্চ নিয়া সমস্ত জীবন কাটানো তাহার পক্ষে সম্ভবপর

নয় তাহা সে বুঝিতে সুরু করিয়াছিল, তাই সে একটি নারীর সাহচর্য্য, সান্নিধ্য এবং স্নেহ লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল। দুই, প্রতিমাকে প্রথম দিন দেখিয়াই তাহার খুব ভাল লাগিয়াছিল।

প্রতিমার মধ্যে কতকগুলি অসাধারণত্ব ছিল যাহা সহজেই পুরুষ-জাতিকে আকৃষ্ট করে। সে ছিল রীতিমত সুন্দরী—যাহারাই তাহাকে দেখিত তাহারা অবিসম্বাদিত মত প্রকাশ করিত যে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে এতখানি রূপ সচরাচর দেখা যায় না। তাহা ছাড়া তাহার স্বভাব এবং ব্যবহারের মধ্যে তখন একটা অকৃত্রিমতা ও স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা ছিল যাহা যে কোন স্নেহপ্রার্থী পুরুষের মনকে স্পর্শ করে।

প্রতিমার চরিত্রের এই সহজতার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিলেন তাহার দাদামহাশয়।

শৈশবেই প্রতিমা তাহার মা-বাবাকে হারাইয়াছিল এবং সাতবৎসর বয়স হইতেই সে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রামলোচনবাবুর গৃহে প্রতিপালিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বয়স যখন বারো তখন তাহার দিদিমা, রাম-লোচনবাবুর গৃহিণী, স্বর্গগত হন এবং সেই অবধি সে নিজের একান্ত আপনার বলিয়া জানিয়াছিল তাহার দাদামহাশয়কে।

যদিও নিতান্ত সেকেলে মানুষ তবু আধুনিক শিক্ষা ও প্রগতির ধারার সঙ্গে রামলোচনবাবুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই বর্ত্তমানযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিমাকে পরিচিত করিয়া দিতে তিনি এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই। ফলে, প্রতিমা উনিশ বৎসর বয়সে বি, এ, অবধি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যদি অমলের সঙ্গে হঠাৎ তাহার বিবাহ না হইয়া যাইত তবে সে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটার ছাপও নিয়া বাহির হইতে পারিত। তাহা ছাড়া ছবিআঁকা এবং গানবাজনায়ও প্রতিমা অনেকখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

একটি বিষয়ে রামলোচনবাবু সর্ব্বদা তাঁহার নাতনীকে উপদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন। সেটি হইতেছে এই যে মানুষের চরিত্রের উৎকৃষ্ট বিকাশ হয় তখনই যখন তাহার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা না থাকে, যখন নির্ভীক এবং সহজভাবে মানুষ ব্যবহার করিতে শেখে, সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় না। অতি আধুনিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রাকে তিনি কৃত্রিম জোর-করিয়া-টানিয়া-নিয়া-আসা আড়ম্বর ছাড়া আর কোন পর্য্যায়েই ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

প্রতিমা তাহার দাদামহাশয়ের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কি বেশভূষায়, কি প্রসাধনে, কি কথাবার্ত্তায়, কি নিজের মতপ্রকাশে—কোনবিষয়েই সে কৃত্রিমতা, নিজের প্রকৃত রূপকে গোপন করিবার প্রয়াস, সহ্য করিতে পারিত না।

অমল প্রতিমাকে প্রথম দেখিতে পাইয়াছিল তাহার দাদার বাড়ীতে—কি এক উৎসবে। অমলের বৌদি' অনেকদিন ধরিয়াই তাঁহার দেবরের জন্য একটি সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করিতেছিলেন এবং নানা উপলক্ষে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি অমলকেও সেখানে ডাকিতেন। তিনচারিবার অমল এইভাবে তাহার দাদার বাড়ীতে গিয়াছিল, কিন্তু কোনবারই কোন মেয়েকে স্ত্রীর আসনে বসাইবার উপযুক্ত সে মনে করিতে পারে নাই। অবশেষে যেদিন সে প্রতিমাকে দেখিল এবং উৎসবের শেষে তাহার বৌদি' প্রতিমা সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিল, অমল সহজভাবে জবাব দিল যে প্রতিমাকে বিবাহ করিতে তাহার কোনই আপত্তি নাই।

অমলের সতীর্থ এবং বন্ধুর দল শুনিল অমল বিবাহ করিতেছে। অমলের অবিবাহিত জীবনযাত্রায় তাহারা এতখানি অভ্যস্ত হইয়া

গিয়াছিল যে সংবাদের আকস্মিকতায় তাহারা নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিল। ডাক্তার অমল রায় প্রেমে পড়িয়াছে এই সরস খবরটা তাহার রোগী-রোগিণীদের মহলে পৌঁছাইতেও দেরী হইল না।

অবশেষে অমলই সকলের কল্পনাজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করিয়া। সতীর্থদের কাছে সে সত্য কথাটা বলিল যে তাহার বৌদি'র গৃহে প্রতিমা নাম্নী একটি মেয়েকে দেখিয়া তাহার ভাল লাগিয়াছে এবং বুদ্ধিমান্ মানুষের মত সে তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। প্রেমে পড়ার কোন কথাই ইহার মধ্যে উঠিতে পারে না, তবে যদি তাহার বন্ধুবর্গ ভাললাগার মধ্যে ভালবাসার অঙ্কুর দেখিতে পাইয়া থাকে তবে তাহার বলিবার কিছুই নাই।

সানাইয়ের করুণ রাগিণীর সুরে প্রতিমা যখন তাহার বার বৎসর ধরিয়া পরিচিত দাদামহাশয়ের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অমলের গৃহে আসিবার জন্য যাত্রা করিতেছে তখন বৃদ্ধ রামলোচনবাবু অশ্রুসজল চোখে বারবার প্রতিমাকে বলিলেন, বুড়ি, অমল বড় ভাল ছেলে, এমন স্বামী পাওয়া যে কোন মেয়ের সৌভাগ্য, অমল যাতে সুখী হয় সে চেষ্টায় কোন কার্পণ্য করিস্ না।

রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহার কর্ত্তব্য হইতে সে এতটুকু বিচ্যুত হইবে না।



বিবাহ করিবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই অমল ছোট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়াছিল। যতদিন সে নিজের একাকী জীবন যাপন করিয়াছে, পৃথক

গৃহের প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করে নাই, ক্যালকাটা হোটেলের ছোট একটি কামরাই তাহার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। কিন্তু স্ত্রীকে নিয়া হোটেলে থাকিতে সে কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না।

প্রতিমা শীঘ্রই দেখিতে পাইল যে অমলের সঙ্গে তাহার জীবনযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন অপ্রতিবন্ধকতায় কাটিয়া যাইবে। অমল নিজে অত্যন্ত অনাড়ম্বরস্বভাবের লোক, তাহাছাড়া বহুদিন হোটেলে বাস এবং চেম্বার ও রিসার্চ নিয়া অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকার ফলে সংসারের খুঁটিনাটির দিকে মন দিবার মত ঔৎসুক্যও তাহার ছিল না।

স্ত্রীকে সে বলিল, প্রতিমা, বিবাহিত-জীবন কি ভাবে সুখ এবং শান্তিতে ভরে ওঠে তার কৌশল আমার জানা নেই, যদি আমার কোন ভুলত্রুটি হয় তুমি আমাকে ব'লো, আমি মানিয়ে নিতে চেষ্টা করব। তা'ছাড়া, সংসারের যা' কিছু ঝঞ্ঝাট, যা' কিছু দায়িত্ব প্রধানতঃ তোমাকেই বইতে হবে, কারণ ওবিষয়ে আমি একেবারেই অক্ষম।

প্রতিমা হাসিয়া জবাব দিল যে বিবাহিত জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা তাহার কাছেও পুরাতন নয়, তবে তাহার ভরসা আছে ভুলত্রুটির মধ্য দিয়াও তাহারা শান্তির নীড় গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

অমলের বন্ধু এবং সতীর্থদের মধ্যে প্রতাপই অমলের বাড়ীতে সবচেয়ে বেশী আনাগোনা করিত। অমল প্রতিমাকে প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছিল যে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মাত্র দুইজন—এক, প্রতাপ, আর দুই, সাধন, কিন্তু সে এখনও বিলাতে কোন্ এক কমার্শিয়াল ফার্মে চাকুরী পাইয়া সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রতাপের সঙ্গে অমলের পরিচয় কলেজে ছাত্রজীবন হইতে। তাহারা দুইজনে একসঙ্গে বি, এস্-সি পাশ করিয়াছিল, তাহার পর প্রতাপ—বড়-

লোকের ছেলে—চলিয়া গেল বিলাতে, ব্যারিষ্টারী পড়িতে। আর অমল ঢুকিল মেডিক্যাল কলেজে। সেখান হইতে সসম্মানে পরীক্ষা পাশ করিয়া ছয় বৎসর পরে একটা বৃত্তি নিয়া সেও গেল বিলাতে—টিউবার-কুলোসিস্ সম্পর্কে গবেষণা করিতে। আর এদিকে প্রতাপ ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। বিলাতে প্রতাপের সঙ্গে অমলের দেখা হয় নাই, কারণ যে মাসে অমল বিলাতযাত্রা করিল তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রতাপ তাহার ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া কন্টিনেণ্ট হইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিয়াছে। তাহাদের বন্ধুত্ব নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল যখন অমল তাহার টিউবারকুলোসিস্-এর ডিপ্লোমা নিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। অবিবাহিত জীবনযাত্রার দিনে প্রতাপ ছিল অমলের অপরিহার্য্য সঙ্গী।

আগেই বলিয়াছি, প্রতাপ বড়লোকের ছেলে। ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াও সে প্র্যাকটিস্-এ মন দিল না—হাইকোর্টে নিজের নামটা লিখাইয়া সে মনে করিল তাহার কর্ত্তব্য সে করিয়াছে। অর্থের অপ্রাচুর্য্য তাহার ছিল না, কাজেই উপস্থিত কোন উপার্জ্জন করিতে না পারিলেও তাহার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় কোনই ব্যাঘাত হইল না। জমিদারী এবং কোম্পানীর কাগজ হইতে তাহার মাসিক প্রায় হাজার টাকা আয় ছিল, তাহার মা, ছোট একটি ভাই এবং তাহার নিজের পক্ষে এই আয়ই যথেষ্ট ছিল।

প্রতাপ বিবাহ করিল না। লোকে কানাঘুষা করিত যে বিলাতে প্রতাপ বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, মাসিক মাসহারাও নাকি সে সেখানে পাঠায়, কিন্তু আসল কথাটা কি তাহা কেহই জানিতে পারিল না। অমল—প্রতাপের অকৃত্রিম বন্ধু—প্রশ্ন করিলে প্রতাপ হয়ত সত্য কথাটা না বলিয়া পারিত না, কিন্তু বন্ধুত্বের দাবীতে প্রতাপের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর

হস্তক্ষেপ করাটা ছিল অমলের স্বভাব বহির্ভূত, তাই অমল এ বিষয়ে ইঙ্গিতেও কোন দিন প্রতাপকে প্রশ্ন করে নাই। প্রতাপ তাহার বন্ধু, প্রতাপকে তাহার ভাল লাগে, এই ছিল তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রতাপের একটা গোপন অভ্যাসের কথা অমল জানিত। প্রতাপের মনটা ছিল অত্যন্ত কোমল, স্নেহপ্রবণ, এবং সে প্রত্যেক মাসে আয় হইতে দুই তিনশত টাকা বিতরণ করিত কলিকাতার অনেক দুঃস্থ বেকার ছেলে-দের জন্য, ইহা একদিন কথাপ্রসঙ্গে অমল জানিয়া ফেলিয়াছিল। প্রতাপ তখন বন্ধুত্বের দিব্য দিয়া তাহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিল আর কেহ যেন ঘুণাক্ষরে কথাটা জানিতে না পারে। অমল তাহার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই, বরং প্রতাপের প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার মন আরও অভিভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

অমলের বিবাহের পর প্রতাপ প্রস্তাব করিল যে তাহার পক্ষে এখন আগের মত ঘন ঘন অমলের বাড়ীতে আড্ডা দেওয়া সঙ্গত হইবে না, সে সপ্তাহে একদিনের বেশী অমলের বাড়ীতে যাইবে না।

অমল বিস্ময়াকুল হইয়া বলিল, সে কি? বিয়ে করেছি ব'লে বন্ধুদের সব ফেলে দিতে হবে একথা তোকে কে শেখালে?

—না, ফেলে দেবার কথা বল্‌ছি না। তবে তোর স্ত্রী নিশ্চয়ই তোকে একটু বেশীক্ষণ পেতে চায়, আমি গেলে বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত পড়বে।

হো হো করিয়া হাসিয়া অমল জবাব দিল, তুই একটা আস্ত গাধা।....স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ পাওয়া যাবে না ব'লে বন্ধু বন্ধুর সংসর্গ পরিহার করবে এমন অদ্ভুত কথা শুনিনি' কখনও! তা'ছাড়া আমাদের যথেষ্ট সুযোগ যে মিলছে না তাই বা কে বল্‌ল তোকে?

তাহার পর একটু থামিয়া অমল বলিল, আর প্রতিমাও তোর সঙ্গে

আলাপ ক'রে খুব খুসী হবে। তার সঙ্গে পরিচয় হ'লে তুই আর আমার সঙ্গলাভের জন্য মোটেই ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌বি না।

এবার প্রতাপ হাসিল। বলিল, দুই সপ্তাহও তোর বিয়ে হয়নি', এরই মধ্যে তুই দেখছি তোর বৌ-এর গুণগান করতে আরম্ভ করলি! সত্যি তুই প্রেমে পড়েছিস!

অমল প্রতাপকে তাহার নূতন ফ্ল্যাটে নিয়া গেল, স্ত্রীর সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিতে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। প্রতিমা গা ধুইয়া তাহার শোবার ঘরে মাত্র ঢুকিয়াছে, একটুখানি প্রসাধন করিবার জন্য।

অমল তাহার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়া দরজা খুলিয়া প্রায় নিঃশব্দে ফ্ল্যাটে ঢুকিয়াছিল। তাহার পিছনে পিছনে ছিল প্রতাপ।

বসিবার ঘরে সুইচ্‌টা টিপিয়া দিতেই সচকিত হইয়া প্রতিমা ঘরের মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিল, কে? তুমি?

অমল বলিল, হ্যাঁ, আমি।....আমার বন্ধু প্রতাপকে নিয়ে এসেছি।

—একটু ব'সো, আমি এখ্‌খুনি আস্‌ছি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তৈরী হইয়া প্রতিমা বাহির হইয়া আসিল। প্রতাপ খানিক্ষণ স্তব্ধভাবে তাকাইয়া রহিল—সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, অমলের স্ত্রীভাগ্য ভাল। প্রতিমা সুন্দরী বটে! বিবাহের রাত্রিতে বস্ত্রালঙ্কারের আবরণে সে প্রতিমার সুন্দর কোমলশ্রী ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, এখন সাধারণ অথচ সুরুচিপূর্ণ পোষাকে প্রতিমাকে সাম্‌না-সাম্‌নি দেখিয়া সে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না।

অমল প্রতাপের পরিচয় করাইয়া দিল। প্রতাপের সাময়িক আড়ষ্টতা দূর করিয়া দিবার প্রয়াসে প্রতিমা বলিল, আপনার কথা ওঁর কাছে

আমি খুব শুনেছি, তা' আপনি এতদিনের মধ্যে একবারও আসবার সময় ক'রে উঠতে পারলেন না ?

প্রতিমার সহজ সম্ভাষণ প্রতাপের খুবই ভাল লাগিল। সে এবার হাসিমুখে বলিল, সত্যি বলছি, বৌদি' (প্রতাপ নিজেই পরে অবাক হইয়া গিয়াছিল কেমন করিয়া নিঃসঙ্কোচে সে প্রতিমাকে বৌদি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছিল), আমি অনেকটা ভয়ে ভয়েই আসি নি' পাছে আপনি মনে করেন আমরা এসে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি।

প্রতাপের ঘাড়ে একটা খোঁচা দিয়া অমল বলিল, সত্যি কথাটাই ব'লে ফেল না, প্রতাপ ! আসল কথাটা কি জানো, প্রতিমা ? প্রতাপের সঙ্কোচ, পাছে আমাদের দু'জনের একলা থাকার মধ্যে বিঘ্ন ঘটে।....এইত কত অনুরোধ ক'রে ওকে টেনে নিয়ে এসেছি ! বিয়ের রাতে ঘণ্টাকয়েক থেকে সেই যে উধাও হয়েছিল তারপর এতদিন পরে আবার আজ দেখা ! আজ কিছুতেই ছেড়ে দিলাম না।

হাসিমুখে প্রতিমা বলিল, আপনার এতখানি ভয় বা সঙ্কোচের কোনই প্রয়োজন নেই, প্রতাপবাবু।....আপনার বন্ধু আপনাকে বাদ দিয়ে আমার সঙ্গলাভের জন্য মোটেই ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন না, কাজেই আপনি অনায়াসেই আগের মত আসা-যাওয়া করতে পারেন।

অমল একটু প্রতিবাদ করিল। বলিল, এ কিন্তু তুমি অন্যায় বললে, প্রতিমা, তোমার কথার ভঙ্গীতে মনে হ'ল যেন আমি তোমার সঙ্গকামনা আদৌ করি না।....সেটা কি সত্যি ?

প্রতিমার সুগৌর মুখখানা হঠাৎ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। অমলের এই প্রতিবাদের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজের লজ্জা গোপন করিবার প্রয়াসে সে বলিল, তোমরা নিশ্চয়ই চা খাওনি' এখনও ? আমি যাচ্ছি, চা নিয়ে আসছি।

ঘর হইতে প্রতিমা বাহির হইয়া যাইতেই প্রতাপ অমলের দিকে তাকাইয়া বলিল, তোর বৌ সত্যি মাধুর্য্যময়ী....আজ না এলে ঠকতাম।

অমল বেশ তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিল। প্রতাপের প্রতিমাকে ভাল লাগিবে সে জানিত, কিন্তু এত শীঘ্রই যে সে তাহার সার্টিফিকেট দিয়া বসিবে তাহা সে আশা করে নাই।

প্রতাপ বলিল, তোর বৌ'কে বৌদি' বলে ডাক্‌ছি, তোর আপত্তি নেই ত'?

—না, বিন্দুমাত্র না।



এইভাবে অমল-প্রতিমার বিবাহিত জীবন সহজছন্দে চলিতে লাগিল। অমল দেখিতে পাইল, ভাললাগার মধ্যেই ভালবাসার বীজ নিহিত আছে। উপহাসের ছলে তাহার বন্ধুরা যাহা বলিয়াছিল তাহা একেবারে মিথ্যা নয়।

কবিদের বর্ণিত ভালবাসার স্বরূপ কি তাহা অমল কখনও তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করে নাই, চেষ্টা করিলেও হয়ত বুঝিতে পারিত না। তবে মাস দুই যাইতে না যাইতেই সে দেখিল, প্রতিমার সান্নিধ্য পাইবার জন্য সে তীব্র একটা আকুলতা অনুভব করে এবং প্রতিমা যাহাতে খুসী হয় সেদিকেও তাহার নজর অনেকখানি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। সে আরও অনুভব করিল যে প্রতিমার কাছ হইতে ভালবাসার নিদর্শন এবং প্রকাশ পাইবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রতিমাও ধীরে ধীরে অমলকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সংস্কারগত ভালবাসা নয়, স্বামীকে স্ত্রী ভালবাসিবে ইহাই নিয়ম তাহা সে জানিত, কিন্তু তাহার দাদামহাশয়ের শিক্ষার মধ্যে সত্যকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া দেখাইবার যে নির্দ্দেশ ছিল তাহা সে ভুলিয়া যায় নাই। তাই সে অমলকে স্বামীভাবে ভালবাসিবার আগে চেষ্টা করিল অমলের মধ্যেকার মানুষটি ভালবাসিতে। এই চেষ্টায় সে অনেকখানি সফলও হইয়া আসিয়াছিল।

অমলের চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাহা প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিল। প্রতিমা দেখিল অমল তাহার রিসার্চ্চ করে গতানুগতিকভাবে বিবেকদংশন হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য নহে, রিসার্চ্চের মধ্যে সে যথার্থ আনন্দ পায় বলিয়া। সে আরও দেখিল অমলের অন্তরটি উন্মুক্ত নীলাকাশের মত বিরাট, উদার—কোনপ্রকার ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতার স্থান সেখানে নাই। শ্রদ্ধায় প্রতিমার মাথা নত হইয়া আসিল এবং এই শ্রদ্ধার অঞ্জলিই ধীরে ধীরে গভীর স্নেহে রূপান্তরিত হইয়া চলিল।

আরেকটি জিনিষ প্রতিমার অন্তরকে স্পর্শ করিল, সেটি হইতেছে অমলের স্বভাবের দৃঢ়তা। বাহিরে অমল অত্যন্ত অমায়িক এবং সৌজন্যসম্পন্ন হইলেও যখন কোন বিষয়ে তাহার নিজের ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে সংঘাত লাগিত তখন অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহার মত এবং আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করিতে সে এতটুকুও পশ্চাৎপদ হইত না। অনেক তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত অমলের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটিও প্রতিমাকে আকৃষ্ট করিল।

তাহাদের এই সুন্দর স্বচ্ছগতিতে চলা জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল প্রতাপের নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব। প্রতাপ অচিরেই প্রতিমার একজন মুগ্ধ ভক্ত হইয়া উঠিল এবং প্রতিমাও প্রতাপের সরলতা, প্রতাপের কুণ্ঠাবিহীন উপদেশের মধ্যে অনেকখানি নির্ভর খুঁজিয়া পাইল। আর অমল সুখী

হইল এই দেখিয়া যে বিবাহিত জীবনের আবর্ত্তে পড়িয়াও বন্ধুকে তাহার হারাইতে হইল না।

এইভাবে ছয়মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর একদিন প্রতাপ হঠাৎ আসিয়া খবর দিল যে সে একটা চাকুরী পাইয়াছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

—সে কি ?....বিস্মিতস্বরে অমল ও প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ, দেখলাম শুধু বসে বসে পিতাপিতামহের কষ্টে উপার্জ্জিত টাকাগুলো খরচ করা সঙ্গত হচ্ছে না। তাই চাকুরী নেওয়াই স্থির করলাম।

—কিন্তু তুমি চাকুরী করবে ?....অমল প্রশ্ন করিল।

—কেন, আমি কি চাকুরী করার পক্ষেও অযোগ্য ?....একটু যেন ক্ষুণ্ণস্বরে প্রতাপ বলিল।

—না, তুমি অযোগ্য তা' বলছিনে, কিন্তু তোমার চাকুরী করাটা যে আমার কাছে পৃথিবীর একটা নতুন আশ্চর্য্য ব'লে মনে হচ্ছে। তোমাকে আর সব মূর্ত্তিতেই কল্পনা করতে পারি, কিন্তু তুমি অফিসে ব'সে কলম পিষবে এটা যেন আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকছে।

প্রতাপ বলিল যে সে বেশ কিছুদিন ধরিয়াই একটা চাকুরীর চেষ্টা করিতেছিল, কারণ তাহার জমিদারীর আয়ের অঙ্ক ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে যে পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহা তাহার নাই, তাই সে অর্থোপার্জ্জনের একটা সহজ পন্থা খুঁজিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে। চাকুরীটা করিতে হইবে পশ্চিমের সিরোহি নামক একটা অখ্যাত করদরাজ্যে, সেখানকার রাজার

আইন-অভিজ্ঞ একজন সেক্রেটারীর দরকার এবং অবশেষে রাজা-বাহাদুর কর্ত্তৃক সে মনোনীত হইয়াছে।

প্রতিমা সন্দেহসূচক স্বরে প্রশ্ন করিল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, প্রতাপবাবু, চাকুরীটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য অন্য কিছু।

কলহাস্যে ঘরটা মুখরিত করিয়া প্রতাপ জবাব দিল, আপনার ধারণাকে ভেঙ্গে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে, বৌদি', কিন্তু সত্যি আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। নিতান্ত পয়সার খাতিরেই এত দূরে যাচ্ছি।

—কিন্তু এসব করদরাজ্যের রাজা-মহারাজাদের বিশ্বাস নেই, তারা যদি দুদিন পরে তোমাকে বরখাস্ত ক'রে দেয়?....অমল প্রশ্ন করিল।

—সেজন্য ভাবি না। যদি আমার সেক্রেটারীত্ব আমার রাজা-বাহাদুরের মনঃপুত না হয় তা'হলে আমি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বসু, বার-অ্যাট-ল, আবার আমার কল্‌কাতার পর্ণকুটিরে ফিরে আসব!

প্রতাপের কথাবলার ভঙ্গিতে অমল ও প্রতিমা দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

একটু পরে অত্যন্ত দুঃখিতস্বরে প্রতিমা বলিল, কিন্তু আপনার অভাব আমরা ভয়ানক অনুভব করব্, প্রতাপবাবু।

অমলও প্রতিমার কথার সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, প্রতাপ, কি হ'বে এসব বাজে চাকুরী ক'রে? ছেড়ে দাও....যে কয়দিন কল্‌কাতায় থাকতে পার সেই চেষ্টাই করো।

একটু গম্ভীরভাবে প্রতাপ বলিল, কল্‌কাতায় থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি ভাই, অমল। আমার এই চাকুরী নেওয়ার এও একটা কারণ।

অভিমানের সুরে প্রতিমা বলিল, তার মানে, আমাদের সংসর্গে হাঁপিয়ে উঠেছেন।....আমাদের জন্যই যদি আপনাকে কল্‌কাতা ছাড়তে হয় তাহলে নিঃসঙ্কোচে আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি, আমাদের কাছে আপনাকে আসতে হবে না।

প্রতাপ এবার মিনতি করিয়া বলিল, বৌদি, আপনি এরকম কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি যদি সত্যি মনে ক'রে থাকেন যে আপনাদের সংসর্গ এড়াতে চাই ব'লেই আমি বাইরে চলে যাচ্ছি তাহ'লে আমি এখ্‌খুনি এই চাকুরী ছেড়ে দিচ্ছি।

অমল বলিল, তোমাকে কবে যেতে হবে?

—যতশীঘ্র সম্ভব। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ত নিশ্চয়ই।

কথাবার্ত্তার মধ্যে কেমন যেন একটা স্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। প্রতিমা অনুভব করিল তাহাদের সুন্দর শান্তিময় বিবাহিত জীবনের মধ্যে এই প্রথম একটা আলোড়ন আসিল। প্রতাপ যে তাহাদের জীবনে এতখানি অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রতীয়মান হইল তাহার আসন্ন বিদায়ের সংবাদে।

অমল ম্লানমুখে বলিল, তোমাকে বাধা দেওয়াটা আমাদের সঙ্গত হ'বে না প্রতাপ, কিন্তু আর একবারটি ভেবে দেখো, না গেলে চলে কিনা।

—অনেক ভেবেচিন্তেই স্থির করেছি, অমল।....তুমি ত জানো শ্রমসাধ্য কাজের মধ্যে আমি নিজের ইচ্ছায় মাথা গলাতে কোনদিনই চাই নাই। তবু যে আজ এই কাজটা আমি গ্রহণ করছি তার প্রধান কারণ আয়ের পথ আমাকে আজ না হোক, দুদিন পরে খুঁজতেই হবে।....শুভস্য শীঘ্রং—তাই রাজাবাহাদুরের আমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করছি না।

আরও কিছু কথাবার্ত্তার পর প্রতাপ প্রস্তাব করিল তাহার এই নূতন জীবনের প্রারম্ভে সে অমল ও প্রতিমাকে নিয়া সীনেমা দেখিতে যাইবে এবং সীনেমা ফেরৎ কোন একটা বিলাতী হোটেলে খাইয়া বাড়ী ফিরিবে।

সারাটা সময়—সীনেমায় এবং হোটেলে—প্রতাপ নানা হাসিগল্পগুজবে অমল ও প্রতিমার দুঃখ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। রাত্রি প্রায় বারোটার সময় প্রতাপ যখন তাহার নিজের গাড়ীতে তাহাদিগকে বাড়ীতে

পৌঁছাইয়া দিল তখন স্নিগ্ধস্বরে প্রতিমা বলিল, এরপর আমরা এরকম স্ফুর্তি ক'রে আপনাকে অভিনন্দিত করব যখন আপনি এসে বলবেন চাকুরীতে আপনি ইস্তফা দিয়ে এসেছেন।

—আমি সেই দিনটির আশায় বসে থাকব, বৌদি।....বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রতাপ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।



প্রতাপ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার প্রথম সপ্তাহটা অমল ও প্রতিমা অত্যন্ত বিমর্ষভাবে কাটাইল। হাওড়া ষ্টেশনে প্রতাপের গাড়ী যখন ছাড়িয়া গিয়াছিল তখন প্রতিমা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে নাই।

অমল প্রতিমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, তুমি দুঃখ ক'রো না, প্রতিমা! শীগ্‌গীরই আমরা দু'জনে প্রতাপের ওখানে বেড়াতে যাবো।

প্রতাপও সাগ্রহে বলিয়াছিল, হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই আসবে। তোমরা আসবে জানলে আমার দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

কিন্তু অমলের ছুটি কোথায়? চেম্বার এবং ল্যাবোরেটারীর কাজ করিয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিবার এতটুকু সময় পায় না—ছুটি নিবার কথা সে কল্পনাই করিতে পারে না! নিছক সান্ত্বনা হিসাবেই অমল বলিয়াছিল, সে ছুটি নিয়া প্রতাপের ওখানে বেড়াইতে যাইবে।

প্রায়ই প্রতিমার মনে উদিত হইতে লাগিল প্রতাপের হাসিখুসী কথাবলার ভঙ্গী, তাহার বেপরোয়া ভাব, তাহার অলসতা।....স্বামীর এই বন্ধুটিকে সে সত্যই নিজের ভাই-এর মত স্নেহ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তাহার অনুপস্থিতি সে অনেকদিন অনুভব করিল।

অমলও প্রতাপের চলিয়া যাওয়ায় অত্যন্ত একাকী বোধ করিতেছিল। সে দেখিল মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি অভাব আছে যাহা স্ত্রীও পূর্ণ করিতে পারে না—যাহা পূর্ণ করিতে পারে একমাত্র বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় কেহ।

এই উপলব্ধি অমলকে অত্যন্ত পীড়া দিল। প্রতাপ যতদিন চলিয়া যায় নাই সে ভাবিয়াছিল দুইচারিদিন পরেই তাহার ও প্রতিমার জীবন-যাত্রা আবার সহজছন্দে ফিরিয়া আসিবে, প্রতাপের অভাব সে বিশেষ অনুভব করিবে না। কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রতিমার সাহচর্য্য সত্ত্বেও যে মনের মধ্যে এতখানি শূন্যতা বাসা বাঁধিতে পারে তাহা সে ভাবে নাই। কাজেই যখন সে এই সত্যের সম্মুখীন হইল তখন তাহার বিবেক স্বভাবতঃই বলিল, প্রতিমার প্রতি সে অবিচার করিতেছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করিল যাহাতে প্রতিমাকে নিয়া সে পূর্ণ হইয়া থাকিতে পারে।

প্রতিমাও প্রতাপের অভাব অনেকখানি বোধ করিতেছিল। শৈশব হইতেই সে ভ্রাতৃস্থানীয় কাহাকেও পাইবার জন্য ব্যাকুল ছিল, কিন্তু তাহার উনিশ বৎসরের অবিবাহিত জীবনের মধ্যে তাহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তাহার পর অমলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রতাপ তাহার স্নেহবিতরণোন্মুখ হৃদয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অনাবিল ভগিনীস্নেহ সে প্রতাপের উপর বর্ষণ করিয়া অনেকখানি শান্তি এবং তৃপ্তি পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই হঠাৎ প্রস্থান তাহাকে আবার অশান্ত এবং অতৃপ্ত করিয়া তুলিল।

সেদিন কলেজ হইতে ক্লান্ত হইয়া অমল ফিরিয়াছে। ফ্ল্যাটে ঢুকিয়াই সে লক্ষ্য করিল প্রতিমা স্তব্ধভাবে জানালার সামনে পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

অমল প্রশ্ন করিল, কি ভাবছ, প্রতিমা ?

—তোমার বন্ধুর কথা।

—প্রতাপ ?

—হ্যাঁ....ভাবছি ভদ্রলোক কেমন অদ্ভুত, আজ প্রায় মাসখানেক হ'তে চল্‌ল, সেই যে পৌঁছে একখানা পোষ্ট কার্ড লিখেছিলেন তারপর একখানা চিঠি লিখ্‌বারও অবসর হ'ল না !

অবসন্নভাবে অমল বলিল, হ্যাঁ....কি আর করা যায় বলো !

—তুমি একটা চিঠি লেখনা ?

—চিঠি ?....তার পোষ্ট কার্ডের জবাব দিয়ে ত লিখেছিলাম, কিন্তু সে যদি আমাদের ভুলে যেতে চায় তাহ'লে জোর ক'রে তাকে মনে করিয়ে দেওয়ায় সে বরং বিব্রতই বোধ করবে।

—তা'হোক, তবু তুমি আর একবার চিঠি লেখো।....বেশ খানিকটা কাতরস্বরে প্রতিমা বলিল।

অমল নিজেই ভাবিতেছিল বেশ কঠিন কতকগুলি অভিযোগ করিয়া সে প্রতাপের কাছে চিঠি লিখিবে। প্রতাপের নীরবতা, বন্ধুকে এইভাবে ভুলিয়া যাওয়া, তাহার মনের কোণে সঞ্চিত অভিমানকে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু প্রতিমার কাতরতা দেখিয়া সে একটু ক্ষুব্ধ হইল।

বলিল, কিন্তু তুমি এরকম মনমরা হ'য়ে থাক্‌ছ কেন প্রতিমা ?

—তুমি ত জানো, প্রতাপবাবুকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি, ঠিক আমার আপন ভাইয়ের মত। আমার ভয় হচ্ছে হয়তো তার কোন অসুখবিসুখ করেছে।....প্রতিমার কণ্ঠস্বরে অনেকখানি উদ্বেগ প্রকাশ পাইল।

অমল প্রতিমার এই উদ্বিগ্নতা সহজভাবে নিতে পারিল না। তাহার

মনে হইল, প্রতিমা যেন একটু বাড়াবাড়ি করিতেছে। তাহার নিজের বন্ধু প্রতাপ, তাহার সঙ্গে তাহার পরিচয় কত সুদীর্ঘ, সে তুলনায় প্রতিমা প্রতাপকে কতটুকু জানে? সে, অমল, তাহার বন্ধুর অভাব কম অনুভব করিতেছে না, তবু সে ত প্রতিমার মত এত ব্যাকুল হইয়া ওঠে নাই।

মনের বিরক্তি চাপা দিয়া অমল বলিল, আচ্ছা, আর দুদিন দেখে চিঠি লিখ্‌ব।

প্রতিমার তীক্ষ্ণ চোখ স্বামীর বিরক্তি লক্ষ্য করিল। সে বুঝিল প্রতাপের খবর জানিবার জন্য তাহার এই ব্যাকুলতা স্বামী পছন্দ করিতেছে না। সে দুঃখিত হইল, কারণ সে আশা করিয়াছিল অমল তাহাকে ভুল বুঝিবে না। প্রতাপের সঙ্গে তাহার যে নির্ম্মল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার যথোপযুক্ত মর্য্যাদা অমল দিতে পারিবে এই আশা তাহার সকল সময়ই ছিল, এখন অমলের কথায় তাহার মনে বেশ খানিকটা আঘাত লাগিল।

প্রতিমা চুপ্ করিয়া গেল, কিন্তু এই প্রথম তাহার মনে স্বামীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ মাথা উঁচাইয়া রহিল।

দিন দুই পরে সত্যসত্যই প্রতাপের চিঠি আসিল। অমল হাসিতে হাসিতে চিঠিখানা প্রতিমার হাতে দিয়া বলিল, দেখ তোমার ভাইয়ের কাণ্ড....রাজাবাহাদুরের সঙ্গে শীকার করতে গিয়ে মাচা থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছিল, তাই এতদিন চিঠি লিখ্‌তে পারে নাই! হতভাগা বাঘের মুখে প্রাণ যে হারায় নি' এই আমাদের মস্ত ভাগ্য!



আরও কয়েকটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল। প্রতিমা আশা করিয়াছিল এবার অমল ছুটি নিয়া প্রতাপের কাছে যাইবে এবং সেও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবে।

কিন্তু তাহার এই আশায় বাধা পড়িল। যে সময় ছুটি নিবার কথা তাহার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে অমল আসিয়া প্রতিমাকে জানাইল তাহাকে যাইতে হইবে কসৌলিতে, সেখানে নাকি টিউবারকিউলোসিস্-স্পেশালিষ্ট-দের এক কন্ফারেন্স বসিবে, অমলের উপস্থিতি সেখানে নিতান্ত দরকার। তাহা ছাড়া পশ্চিমের দুইএকটা স্যানাটোরিয়ামও তাহার দেখা উচিত।

তবে প্রতিমাকে একেবারে নিরুৎসাহ করিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। সে প্রতিমাকে বলিল যে সে একা প্রতাপের ওখানে যাইতে পারে এবং কসৌলির পথে সে অনায়াসে তাহাকে নামাইয়া দিতে পারিবে, প্রতিমার কোনই অসুবিধা হইবে না।

প্রতিমা এই প্রস্তাবে মোটেই রাজী হইল না। প্রতাপের কাছে একা যাইতে তাহার কোন সংস্কারগত আপত্তি ছিল এমন নয়, বস্তুতঃ তাহার সংস্কারমুক্ত মন তাহার ভ্রাতৃস্থানীয় স্বামীর বন্ধুর কাছে একা যাওয়ার মধ্যে কোনই অসঙ্গতি দেখিতে পায় নাই, কিন্তু সে চাহিয়াছিল স্বামীকে সঙ্গে নিয়া যাইতে, যাহাতে বিবাহের প্রথম ছয় মাসের পরিপূর্ণ সুখময় দিনগুলি আবার ফিরিয়া আসে। স্বামীকে বাদ দিলে সেই আনন্দ বা তৃপ্তি যে কিছুতেই আসিবে না তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিল।

বলিল, না, তুমি থাকবে না, একা আমার মোটেই ভাল লাগবে না।

অমল বলিল, ফেরার পথে হয়তো আমি এসে দু'একদিন কাটাতে পারব।....প্রতাপ বড় নিরুৎসাহ হবে যদি আমরা কেউই না যাই।

—কি আর করা যায় বলো? কাজ হচ্ছে তোমার সব কিছুর ওপরে, তার উপর অনধিকার প্রবেশ করা ত আমার শোভা পায় না!

প্রতিমাকে আদর করিয়া অমল বলিল, আমার কাজের উপর তোমার ভয়ানক হিংসা হচ্ছে, না রাণী?....অমল প্রতিমাকে রাণী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অভিমানাহতস্বরে প্রতিমা জবাব দিল, যদি বলি, হচ্ছে, তবু কি তুমি তোমার কাজ উপেক্ষা ক'রে তোমার স্ত্রীর দিকে একটু তাকাবে?

অমল এই প্রথম উপলব্ধি করিল যে এমন অনেক সময় আসে যখন স্ত্রীও কাজের পথে বিঘ্ন হইতে পারে। প্রতিমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলে হয়ত সেও অসুখী হইত না, কিন্তু তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল প্রতিমা অবুঝের মত অভিমান করিতেছে। এই নির্ব্বোধ অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। তাহা ছাড়া যদিও উপস্থিত মুহূর্ত্তে প্রতিমা একটু ব্যথিত হইতেছে তবু যখন সে দেখিবে যে তাহার স্বামী সত্যই একটা জরুরী কাজে যাইতেছে তখন সে নিশ্চয়ই অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিবে না।

বলিল, আচ্ছা, এক কাজ করবে, রাণী?

—কি?

—বছরখানেক হ'য়ে এল, তুমি তোমার দাদামশায়কে দেখতে যাও নি', আমি যে কয়টা দিন কসৌলিতে থাকব তুমি না হয় তোমার দাদামশায়ের ওখান থেকে ঘুরে এসো।

প্রতিমা একটু ভাবিল। পরে বলিল, না, সে যাইবে না।

—কেন?....অমল বিস্মিতসুরে প্রশ্ন করিল।

—আমি এরকম সস্তা ক্ষতিপূরণ পছন্দ করি না।....খুবই পরিষ্কার-ভাবে প্রতিমা জবাব দিল।

আহতস্বরে অমল বলিল, আমি ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই প্রস্তাব করিনি', প্রতিমা। একা তুমি এই বিশাল ফ্ল্যাটে কেমন ক'রে একটা মাস কাটাবে তাই ভেবে বলেছিলাম। তা' যদি তুমি না যেতে চাও, যেয়ো না।

অমলের কথায় তাহার ক্ষুণ্ণতা প্রকাশ পাইল।

প্রতিমা আগেরই মত দৃঢ়স্বরে বলিল, না, এখানে থাকতে আমার কোনই অসুবিধা হবে না।....আমার করবার অনেক জিনিষ আছে, ছবি আঁকা, গান গাওয়া এ হচ্ছে আমার অমূল্য সাথী, এই নিয়ে আমি অনায়াসে এই কয়টা দিন কাটিয়ে দিতে পারব।

তারপর কথার মধ্যে একটু লঘুতা আনিয়া বলিল, তুমি মনে ক'রো না, আমি রাগ ক'রে বলছি যে আমি কোথাও যাবো না। সত্যি কথা বলছি, তোমাকে ছাড়া আমার বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না।....তুমি দুঃখ ক'রো না, ফিরে এসে তুমি দেখবে আমি কেমন সুন্দর একটা নতুন ছবি তৈরী ক'রে রেখেছি।....আমাদের বসবার ঘরের এই কোণটাতে একটা ছবির অভাব আমি অনেক দিন থেকেই অনুভব করছি, এবার সেটা পূর্ণ ক'রে ফেলতে পারব।

বলিয়া সে স্বামীর বক্ষলগ্ন হইয়া বসিল। অমল অনেকটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে সস্নেহে প্রতিমার শুভ্রললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

কয়েকদিন পরে তল্পিতল্পা বাঁধিয়া অমল কসৌলির পথে রওনা হইল। বিবাহের পর এই প্রথম প্রতিমার একাকী থাকা। মনের গোপন অন্তঃ-পুরে সে বোধ হয় প্রার্থনা করিয়াছিল শেষ মুহূর্ত্তে যেন কোন বিঘ্ন ঘটিয়া

অমলের কসৌলি যাত্রা বন্ধ হয়। কিন্তু দেবতা প্রতিমার প্রার্থনা শুনিলেন না।

ষ্টেশনে স্বামীকে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রতিমা যখন শূন্য ফ্ল্যাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন কি যেন এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার মনের প্রত্যেকটি তন্ত্রী স্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পর রাত্রি হইল, নিস্তব্ধভাবে প্রতিমা নক্ষত্রখচিত শারদাকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

চাকর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ রাত্রে কি রান্না হবে, মা?

প্রতিমা যেন স্বপ্ন হইতে উঠিয়া বসিল। বলিল, তাহার শরীর অসুস্থ, সে কিছু খাইবে না।

হরি চলিয়া গেল।

প্রতিমা তেমনই মোহগ্রস্ত অবস্থায় বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। কেন সে জানে না, তাহার দুই চোখ ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু সে সুদৃঢ় শাসনে তাহা নিবারণ করিল।

এক ঘণ্টারও বেশী হইবে, পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের এবং তাহার মনের শূন্যতা যখন তাহাকে প্রায় নিঃসাড় করিয়া আনিয়াছে তখন সে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

না, তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়া এতখানি উদ্বেলিত হওয়া তাহার পক্ষে মোটেই শোভনীয় হইতেছে না।....সত্যই ত স্বামীর অত্যন্ত জরুরী এই কাজ, কেমন করিয়া সে তাহা উপেক্ষা করে? এই কন্‌ফারেন্সে যদি অমল যাইতে না পারিত তবে কলিকাতায় কিছুতেই শান্তভাবে কাজ করিতে পারিত না! প্রতিমা তো জানে, টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে অমল কতদিন ধরিয়া গবেষণা করিতেছে, এই সুযোগ যদি সে না গ্রহণ করিত তবে তাহার কাজ হয়ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত!

উঠিয়া প্রতিমা টেবিল, বুককেস, বিছানা সযত্নে গুছাইতে আরম্ভ করিল।....ভালই হইয়াছে—এই একমাসের অবসরে সে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটা ছবি আঁকিয়া শেষ করিবে, ফিরিয়া আসিয়া অমল দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রত্যূষের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার সাধু সংকল্প শিথিল হইয়া আসিল। সে দেখিল, শূন্য গৃহে তাহার মন আদৌ টিঁকিতেছে না। ছবি আঁকা তো দূরের কথা, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও যেন তাহার কাছে দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইতেছে।

হরিকে ডাকিয়া বলিল সে যে তাহার দাদামহাশয়ের কাছে চলিয়া যাইতেছে।

—তুই কিন্তু খুব সাবধানে থাকিস্, হরি। আর ফ্ল্যাট খোলা রেখে কখ্‌খনও বাইরে যাসনে! বাবুর অনেক দামীদামী বই এই বস্‌বার ঘরেই রয়েছে, চুরি গেলে এর জোড়া আর পাওয়া যাবে না।

—আপনি কবে ফিরবেন মা?

—বাবু ত ফিরবেন এক মাসেরও পরে। আমি সপ্তাহ তিনেক ঘুরে আসব। অনেক দিন দাদামশায়কে দেখি নি'।

—সে ত সত্যি, মা।....হরি বলিল।

—আমি বাবুর কাছে চিঠি লিখ্‌তে পারলাম না যে আমি দাদামশায়ের কাছে চলে যাচ্ছি, ওঁর ঠিকানা ত জানি না। উনিই প্রথম আমার কাছে চিঠি লিখ্‌বেন বলেছিলেন, চিঠি এলে আমার দাদামশায়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে দেরী করিস্ না যেন।

হরি প্রণত হইয়া জানাইল সে দেরী করিবে না।

* * *

রামলোচনবাবু তাঁহার নাতনীকে একেবারেই প্রত্যাশা করেন নাই।

তাই হঠাৎ যখন প্রতিমা তাঁহার দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

—আমি এসেছি দাদু।....ছোট্ট বালিকার মত প্রতিমা তাহার দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

সস্নেহ আলিঙ্গন করিয়া রামলোচনবাবু বলিলেন, তা' অমল কোথায়? সে এল না?

—উনি চলে গেলেন কসৌলিতে, সেখানে কি সব কন্‌ফারেন্স হচ্ছে।

—তুই অমলকে বলে এসেছিস্ ত যে তুই এখানে আসবি?

—ঠিক বলা হয় নাই, দাদু।....যাবার আগে উনিই বলেছিলেন যে আমি যদি চাই তাহ'লে তোমার কাছে এসে থাকতে পারি, তখন আমি বলেছিলাম যে আমি কলকাতায়ই থাকব। কিন্তু উনি চলে যাবার পর কলকাতার বদ্ধ হাওয়ায় প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই ছুটে তোমার কাছে এলাম!....বলিয়া প্রতিমা আবার তাহার দাদামহাশয়কে জড়াইয়া ধরিল।

নাতনীর আদরে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া রামলোচনবাবু বলিলেন, এসে খুব ভাল করেছিস্, কিন্তু অমল শুন্‌লে রাগ করবে না ত?

—তুমিও পাগল, দাদু! উনিই আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন, আর আমি এসেছি বলে উনি রাগ করবেন? বরং খুসী হবেন এই ভেবে যে তাঁর উপদেশ আমি রেখেছি।

চিন্তিতস্বরে রামলোচনবাবু বলিলেন, রাগ না করলেই ভাল, বুড়ি।.... মানুষ কখন এবং কেন যে রাগ করে তা' যদি বাঁধাধরা নিয়ম দিয়ে বোঝা যেত তাহ'লে সংসারের অনেক জটিল সমস্যারই সহজ সমাধান হয়ে যেত।

প্রতিমা আবার রামলোচনবাবুকে আশ্বাস দিয়া বলিল, সে নিশ্চিত জানে অমল কিছুতেই রাগ করিবে না।

প্রতিমার বিবাহের অব্যবহিত পরেই রামলোচনবাবু কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া দিয়া নিজের গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি এতদিন ছিলেন প্রধানতঃ প্রতিমার শিক্ষার জন্য এবং পরে, যাহাতে প্রতিমাকে ভালভাবে বিবাহ দিতে পারেন সেই চেষ্টা করার জন্য। অমলের হাতে প্রতিমাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া তিনি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সামান্য একটু বেশী বয়স হইলেও অমল সব দিক দিয়া প্রতিমার যোগ্য স্বামী হইবে। এই বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়া যাইবার পর তিনি গ্রামের স্নিগ্ধশীতল ছায়ায় জীবনের শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত করিতে আসিয়াছিলেন।

কলিকাতার কোলাহল ও গতিপূর্ণ জীবনের পর গ্রামের স্নিগ্ধ হাওয়া প্রতিমারও খুব ভাল লাগিল।

প্রথম কয়েকটা দিন সে স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী পাখীর মত ঘুরিয়া বেড়াইল। গ্রামের সঙ্গে তাহার পরিচয় খুবই সামান্য, কারণ তাহার বয়স যখন তেরো তখনই রামলোচনবাবু তাহাকে নিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। আজ সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে গ্রামের মেঠো হাওয়া তাহার অভিমানাহত মনকে অননুভূতপূর্ব্ব একটা শান্ত স্নিগ্ধ রসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল।

একদিন সে ছোট্ট বালিকার মত রামলোচনবাবুর কাছে আসিয়া বলিল, আচ্ছা, দাদু, তুমি খালি সব সময় ঘরের কোণে ব'সে থাকো! তার চেয়ে এসো না একদিন মাঠে গিয়ে চড়ুইভাতির আয়োজন করি!

হাসিয়া রামলোচনবাবু জবাব দিলেন, আমার কি আর তোদের সঙ্গে চড়ুইভাতিতে যোগ দিবার বয়স আছে রে?

ঠোঁট উল্টাইয়া প্রতিমা বলিল, হ্যাঁ, তোমার যত সব অনাসৃষ্টি

কথা! বয়স নেই কেন? তুমি ত' এসব আমোদ আমার চেয়েও বেশী ভালবাসতে!

প্রতিমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল শৈশবের কয়েকটা দিনের স্মৃতি যখন রামলোচনবাবু অনেক সময় তাঁহার প্রবীণতার মুখোস ছাড়িয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দলে আসিয়া ভিড়িতেন এবং সমানভাবে তাহাদের সঙ্গে হুটোপাটি করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিতেন না।

রামলোচনবাবুও বোধ হয় সেই দিনগুলির পুনরাস্বাদ পাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন না। প্রতিমার অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না।

একদিন গ্রামের বাহিরে একটা বিলের পাশে প্রকাণ্ড এক মাঠে বিরাট চড়ুইভাতির আয়োজন হইল। দলের নেত্রী হইল প্রতিমা আর সঙ্গে সহায়কভাবে আসিলেন রামলোচনবাবু। রামলোচনবাবুর পরিচিত কয়েক বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আসিয়া হাসি-হল্লা-গানে মাঠটা মুখরিত করিয়া তুলিল।

রামলোচনবাবু খুবই আনন্দ উপভোগ করিলেন, কিন্তু এই ছেলে-মানুষী আমোদ-প্রমোদের প্রতি প্রতিমার এতখানি অনুরাগ দেখিয়া তিনি যেন একটু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন।

চড়ুইভাতির আমোদ শেষ হইয়া যাইবার পর সেদিন প্রতিমা যখন গৃহে ফিরিল তখন তিনি প্রতিমাকে ডাকিলেন।

বলিলেন, বুড়ি, তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বল্‌বার আছে। এখন তোর সময় হবে?

—কি?....শঙ্কিত ও পাংশুমুখে প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—অমলকে কি তুই ভালবাসিস না রে ?....বৃদ্ধ রামলোচনবাবু সোজাসুজি এই প্রশ্নটা করিয়া বসিলেন।

প্রতিমা এই প্রকার প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমে থতমত খাইয়া গেল।

তাহার নীরবতায় রামলোচনবাবু আরও চিন্তাকুল হইলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন, আমার কাছে তুই লুকোস্‌নে, আমাকে তুই খোলাখুলি-ভাবে বল্‌....

কাতরভাবে প্রতিমা জবাব দিল, দাদু, আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি। ওর যোগ্য আমি নই, তুমি আমাকে এরকম প্রশ্ন ক'রে বিব্রত ক'রো না, দাদু....

রামলোচনবাবু থামিলেন না। বলিলেন, তুই স্বামীকে শ্রদ্ধা করিস্‌ এটা খুব বড় কথা নয়।....শ্রদ্ধা জিনিষটা থাকা ভাল, কিন্তু শ্রদ্ধাই সব নয়, ভালবাসা শ্রদ্ধার ওপরে।

—আমি ওঁর ভালবাসার যোগ্য নই, দাদু।

—আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই, বুড়ি। আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি তুই অমলকে ভালবাসিস্‌ কি না। আমার কথার জবাব দে।

প্রতিমা করুণস্বরে বলিল, আমি ভেবে দেখিনি, দাদু !....ভালবাসা বল্‌তে তুমি কি বোঝ তাও আমি জানি না, তোমার প্রশ্নের কি জবাব দেব আমি।

—ভালবাসা বল্‌তে আমি বুঝি এই যে অমলকে পেয়ে তুই মনে করিস্‌ কি না তোর নারীজন্ম সার্থক হয়েছে। ভালবাসা বল্‌তে আমি বুঝি আরও এই যে তোর মন সব সময় অমলের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিবার জন্য উদগ্র হ'য়ে থাকে কিনা।....অমলের কথা ভাবতে তোর

গায়ে রোমাঞ্চ আসে কি না, অমল তোর কাছ থেকে দূরে চলে যাবে ভাবতে তোর সমস্ত মন বেদনায় স্তব্ধ হয়ে আসে কি না!

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিল।

রামলোচনবাবু বলিয়া চলিলেন, তুই বুদ্ধিমতী, তোকে এসব জিনিষ বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে বলার প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। আমি শুধু বলছি এই যে যদি অমলকে তুই ভালবাসতে না পেরে থাকিস তবে সে তোর মস্তবড় দুর্ভাগ্য।....অমল তোকে ভালবাসে তার পরিচয় আমি অনেক পেয়েছি, এই ত' সেদিনও সে আমার কাছে যে চিঠি লিখেছিল তার অর্দ্ধেকেরও বেশী হচ্ছে কেবল তোরই কথাতে পূর্ণ।....অমলের নিজের মনের ভাব প্রকাশ করবার শক্তি হয়ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, হাজার হোক এতদিন অবিবাহিত ছিল, তাই অনেক বিষয়ে সে অন্তর্মুখী হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু যারা অমলকে চেনে তারা তাকে ভুল বুঝবে না।

তাহার দাদামহাশয়ের কাছে অমল প্রায়ই চিঠি লেখে এটা প্রতিমার জানা ছিল না। রামলোচনবাবুর কথাগুলি প্রতিমার মনের গভীর প্রদেশকে সজোরে নাড়া দিয়া দিল।

রামলোচনবাবু বলিলেন, তোকে আমি চিরদিন শিক্ষা দিয়ে এসেছি, সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হোস্ না।....সেই শিক্ষা তোকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি বল্‌ছি, তুই তোর মনের সঙ্গে ভাল ক'রে বোঝাপড়া কর! যদি তুই সত্যি সত্যি এখনও অমলকে ভাল না বেসে থাকিস্ তবে মনকে বিশ্লেষণ ক'রে এই জবাবটা আদায় কর্, কেন তুই অমলকে ভালবাসতে পারছিস্ না! এই যে ট্র্যাজেডি এর জন্য কে দায়ী?....তোর জীবনের এই সবে আরম্ভ, এর পর অনেক ধাক্কা, অনেক আঘাতের সম্মুখে তোকে আসতে হবে! যদি এখন থেকেই নোঙরহীন

নৌকার মত চলতে সুরু করিস তা'হলে সংসারের আবর্ত্তে তুই যে একেবারে তলিয়ে যাবি, বুড়ি!

রামলোচনবাবু এতখানি কথা বলিয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন।

প্রতিমা মৃদুস্বরে বলিল, তুমি যা-তা ভেবে তোমার চুলগুলো আরও শাদা ক'রো না, দাদু! স্বামীকে যতখানি ভালবাসা উচিত ততখানি আমি ভালবাসতে পেরেছি কি-না আমার মনকে প্রশ্ন নিশ্চয়ই করব, কিন্তু এটাও ঠিক যে স্বামীকে যেটুকু ভালবেসেছি তার বেশী বা তার কাছাকাছি কাউকেই আমি ভালবাসিনি।

রামলোচনবাবু চক্ষু মুদিত করিয়া কি যেন ভাবিলেন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, অমলের বন্ধু প্রতাপ তোদের বাড়ীতে খুব যাওয়া-আসা করে, না?

—করতেন, যখন কলকাতায় ছিলেন।....এখন ত' প্রায় মাস ছয়েক ধরে প্রবাসী।....কিন্তু তুমি প্রতাপবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন দাদু?

....না, এমনি।....অমল তার চিঠিতে মাঝে মাঝে প্রতাপের কথা লিখত কিনা, তাই মনে হ'ল।

—তুমি কি ভাবছ আমি বুঝতে পারছি, দাদু। তুমি ভাবছ আমি প্রতাপবাবুকে ভালবেসে ফেলেছি কিনা।....তোমার এ সন্দেহের জবাব আমি খুবই খোলাখুলিভাবে দিতে পারি। প্রতাপবাবুকে আমি স্নেহ করি যথেষ্ট, ঠিক আমার আপন ভাইটির মত, কিন্তু ভালবাসার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

—অমল এটা বিশ্বাস করে?

—যতদূর জানি, করেন। আমার প্রতি ওঁর গভীর বিশ্বাস। আর উনি জানেন আমি চিরকালই স্নেহ বিতরণ করতে পাগল। এই নিয়ে কত ঠাট্টা করেন।

আগেরই মত চিন্তিত সুরে রামলোচনবাবু বলিলেন, হয়ত প্রতাপকে নিয়ে তোদের মধ্যে কোন বিপ্লবের সৃষ্টি হ'বে না। তুই প্রতাপকে ভাল ভাবে জানিস এবং প্রতাপের প্রতি তোর স্নেহ কোন্ পর্য্যায়ের তাও তুই বিশ্লেষণ ক'রে দেখে নিয়েছিস্। কিন্তু তোর এই স্নেহ বিতরণের উন্মুখতাটা আমি খুব নির্লিপ্তচোখে দেখতে পারছি না। কেন তুই তোর গৃহে, তোর স্বামীর বুকে সব কিছু অভাবের তৃপ্তি খুঁজে পাবি না? কেন তোর এই বহির্মুখতা এতখানি তীব্র হ'য়ে উঠবে?

—আমিও যে স্নেহ পেতে ভালবাসি, দাদু।....খুবই সরলভাবে প্রতিমা বলিল।

—সেইখানেই ত আমার বেশী ভয়। তুই যদি শুধু স্নেহ বিলিয়েই খুসী হ'তিস্ তাহ'লে হয়ত বিপদের সম্ভাবনা ততটা ছিল না, কিন্তু তা' যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তোকে দোষ দিচ্ছি না—নির্লিপ্তভাবে শুধু স্নেহ বিতরণ একমাত্র দেবতার পক্ষেই সম্ভব, মানুষের পক্ষে নয়। তাই আমার ভয় হয়, নিজেরই অজ্ঞাতসারে তুই এমন বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়বি যে তা' থেকে মুক্তি পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে উঠবে।

—তুমি ভেবো না, দাদু। আমার স্বামীর প্রতি ভালবাসার মধ্যে যদি কোন ঘাটতি থাকে তাহ'লে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব সেটা পূরিয়ে নিতে। এটা ঠিক যে আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং তিনিও আমাকে গভীরভাবে ভালবাসেন। আমার নিজের মনের উপর এটুকু জোর আছে যে আমার শ্রদ্ধা আর তাঁর স্নেহ এর মধ্যে যদি কোন ব্যবধান থেকে থাকে তা' সঙ্কীর্ণ ক'রে নিয়ে আসতে আমি পারব।



প্রতিমার ডায়েরী হইতে :

আজ ছয় মাস হইল আমি অমলের গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছি। এ কয়টা মাস যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। বোধ হয় প্রত্যেক মেয়েরই এই হইয়া থাকে। বিবাহের নূতনত্ব, স্বামীর সবল বাহুর আলিঙ্গনের মাদকতা প্রত্যেক প্রেমোন্মুখ তৃষিত নারীকেই বোধ হয় প্রথমটায় এরকম মোহগ্রস্ত করিয়া রাখে।

আমার স্বামীর মধ্যে আমি যে গুণগুলি দেখিয়াছি তাহাতে স্বতঃই আমার মাথা ওঁর সামনে নত হইয়া আসিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, তিনি ফুলের মত কোমল, অথচ বজ্রের মত কঠিন। যাহা উনি উচিত মনে করেন তাহা করিতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন না, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়বন্ধুরা যতই গুঞ্জন করুক না কেন। অথচ কাহাকেও সামান্য একটু কটু কথা কহিতে তিনি চান না। বলেন, ভুল-ত্রুটি সকলেরই হয়, সেজন্য আমি আমার জিহ্বাকে পঙ্কিল করব কেন?....কতদিন কতবার হরি তাঁহার আদেশমত কাজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তিনি মৃদু ভর্ৎসনা ছাড়া একটিও কর্কশ কথা তাহাকে বলেন নাই।

আর প্রণতি জানাই আমি আমার স্বামীর অসীম উদারতাকে। কাহারও সঙ্গে তাঁহার মতদ্বৈধ যদিও বা হয় তিনি অম্লানবদনে বলেন, কে জানে, হয়ত আমারই ভুল। আমি যা বলি তাই যে চিরন্তন সত্য এ অহমিকা আমার থাকা উচিত নয়।

আমার স্বামীর এই উদারতার পরিচয় পাইয়াছি প্রতাপবাবুর সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারে। প্রতাপবাবু তাঁহার অনেক দিনের বন্ধু, বন্ধুপ্রীতি

থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতাপবাবু যেভাবে আমাদের বাড়ীতে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন তাহাতে যে কোন স্বামী বিরক্ত হইতে পারিত।....অমল কখনও এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। বরং প্রতাপবাবু যখন বলিতেন, অমল, আমি তোদের প্রেমালাপের মধ্যে বিঘ্ন ঘটাচ্চি, তখন তিনি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিতেন, পাগলামি করিস্ না, প্রতাপ, তুই আমাদের সঙ্গে একটু গল্পগুজব ক'রে আনন্দ পাস্, আর তাতে কিনা আমি ভাব্ব আমাদের নিভৃত গুঞ্জনের ব্যাঘাত হচ্ছে!

প্রতাপবাবুকে প্রথম দৃষ্টিতে আমার ভাল লাগে নাই। মনে হইয়াছিল যেন একটু বেশী গায়ে-পড়া স্বভাব এই ভদ্রলোকের। কিন্তু তাঁহার সরলতা, তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই আমার সব কিছু বিতৃষ্ণা হরণ করিয়া নিয়াছিলেন। যেভাবে তিনি আমাকে বৌদি' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন তাহা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।....সত্যি আমার দুঃখ হয় কেন আমার একটি ভাই নাই? একটি ভাই পাইবার লালসা যে আমার চিরদিনের।....প্রতাপবাবু আমার এই লালসা অনেকখানি নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন আমার যথার্থ ভাই হইয়া। প্রতাপবাবুর কাছে এজন্য আমি কম কৃতজ্ঞ নই।

কিন্তু প্রতাপবাবুর প্রতি আমার অভিযোগও আছে। আমি তাঁহাকে আমার স্নেহ বণ্টন করিতে এতটুকু কার্পণ্য করি নাই, কিন্তু প্রতাপবাবুর কাছে আমি যেন সর্ব্বদা গৌণ, আমার স্বামীই যেন মুখ্য। স্বীকার করি আমার সঙ্গে প্রতাপবাবুর পরিচয় অত্যন্ত অল্প, তিনি আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন আমার স্বামীর বন্ধুরূপে, আমার ভাইরূপে নয়, কিন্তু আমি যে নিতান্তই দ্বিতীয় একথাটা এমন রূঢ়ভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল কি?

এই ত সেদিন আমি প্রতাপবাবুকে অনুযোগ করিতেছিলাম, তিনি

তাঁহার বেশভূষা আহার-বিহার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, কেন তিনি নিজের দিকে একটু মন দেন না ইত্যাদি। অমনি প্রতাপবাবু বলিয়া বসিলেন, বৌদি', আমার জীবনে একটু স্বাচ্ছন্দ্য আনাটা আপনার বিশেষ দায়িত্ব মনে হ'তে পারে, কিন্তু অমল জানে আমি এই বেপরোয়া ভাবে থেকেই বেশী আনন্দ পাই।....কি প্রয়োজন ছিল, অমলকে সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করার? যেহেতু আমি বলিয়াছি, প্রতাপবাবু, আপনি আপনার খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দিন, অমনি বলা হইল, আপনার চেয়ে আপনার স্বামী আমার নাড়ীনক্ষত্রের খবর বেশী জানেন!

তবু প্রতাপবাবুর উপর আমি রাগ করিতে পারি না। আমার বুকের মধ্যে এমন একটা দুর্ব্বলতা লুকানো আছে যাহা বারবার বাহির হইয়া আসে যখনই আমি তাঁহার শুকনো মুখখানা দেখি।....যদি তিনি আমার মায়ের পেটের ভাই হইতেন, আমি দেখিয়া নিতাম কেমন করিয়া তিনি তাঁহার বেপরোয়া জীবন-যাপন করেন!

আজ আমাদের বাড়ীতে ছোটখাট একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। প্রতাপবাবু অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্কল্প হইতে আমরা তাহাকে কিছুতেই বিচ্যুত করিতে পারিলাম না। অমলও কম চেষ্টা করে নাই—অবশেষে সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

প্রতাপবাবু কেন চলিয়া যাইতেছেন জানি না, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি আমাকে এড়াইবার জন্যই চলিয়া যাইতেছেন।

আমাকে এত ভয় কেন? আমি কি তাঁহার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত বেশী অনধিকার চর্চ্চা করিতে সুরু করিয়াছিলাম? জ্ঞানতঃ ত আমি অপরাধী নই, তবে প্রতাপবাবুর মাথায় যদি এরকম একটা আইডিয়া

ঢুকিয়া থাকে তবে তাহা আমি দূর করি কি করিয়া ?....আমি ত প্রতাপ বাবুর স্বাধীন চলাফেরা এতটুকু খর্ব্ব করি'ত চেষ্টা করি নাই, আমি শুধু চাহিয়াছিলাম যেন তিনি একটু নিয়মে-বাঁধা জীবন-যাপন করেন, তাঁহারই ভালর জন্য বলিয়াছিলাম ! ইহারই জন্য কি তিনি দূরে সরিয়া গেলেন ?

প্রতাপবাবু চলিয়া যাইবেন এটা একরকম ঠিক। আমরা হয়ত এখনও বুঝিতে পারিতেছি না তাঁহার এই চলিয়া যাওয়াতে আমাদের সহজছন্দের জীবনটায় কতখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। এই কয়েকটা মাস তাঁহার অনাবিল সঙ্গ আমাদের জীবনে আনিয়াছে সম্পূর্ণতার বন্যা, সার্থকতার ধারা। তাঁহাকে ছাড়া আমার এবং অমলের একাকী জীবনযাত্রা যে আমি কল্পনা করিতেও পারি না।

কিন্তু প্রতাপবাবু চলিয়া যাইবেনই। ইহাই হয়ত পৃথিবীর নিয়ম। যাহাদিগকে স্নেহ করি তাহারা বোধ হয় স্নেহের নিগড়ে বেশী দিন আটক থাকিতে চায় না, হাঁপাইয়া ওঠে। এখন হইতে আমাকে শিখিতে হইবে স্নেহের মধ্যে প্রাচুর্য্য যেন আর না আনি, স্নেহ যেন সংযত সংহৃত হয়।

প্রতাপবাবুকে যে স্নেহ আমি দিয়াছি তাহা আমি উঠাইয়া আনিয়া আমার স্বামীর পায়ে অর্পণ করিব। যে আমার স্নেহ চায় না তাহার উপর অহেতুক বর্ষণ করিয়া লাভ কি ? আমার স্বামীকে আমার যাহা দেয় তাহা হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে দিতে পারি নাই—প্রতাপবাবুকে কিছু দিতে যাইয়া আমার সিন্ধুকে নিশ্চয়ই ঘাটতি পড়িয়াছে। এখন আমি অনন্যমনা হইয়া স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিব। প্রতাপবাবু আমাকে অকাতরে ভুলিয়া যাইবেন, আর আমি শুধু শুধু স্নেহের স্মৃতির বোঝা ঘাড়ে করিয়া ফিরিব কেন ?

আচ্ছা, আমার স্বামীকে কি আমি তাঁহার প্রাপ্য দিতে পারিয়াছি ?

তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি, নিবিড়ভাবে শ্রদ্ধা করি, তাঁহার সঙ্গ পাইতেও আমি উৎসুক, তাঁহার স্নেহের প্রকাশ আমাকে অনেকখানি সুখী করে, তবু কেন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হয়ত তাঁহার প্রতি সুব্যবহার করিতেছি না !....রোম্যান্টিক প্রেমের কথা বইএ পড়িয়াছি, আমার দুই একজন বন্ধুর কাছেও শুনিয়াছি, কিন্তু কই, অমলের প্রতি আমি ত সেরকম দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিলাম না ! কেন ?—অত্যন্ত মামুলী প্রথায় আমাদের বিবাহ হওয়াটাই কি ইহার একমাত্র কারণ ? সেই যে সেদিন দীপ্তি আসিয়া আমাকে তাহার ভাবী-স্বামীর কথা বলিল, তাহার কথা বলিতে বলিতে দীপ্তির মুখচোখ কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল ! অমলের কথা বলিতে যাইয়া আমার মুখ তেমন উজ্জ্বল হয় কি ?

অমল কেন আরও একটু গভীরভাবে আমাকে বুঝিতে চেষ্টা করে না ? আমি তাহার স্ত্রী, তাহার ভোগ্যা, তাহা সেও জানে, আমিও জানি। মন্ত্রের সঙ্গে উচ্চারিত হইয়াছে আমার পথ তাহারই পথ, আমার জীবন তাহারই জীবন। তবু যদি সে আমাকে দুর্লভ ভাবিত, যদি নূতন করিয়া আমাকে পাইবার চেষ্টা করিত ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলে আমি সাড়া না দিয়া পারিতাম না—কারণ আমি যে তাহাকে শ্রদ্ধা করি, আর আমার বহুদিনের সংস্কার এবং শিক্ষাও যে আমাকে বলে আমার পথ হইতেছে আমার স্বামীর পথে !

দিন যে এত তাড়াতাড়ি কাটিয়া যায় তাহা আগে কখনও অনুভব করি নাই। প্রায় এক বৎসর ঘুরিতে চলিল আমার বিবাহ হইয়াছে, অথচ মাঝে মাঝে মনে হয় এই ত সেই দিনও আমি দাদামহাশয়ের আদরের নাতনী-ভাবে কলিকাতায় মেছুয়াবাজারের সেই বাসাটার ছোট্ট কুঠরীটিতে বসিয়া ছিলাম !

দাদামহাশয়ের কাছে এতটুকু লুকোচুরি করার উপায় নাই। কেমন সোজা তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, স্বামীকে আমি সত্যই ভালবাসিতে পারিয়াছি কিনা !....আমি কি জবাব দিব? যদি বলি ভালবাসি না তবেও সত্য ভাষণ হইবে না, আর যদি বলি ভালবাসি তবেও একটু অতিরঞ্জন হইবে। আসল কথা, আমার নিজের মন আমি নিজেই জানি না।....জানি শুধু একটা কথা, অমলকে পাইয়া আমি তৃপ্ত হই নাই। শান্ত খানিকটা হইয়াছি, অমলের স্নেহ আমার মনের অনেক দ্বিধাকে সহজ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তবু কেমন যেন একটা ক্ষুধা আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে মাথা উঁচাইয়া দেখা দেয়।

কেন এই ক্ষুধা, এই অতৃপ্তি? আমার বুদ্ধি বলে, এই অতৃপ্তিকে শাসনে আনা দরকার, কিন্তু আমার হৃদয় বুদ্ধির নির্দ্দেশ কিছুতেই শুনিতে চায় না।....মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়। আমি যেন অনাগত ভবিষ্যতের গহ্বর হইতে সতর্কবাণী শুনিতে পাই, প্রতিমা, তুমি সাবধান হও, নিজেকে সংযত কর, নহিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।....কিন্তু পরক্ষণেই আমার অবুঝ মন তর্জ্জন করিয়া ওঠে—কেন তুমি তোমার হৃদয়কে শাসন করিবে? হৃদয়ের নির্দ্দেশই একমাত্র সত্য, সত্যকে তুমি কোন্ ভয়ে নিষ্পেষণ করিয়া মারিবে?

আচ্ছা, অমল কেন আমাকে একটু বেশী ভালবাসে না? তাহার ডাক্তারি এবং রিসার্চ্চের মধ্যে এমন কি মধু আছে যে তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহার অতৃপ্তবাসনা স্ত্রীও অন্তরালে চলিয়া যায়? অমল কেন আমাকে নিবিড় নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে না? কেন সে বলে না, ওগো রাণী, তুমি আমার, তুমি আমার!

আমি সমস্ত সম্বিৎ হারাইয়া ফেলি যখন অমল আমাকে এই আদরের নামটি ধরিয়া ডাকে। ডাকের মধ্যে বোধ হয় একটা মাদকতা আছে—

কারণ আমি দেখিয়াছি যখনই অমল আমাকে এই নামে ডাকে তখনই আমি বিহ্বল হইয়া পড়ি, 'আমার যত কিছু অতৃপ্তি যত কিছু ক্ষুধা সব যেন মুহূর্ত্তের জন্য উবিয়া যায়।

অমল এবার কসৌলি হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার মনের অন্তঃপুর খুলিয়া দেখাইব। সে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি, আমাদের জীবন সুখময় হইবে না কেন? বিবাহের পর যখন অমলের ঘর করিতে আসিয়াছিলাম তখন সে বলিয়াছিল, যদি আমার কোন ভুলত্রুটি হয় তুমি আমাকে ব'লো, আমি মানিয়ে নিতে চেষ্টা করব! ....আমিও তাহাকে ভরসা দিয়া বলিয়াছিলাম, ভুলত্রুটির মধ্যেও আমরা শান্তির নীড় গড়ে তুলতে পারব।....আমাদের এই সংকল্পকে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে দেওয়া হইবে না।....হে ভগবান্, তুমি আমাকে সাহায্য ক'রো, যদি পথভ্রষ্ট হইয়া যাই সময় থাকিতে পথ বলিয়া দিও।

*

* *

যথাসময়ে অমল কলিকাতায় ফিরিল। তাহার রুক্ষ শীর্ণ চেহারা দেখিয়া প্রতিমা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে অত্যন্ত রোগা দেখাচ্ছে গো, কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি' ত?

—না।....তবে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে অনেকদিন। রোদে একেবারে তেতে-পুড়ে গেছি।

—যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে তা সফল হয়েছে ত?....প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

আত্মপ্রসাদের একটা হাসি হাসিয়া অমল জবাব দিল, হ্যাঁ।....সত্যি,

যদি এই সময়টা না যেতাম তাহ'লে অনেক নতুন তথ্য আমার জ্ঞানের বাইরে থেকে যেত ! গিয়ে ভালই করেছিলাম !

একটু থামিয়া অমল বলিল, কিন্তু তোমার অভাবটা আমি বড় বোধ করেছি, রাণী !....দুপুরবেলা যখন স্নান-আহার ত্যাগ ক'রে রোগী-রোগিনীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম তখন হয়ত বাইরের জগতের কথা এত-টুকুও মনে হ'তনা, কিন্তু যখনই বাসায় ফিরেছি এবং একটু অবকাশ পেয়েছি তখনই তোমার অনুপম স্নেহ-পরিচর্য্যার কথা মনে হ'য়েছে।.... দেখছি বিয়ে ক'রে আমি রিসার্চের কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হ'য়ে উঠছি !

প্রতিমা তাহার স্বামীর কথায় মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইল, কিন্তু বাহিরে তাহার পুলক প্রকাশ না করিয়া বলিল, অবকাশ তোমার জীবনে কতটুকুই বা মেলে ? যেটুকু মেলে তা'ও ত তোমার রিসার্চের চিন্তায়ই কেটে যায় !

—না, না, এটা মোটেই সত্যি নয়।....গভীরভাবে প্রতিবাদ করিয়া অমল বলিল।

—আচ্ছা, তর্ক আলোচনা পরে হবে। এখন তুমি তোমার ভ্রমণের বেশভূষাগুলো ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এসো, আমি তোমার খাবার তৈরী ক'রে আন্‌ছি।

বলিয়া প্রতিমা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

অমল তাহাকে যাইতে দিল না। দুই হাতে তাহার গতিরোধ করিয়া সে প্রতিমাকে কাছে টানিয়া আনিল এবং গভীর স্নেহে তাহার ললাটে, চক্ষে, চিবুকে চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

—ছিঃ, দিনেদুপুরে কি বেহায়াপনা কর্‌ছ !....বলিয়া প্রতিমা স্বামীর বাহুপাশ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া নিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বেশভুষা বদলাইয়া স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইয়া অমল যখন বাথরুম

হইতে ফিরিয়া আসিল, দেখিল প্রতিমা ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছে।

অমল আবার দুইহাত বাড়াইয়া প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিল।

এবার প্রতিমা কোন বাধা দিল না। নীরবে সে স্বামীর আদর উপভোগ করিতে লাগিল।....তাহার কেবলই মনে হইতেছিল তাহার দাদামহাশয়ের কথা। নোঙরহীন নৌকার মত চলা তাহার চলিবে না, তাহাকে আশ্রয় খুঁজিতেই হইবে এবং স্বামীর বুকই হইবে তাহার সব চেয়ে নিরাপদ, সব চেয়ে সুখদ আশ্রয়স্থল।....নিজের অজ্ঞাতসারে সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওগো....আমার স্বামী গো....

অমল বিস্মিত হইল। প্রতিমা তাহাকে ভালবাসে, খুবই ভালবাসে এই বিশ্বাস তাহার বরাবরই ছিল, কিন্তু প্রতিমার আর্ত্তনাদের মধ্যে ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন একটা অনুভূতির অভিব্যক্তিও যেন রহিয়াছে।

সে বলিল, তুমি অমন ক'রে আমাকে ডাকলে কেন, রাণী ?

লজ্জারুণ হইয়া প্রতিমা বলিল, তুমি আমাকে বড্ড ভালবাসো, না-গো ? আমি ভাবছিলাম আমি কি তোমার এই গভীর স্নেহের যোগ্যা ? তোমার ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান কি আমি দিতে পারছি ?

—আমার কল্পনাবিলাসী রাণী, তুমি জাননা তুমি আমাকে কি দিয়েছ। তুমি আমার জীবনকে ক'রে তুলেছ স্নিগ্ধ, মধুময়। তোমার ভালবাসার স্মৃতি আমাকে সব সময় বাঁচিয়ে রাখছে, আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে। ভালবাসার এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কি আছে রাণী ?

—আমার ভয় হয় বুঝিবা তোমাকে যথেষ্ট দিতে পারলাম না। বুঝিবা না জেনে তোমাকে বঞ্চিত ক'রে চলেছি।

—কি তুমি পাগলের মত যা' তা' বলছ, রাণী ! এসো, আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে, খাবার নিয়ে এসো !

খাইতে বসিয়া অমল প্রশ্ন করিল, তারপর এই একটা মাস তুমি কেমন ক'রে কাটালে গো ?....আমি ত প্রথমে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম যখন তোমার দাদামশায়ের বাড়ী থেকে তোমার চিঠিটা পেলাম ! যাক্ তুমি সেখানে চলে গিয়ে ভালই করেছিলে।

—তুমি রাগ করনি' ত ?

—না, মোটেই না।

—সত্যি ?

—সত্যি।....রাগ করব কেন ? আমিই ত তোমায় যেতে বলেছিলাম, নয় কি ? তখন তুমি যেতে চাইলে না। কিন্তু আমি এক-একবার ভেবেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত তুমি না গিয়ে পারবে না। আমার অভাবে এই ফ্ল্যাটে থাকা তোমায় পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে উঠবে এটা তুমি মুখে স্বীকার না করলেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

—দাদু কিন্তু বারবার প্রশ্ন করেছিলেন আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চলে এসেছি কিনা !

—তোমার দাদু ? তাঁর সব সময়ই ভয় তুমি আর আমি শান্ত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে দিন কাটাতে বোধ হয় পারছি না ! তাঁকে আমি কত আশ্বাস দিয়ে চিঠি লিখেছি, কিন্তু তাঁর ভয় বোধ হয় কোন দিনই ঘুচবে না।

রামলোচনবাবুর কথা বলিতে বলিতে অমলের মুখ শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সে সত্যই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রতিমা বলিল, তুমি যে দাদুর কাছে প্রায়ই চিঠি লেখ সে কথা ত আমাকে বলনি' কখনও ?

যেন অত্যন্ত গোপনীয় একটা ব্যাপার ধরা পড়িয়া গিয়াছে এই প্রকার মুখের ভাব আনিয়া অমল জবাব দিল, বলবার ত কিছু ছিল না।

উনি প্রায়ই আমার কাছ থেকে জানতে চাইতেন আমাদের দিন কেমন কাটছে, তাই আমি লিখতাম।....ওঁর বিশেষ অনুরোধ ছিল আমাদের এই পত্র-বিনিময়ের কথা তোমাকে যেন না জানাই।

—দাদুর এ কিন্তু ভয়ানক অন্যায়! আরও বেশী অন্যায় তোমার, যে তুমি আমার কাছ থেকে এই কথাটা একেবারে গোপন ক'রে গেছ! ....অভিমানের সুরে প্রতিমা বলিল।

প্রতিমার হাত দুইটি ধরিয়া অমল বলিল, তুমি রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি! আমাদের চিঠির মধ্যে তোমার নিন্দা একটুও করিনি' বিশ্বাস ক'রো।

—নিন্দা যে করনি' তা' আমি জানি! দাদুই আমাকে বলেছেন তোমার চিঠির অর্দ্ধেকেরও বেশী কেবল ভরা থাকে আমার গুণগানে! ....কি যে তুমি আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছ একমাত্র তুমিই জানো!

অমলের গলার স্বর একটু ভারি হইয়া আসিল।

বলিল, কি দেখতে পেয়েছি জানো? তোমার মধ্যে দেখতে পেয়েছি অসামান্য একটি নারীর বিকাশ, যে নারী আমাদের এই ক্ষুদ্র সংসারের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকতে চায় না, যে চায় বিশ্বের অনুতে পরমাণুতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে ভরপুর তোমার এই বিশ্বরূপিনী মূর্ত্তিটিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, রাণী।

অমল যে এমনভাবে তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারে তাহা প্রতিমার স্বপ্নেরও অগোচরে ছিল। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার কাণে বারবার ঘুরিয়া আসিতে লাগিল অমলের ভারীগলায় কথা বলার ভঙ্গিটি, তাহার অন্তরের এই অর্ঘ্য নিবেদন।

অমল বলিয়া চলিল, তুমি মনে ক'রো না, আমি তোমাকে খুসী

করবার জন্য এসব কথা বলছি। তুমি জানো, শুধু খুসী করবার জন্য কথা বলবার মত লোক আমি নই। তবে আজ অনেকদিন ব্যবধানের পর তোমাকে কাছে পেয়ে আমার মনের দরজাগুলো খুলে গিয়েছে, তাই বলছি।....হ্যাঁ, আমি আরও জানি, এই বিশ্বরূপিনী মূর্ত্তিই তোমার সবটুকু নয়, বিশ্বকে তুমি যেমন ভালবাসতে চাও, তেমনি বিশ্বের ক্ষুদ্র এক কোণে তোমার এই স্বামীটি যে অজ্ঞাত অবহেলিত হ'য়ে পড়ে আছে তাকেও তুমি কম ভালবাস না। তাই তোমার কথা যখন আমি ভাবি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমি আপ্লুত হ'য়ে পড়ি, আমি মনে মনে বলি, আমার প্রতিমা, আমার রাণী, তুমি আমার জীবনে যে আনন্দের হিল্লোল এনেছ তার জন্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও!

প্রতিমার চোখ দিয়া টপ্ করিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

অমল তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল। বলিল, আমার এই সব কথা বলা বোধ হয় তুমি পছন্দ করছ না, প্রতিমা, আমি আর বলব না।

—না গো, না, তুমি ভুল বুঝোনা। তুমি আমাকে ঘিরে যে কল্পনার জাল বুনে চলেছ তা' সত্যি কি না আমি নিজেই জানি না। হয়ত একদিন এই জাল ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে, তখন আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব?

প্রতিমার কণ্ঠে একটা বেদনাতুর আকুলতা।

অমল বলিল, নাঃ, আমরা বড্ড সীরীয়াস হ'য়ে যাচ্ছি! এসব মনের কথা মনেই লুকানো থাক, একে বাইরে নিয়ে এসে খেলা করার কোন মানে হয় না।

তাহার পর বলিল, কসৌলিতে আমার দিনগুলো কেমন কাট্‌ল তা'ত তুমি জিজ্ঞাসা করলে না, প্রতিমা?

তাহার খাওয়া ততক্ষণে শেষ হইয়া আসিয়াছে, সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত ধুইতে গেল।

প্রতিমা তাহার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইয়া গেল।

বলিল, তুমিই বলো না কি ক'রে কাটালে? একটু আগে বলেছ অধিকাংশ সময় তুমি থাকতে তোমার কাজ নিয়ে....কাজের বাইরে আর কি করেছ বলো!

—কাজের বাইরে সবচেয়ে প্রথম করেছি তোমার ধ্যান।....তারপর ভেবেছি প্রতাপের কথা।

—প্রতাপবাবুর আর কোন খবর পেয়েছ?

—খবর ত পেয়েছিই। তারও বেশী খবর আছে, আমি ফেরার পথে তার ওখানে গিয়েছিলাম!

—সত্যি?....বিস্মিতস্বরে প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—প্রতাপ অত্যন্ত অনুনয় ক'রে লিখল আমি যেন অন্ততঃ একটা দিন তার সঙ্গে কাটিয়ে যাই, তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

—অথচ আমাকে অনায়াসে বাদ দিয়ে তুমি বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ ক'রে এলে? কি ভয়ানক স্বার্থপর তুমি!

মার্জ্জনা ভিক্ষার সুরে অমল বলিল, তোমাকে বাদ দিয়ে প্রতাপের কাছে যাওয়াতে আমার আনন্দটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে, প্রতিমা!....আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সামনের বছর ছুটি নিয়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই যাব।

—সেত এখন এক বছর পরের কথা। তার মধ্যে কত কি হয় কে জানে?....সে যাক, প্রতাপবাবু কি বললেন?

—জানো প্রতিমা, যে চব্বিশ ঘণ্টা আমি প্রতাপের কাছে ছিলাম

তার মধ্যে বোধ হয় বারো ঘণ্টারও বেশী আমরা কথা বলেছি একটি লোকের সম্পর্কে ?

—কে সে ?....সন্দিগ্ধভাবে প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

প্রতিমাকে কাছে টানিয়া নিয়া আসিয়া অমল বলিল, সে তুমি, প্রতিমা।....প্রতাপ তোমাকে ভয়ানক স্নেহ করে, বৌদি' বলতে সে একেবারে অজ্ঞান....তার মতে তোমার জোড়া মেয়ে নাকি বাংলা দেশে আর মেলে না !

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, ওঃ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি। বন্ধুর কাছে স্ত্রীর গুণগান শুনে বুঝি স্ত্রীকে একটু মূল্যবান্ মনে হয়েছে ! তা'ও ভাল, আমি এতক্ষণ অবাক হ'য়ে ভাবছিলাম আমার মুখচোরা স্বামী কেমন ক'রে হঠাৎ এতখানি মুখর হ'য়ে উঠল !

তর্জ্জন করিয়া অমল বলিল, এবার তোমাকে সত্যি শাস্তি দেব, প্রতিমা ! তুমি মনে মনে বেশ ভাল ক'রেই জান তোমাকে যে আমি ভালবাসি তা' অন্যের প্রশংসার মুখাপেক্ষী হ'য়ে নয়। আমার অন্তর থেকে যে অনুভূতি বেরিয়ে আসে তা' অপরের প্ররোচনার অপেক্ষা রাখে না। ....তবে, হ্যাঁ, এটা স্বীকার করব যে প্রতাপের কাছে তোমার প্রশংসা শুনতে আমার ভাল লেগেছিল। তার কারণ কি জান ? আমি যাকে ভালবাসি তাকে আমি ছাড়া অন্যেও ভাল বলে এটা শুনলে আমাদের দুর্ব্বল মন সান্ত্বনা পায়, শান্তি পায়। মনের প্রতিধ্বনি বলে ওঠে, যাকে তুই ভালবেসেছিস্ সে অতুলনীয়, সে অমূল্য।

অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। অমল এতক্ষণ একটা সোফায় বসিয়া কথা বলিতেছিল। প্রতিমা তাহার বাঁদিকের হাতলটার উপর বসিয়াছিল।

—আলোটা জ্বেলে দেবে, রাণী ?

—না থাক। এই অস্পষ্ট অন্ধকারে তোমার কথাগুলি শুনতে আমার বড় ভাল লাগছে।....প্রতিমা বলিল।

অমল বলিল, তুমি দূরে বসে রয়েছ, আমি যে তোমাকে অনুভব করতে পারছি না একটুও!

প্রতিমা হাতল হইতে নামিয়া সোফায় স্বামীর পাশে বসিল। অমল আকুল আলিঙ্গনে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, রাণী, আমার রাণী....

*

* *

ইচ্ছা করিয়াই অমল চেম্বার হইতে আরও দুই দিন ছুটি নিল। এই দুইটি দিন সে এবং প্রতিমা কাটাইল নিরবচ্ছন্ন আনন্দে। অমল ভুলিয়া রহিল তাহার চেম্বার, তাহার রিসার্চ্চের চিন্তা। আর বিমল-শান্তিতে প্রতিমা উপভোগ করিল তাহার স্বামীর পরিচর্য্যা, স্নেহ নিবেদন। বোটানিকাল গার্ডেন, সীনেমা, সার্কাস সব কিছু তাহারা ঘুরিয়া আসিল এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে।

সেদিন সীনেমা হইতে ফিরিতে তাহাদের অনেক রাত হইয়া গিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে অমল বলিল, জানো রাণী, এমন একদিন ছিল যখন আমি রাত সাড়ে-নয়টার সীনেমায় গিয়ে শুধু ঘুমোতাম।.... দশটা বাজবার পর চোখের পাতা খুলে রাখা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রতিমাও হাসিয়া বলিল, কিন্তু এখন ত তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সারারাত না ঘুমোলেও ক্লান্তি বোধ করবে না!

—তার কারণ তুমি।....আগে যেতাম বন্ধুদের সঙ্গে অথবা একা। বন্ধুরা পর্দ্দায় ছবি দেখত উদগ্র হ'য়ে, আর আমার মনে হ'ত, জীবন-নাট্যের সঙ্গে ছবির কোন দিনই মিল থাকে না। তাই চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমিয়ে নিয়েও মনে হ'ত না খুব বড় একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

বলিয়া নিজেরই রসিকতায় অমল হাসিয়া উঠিল।

—কিন্তু যখন তুমি একা থাকতে?

—তখন? তখন ভাবতাম আমার রিসার্চ্চের কথা। চোখের সামনে চলত প্রেমের খেলা, অভিমানের লীলা, আর আমি স্বপ্ন দেখতাম আমার গবেষণার।

—তুমি অত্যন্ত বেরসিক।

—ছিলাম, এখন নই।....এই দেখ না, আজ কি একবারও আমার মনে হয়েছে সময় কেটেছে তুচ্ছ এক প্রমোদে?....বরং ভেবেছি, যদি এইভাবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যেত!

—তোমার বন্ধুরা তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত না?

—করত বই কি। প্রতাপের সঙ্গেই আমি সব চেয়ে বেশী যেতাম। সে হেসে বলত, উপবুক্ত সাথীর অভাবে আমি ছবির মধ্যেও আনন্দ পাই না, সাথী পেলেই আমার সব বৈরাগ্য কেটে যাবে।....প্রতাপ কিন্তু সত্যি কথা বলেছিল?

—তা'ত দেখতেই পাচ্ছি।....প্রতিমা বলিল।

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রতিমার ঘুম পাইতেছিল। সারাদিনের হৈ চৈ কোলাহলের পর রাত সাড়ে-নয়টার শো'এর সীনেমা তাহার পক্ষে বেশ একটু ক্লান্তিকর হইয়া পড়িয়াছিল।

—তোমার ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে, প্রতিমা?

—ভয়ানক নয়, তবে একটু ঘুম পাচ্ছে।....প্রতিমা সত্য কথা বলিল।

—আমার কিন্তু মোটেই ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না।....কি হ'বে এখন ঘুমিয়ে, আমাদের এই মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলি নষ্ট ক'রে? এসো আমরা গল্প করি।

—যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি?

—যদি ঘুমিয়ে পড় তাহ'লে আমি তোমার প্রহরী হ'য়ে জেগে থাকব। আমি দেখতে থাকব তোমার শ্রান্ত মুখশ্রী....আমি ভালবাসব তোমার পেলব হাত দু'খানাকে, যা' শিথিল হ'য়ে আসবে তন্দ্রালু অলসতার আহ্বানে।

—তোমার একটুও ঘুম পাবে না?

—একটুও না।

—তাহ'লে আমি তোমার কাছে বসছি।....তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, তুমি অস্ফুটকণ্ঠে আমাকে বলো তুমি আমাকে ভালবাসো, তুমি আমাকে পেয়ে সুখী হয়েছ।....আমি ধীরে ধীরে তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

বাতিটা নিভাইয়া দিয়া প্রতিমা অমলের পাশে আসিয়া বসিল। অমল তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, ওগো আমার প্রিয়া, আমার জন্মজন্মান্তরের প্রিয়া, আমি তোমাকে ভালবাসি, গভীর-ভাবে ভালবাসি।

পরের দিন অমলকে চেম্বারে যাইতে হইবে। ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই অমল প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার সেই কাগজ-পত্রগুলো ঠিক আছে ত?

—কাগজপত্র? কোন্ কাগজপত্র?

—সেই যে কসৌলি থেকে নিয়ে এসেছি।....সেদিন তোমাকে পেয়ে

সব ভুলে গিয়েছিলাম, কোথায় যে জিনিষগুলো রেখেছি মনে পড়ছে না!

উদ্বিগ্নভাবে অমল খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারই ড্রয়ারের এক কোণে তাহার প্রয়োজনীয় কাগজগুলির সন্ধান মিলিল।

—নাঃ, এরকম ক'রে দিন কাটালে আর চলবে না।....অমল বলিল।

শঙ্কাকুল চোখে প্রতিমা প্রশ্ন করিল, তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?

—না, না, তোমার উপর রাগ করব কেন?...আমি নিজেকেই তিরস্কার করছি যে আমি এমন অগোছাল হ'য়ে গেছি। এ কয়দিন বড় আনন্দে কেটেছে, প্রতিমা, এবার কাজের দিকে একটু মন দিতে হবে।

বলিয়া শশব্যস্তে অমল বাহির হইয়া গেল।

চেম্বার হইতে সোজা বাড়ীতে ফিরিবে, প্রতিমাকে এই প্রতিশ্রুতি অমল দিয়া গিয়াছিল এবং প্রতিমাও সেই অনুসারে বৈকালিক প্রসাধন এবং বেশভূষা সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু অমল আসিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল, প্রতিমা বাহিরে যাইবার বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

একটু পরে অমলের সংক্ষিপ্ত একটি চিঠি প্রতিমা পাইল। চেম্বারের বেয়ারা আসিয়া চিঠিটি প্রতিমার হাতে দিল।

অমল লিখিয়াছে, মেডিক্যাল কাউন্সিলে টিউবারকুলোসিসের নতুন আবিষ্কারগুলো সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিতে হ'বে, বাড়ীতে বসে ত কাজ করা সম্ভব হয় না, তাই চেম্বারেই একটু রাত পর্য্যত থেকে বক্তৃতার মাল-মশলা তৈরী ক'রে রাখব ঠিক করেছি।....তুমি কিন্তু আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থেকো না, খেয়ে নিয়ো।

প্রতিমা হাসিল। চেম্বার হইতে দুই দিন ছুটি নিয়াই অমল

হাঁফাইয়া উঠিয়াছে, বাড়ীতে বসিয়া তাহার কাজ করা সম্ভব হয় না, স্ত্রীর সান্নিধ্য তাহার কাজে ব্যাঘাত জন্মায়!

প্রতিমা আশা করিয়াছিল রাত্রি অন্ততঃ দশটার মধ্যে অমল ফিরিবে, এবং সেই আশায় সে অমলের আগে তাহার খাওয়া শেষ করিয়া রাখিতেও রাজী হয় নাই। কিন্তু এগারোটা, বারোটা বাজিয়া চলিল, অমলের একেবারেই দেখা নাই! হরি আসিয়া প্রশ্ন করিল, খাবার-দাবারগুলি সে কতক্ষণ আগলাইয়া থাকিবে। শ্রান্ত, অবসন্ন প্রতিমা বলিল, তুই চলে যা' হরি, বাবু কখন ফিরবেন কিছুই ঠিক নেই, যখন আসেন আমিই সব ব্যবস্থা ক'রে নেব।

হরি চলিয়া গেল।

অমল সেই রাত্রিতে একেবারেই আসিল না। অনেকক্ষণ স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া কখন যে প্রতিমার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল তাহা সে নিজেই জানে না!

তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভোর সাতটায়। হরি আসিয়া আপন মনে বক্‌বক্‌ করিয়া যাইতেছে, বাবুর কাণ্ড যদি কিছু বোঝা যায়, সারাটা রাত মা কিচ্ছু না খেয়ে পড়ে রইলেন, একবারটি খবর ত দিতে হয়!

ধড়মড় করিয়া প্রতিমা উঠিয়া বসিল।....অমল রাত্রির মধ্যে একেবারেই আসে নাই! কোন বিপদ হয় নাই ত?

পাংশুমুখে সে হরিকে বলিল, হরি, বাবু ত কখনও এরকম করেন না, তুই একবার নীচের দোকানে গিয়ে চেম্বারে টেলিফোন ক'রে দেখ্‌ত!

হরি কিন্তু প্রতিমার বিপদাশঙ্কায় মোটেই দ্রবীভূত হইল না। তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, কি আর হবে? একটু বাদে উনি নিজেই এক চিঠি পাঠিয়ে দেবেন!

—না, না, তুই জানিস্ না, নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে।···· তুই একবারটি টেলিফোন ক'রে আয়।

অসন্তুষ্টভাবে হরি টেলিফোন করিতে নীচে যাইতেছিল, এমন সময় অমল আসিয়া উপস্থিত হইল।

অত্যন্ত লজ্জিতভাবে প্রতিমাকে বলিল, কাল কাজ করতে করতে এত রাত হ'য়ে গেল, প্রতিমা, যে ভাবলাম বাড়ী ফিরে এসে তোমাকে বিরক্ত করবার কোনই মানে হবে না! তাই চেম্বারেই শুয়ে ছিলাম।···· তুমি আমার জন্য জেগে থাকনি' ত?

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রতিমা কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল, না, তোমার কথা-মত খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছিলাম।····তবে তুমি যদি একটু জানাতে যে রাতে আসতে পারবে না তাহ'লে বেচারা হরিকে তোমার ভাত আগলে থাকতে হ'ত না!

—ওঃ এই?····অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে অমল বলিল।····তা' একদিন না হয় হরি একটু রাত জেগেছেই বা, রোজ ত আর তাকে জাগতে হয় না!

প্রতিমা কোন কথা বলিল না।

আপন মনে অমল বলিয়া চলিল, আসল কথা কি জানো, প্রতিমা? বাড়ীতে বসে আমি এতটুকু অবসর পাই নি আমার নিজের কাজ করবার, তাই এই ছুটি নিতে হ'ল।····তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে আমার এই কাজটা কত জরুরী, আমার উপর রাগ ক'রো না কিন্তু।····হ্যাঁ, আমাকে এখ্খুনি বেরুতে হবে, হরিকে ব'ল আমার খাবারটা যেন তাড়াতাড়ি তৈরী ক'রে দেয়।

এইভাবে তিন দিন চলিল। অমল প্রত্যহই প্রতিমাকে বলিয়া যাইত চেম্বারে তাহার দেরী হইতে পারে, প্রতিমা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা না

করে। এবং প্রত্যহই তাহার কাজ শেষ করিবার জন্য তাহাকে রাতটা চেম্বারে কাটাইতে হইত। ভোরবেলায় সে একবার বাড়ীতে আসিত তাহার বেশভূষা বদলাইবার জন্য এবং স্নানাহার করিয়া একটু স্নিগ্ধ হইবার জন্য। প্রতিমা যে কিভাবে সময় কাটায়, সে কখন খায়, কি খায়, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবার এতটুকু সুযোগ তাহার হইত না।

প্রতিমা গৃহের কাজে কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। ...কাজ, কাজ! অমলের এই কাজের কি শেষ হইবে না কোনদিন?.... পৃথিবী এমন নিষ্ঠুর হয় কেন? যে আনন্দের আস্বাদ সে কয়েকদিন আগেও পাইয়াছে তাহা এত শীঘ্র তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে যাহার জন্য বিধাতা তাহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিবেন?

অমলের যে ভালবাসিবার শক্তি নাই এমন নয়। গত দুই দিনে প্রতিমা নূতন এক অমলের পরিচয় পাইয়াছে। কর্ম্মপিপাসু নির্ব্যক্তিক অমল নয়—ভালবাসা পাইতে এবং ভালবাসিতে উন্মুখ ভাবুক অমলকে নিজের হৃদয়ের মণিকোঠার অতি কাছে সে পাইয়াছিল। তাহার বুকের শূন্যতা প্রায় দূর হইয়া গিয়াছিল, সে আশা করিয়াছিল সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত কাটিয়া গিয়াছে, রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া ঊষার সোনালি আলো দেখা দিয়াছে।

ভুল, তাহারই ভুল। অমল যথার্থরূপে ভালবাসিতে এবং ভালবাসা গ্রহণ করিতে জানে না। যদি জানিত তবে তাহাদের স্বপ্নমদির ঘণ্টা-গুলিকে সে এত তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত না, ঘণ্টাগুলি দিনে, দিনগুলি সপ্তাহে, মাসে, বৎসরে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিত।

এতদিন সারাটা সময় ছুটোপাটি করিয়া রাত একটা দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়াও সে এতটা শ্রান্তি অনুভব করে নাই, কিন্তু এখন অমলের এই

আবেগবিহীন নিষ্করুণ ব্যবহারে তাহার সমস্ত দেহ-মনে বহু বর্ষব্যাপী একটা অসুখের দুর্ব্বলতা যেন ছড়াইয়া পড়িল। সংসারের নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখী হইয়া সে অশ্রুসজল চোখে উঠিয়া দাঁড়াইল।



আরও ছয়টা মাস কাটিয়া গেল।

তখন পৌষের প্রারম্ভ। শীত বেশ পড়িয়া আসিয়াছে। অপ্রত্যাশিত-ভাবে অমলের কয়েকটা দিনের অবসর মিলিয়াছে। তাহা ছাড়া কসৌলি হইতে ফিরিয়া আসার পর তাহার শরীরটাও ভাল যাইতেছিল না, প্রায়ই কোন না কোন একটা অসুস্থতায় সে বেশ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রতিমা একবার প্রস্তাব করিয়াছিল কয়েকটা দিনের জন্য স্বামীকে নিয়া কলিকাতার বাহিরে যাইবে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দোহাই দিয়া অমল প্রতিমার প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছিল।

অবশেষে প্রতিমা বলিয়াছিল, অন্ততঃ যদি গ্রামে তাহার দাদামহাশয়-দের বাড়ীতে কয়েকটা দিন অমল কাটাইয়া আসিত তবে হয়ত সে শরীরে ও মনে উভয়তঃই সুস্থ বোধ করিত। কিন্তু তাহাতেও অমল সম্মত হয় নাই। গ্রামে নানারকমের অসুবিধা—সেখানে কেহ স্বাস্থ্যান্বেষণে যায় না, ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া অমল প্রতিমাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল।

বিফল হইয়া প্রতিমা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে একদিন লজ্জারুণ মুখে প্রতিমা আসিয়া অমলকে জানাইল যে তাহার সন্দেহ হইতেছে সে সন্তান-সম্ভবা।

সংবাদটা শুনিয়া অমল অত্যন্ত আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার

শারীরিক অবসাদ এবং মানসিক আতুরতা ভুলিয়া সে প্রতিমাকে কাছে টানিয়া প্রশ্ন করিল, সত্যি বলছ ? ভুল হয়নি' ত ?

ঘাড় নাড়িয়া প্রতিমা বলিল, যতদূর তাহার মনে হইতেছে তাহার ভুল হয় নাই। তবে আরও কয়েকদিন না গেলে সে স্থির নিশ্চিত হইতে পারিবে না।

—চলো, একজন লেডি ডাক্তারকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।.... সোৎসাহে অমল বলিল।

প্রতিমা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, না, ছিঃ, আমি এখন এই বিষয় নিয়ে লেডি ডাক্তারের কাছে যেতে পারব না, আমার ভয়ানক লজ্জা করবে।

অমল হাসিয়া বলিল, এতে লজ্জার কি আছে প্রতিমা ? তোমার স্বামীর সন্তান তুমি গর্ভে ধারণ করেছ, এ ত আনন্দের, গর্ব্বের কথা।

—না, তবু....

—তবু কি ?

—আমি বাইরে ঢাক পিটিয়ে প্রকাশ করতে পারব না আমি সন্তান-সম্ভবা।

—কিন্তু দু'দিন পরে ত সবাই জানবেই।....অমল বলিল।

—যখন জানবার তখন জানবে। আগে থেকেই প্রচার করবার প্রয়োজন কি ?

অমল আর কোন পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু প্রতিমা তাহার সন্তানের জননী হইতে যাইতেছে এই সম্ভাবনাটা যেন তাহাকে হঠাৎ একটু বেশী স্নেহপরায়ণ, একটু বেশী কোমল করিয়া তুলিল। নিজের অসুস্থতার কথা ভুলিয়া যাইয়া সে প্রতিমাকে বলিল, তাহ'লে আজ চলো, আমরা কোথাও গিয়ে একটু স্ফূর্ত্তি করে আসি ?

—কেন, সুখবর পেয়ে বুঝি মনে আনন্দ আর ধরছে না ?....তাহ'লে ত তোমাকে রোজ রোজ একটা সুখবর শোনানো দরকার !....প্রতিমা বলিল।

—না, সত্যি, প্রতিমা, তুমি ত বেশীদিন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে না, আর এর পর আমার অবসর আবার কখন মিলবে জানিনা।.... এই সুযোগটা অলস কর্ম্মবিহীনতায় নষ্ট করা উচিত হবে না।

—তাহ'লে চলো।....কোথায় যাবে ?

—তুমিই বলো।

—সার্কাসে চল, কেমন ? অনেকদিন সার্কাস দেখিনি'....চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে নাকি খুব বড় এক সার্কাসের দল এসেছে, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েরা বলছিল।

সার্কাসের পরিবর্ত্তে সীনেমায় যাইতে পারিলেই বোধ হয় অমল বেশী সুখী হইত, কিন্তু আজ প্রতিমা যাহা চায় সেই অভিলাষ তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে। সে সার্কাসে যাইতে রাজী হইল।

সাজসজ্জা করিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে প্রতিমা বলিল, তুমি আমাকে খুব ছেলেমানুষ ভাবলে না ত, গো ?....সত্যি কথা বলছি, সেই বার-তের বছর বয়সের সময় একবার বাঘ-সিংহের লড়াইওয়ালা যে এক সার্কাস দেখেছিলাম তার স্মৃতি এখনও আমার মনে সবুজ হ'য়ে রয়েছে। তাই এখনও আমার লোভ হয় সেই দিনকার মনটি নিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত আবার সার্কাস দেখি।

সার্কাস দেখিয়া তাহারা যখন বাড়ী ফিরিল তখন অমলের মনের কুয়াসা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। নিবিড় এক আনন্দে তাহার মন ভরপুর। বারবার কেবল তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, জীবনদেবতাকে সে তাহার কৃতজ্ঞতা জানায় যে তিনি তাহাকে এতখানি সুখের সন্ধান দিয়াছেন।

প্রতিমার শরীরে মনেও পুলকের শিহরণ লাগিয়াছিল। কসৌলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে কয়টা মাস অমল তাহার চেম্বার, মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং রিসার্চ্চ নিয়া কাটাইয়াছিল তাহার মধ্যে সে স্বামীর কাছ হইতে আবার অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ ভ্রূণস্থ অমলের সন্তান স্বামীকে যেন নূতন করিয়া তাহার কাছে আনিয়া দিল। সমুদ্রের ঢেউয়ের সফেন আদরের মত স্বামীর পরিচর্য্যা স্নেহের সহস্রধারায় গড়াইয়া তাহার উপর ভাঙিয়া পড়িল।

মাসখানেক যাইতে না যাইতেই অমল বলিল যে শরীরের এই প্রকার অবস্থায় রন্ধনশালার কাজ প্রতিমার নিজেহাতে করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। চাকর হরি এতদিন কাজে সহায়তা করিয়া আসিতেছিল মাত্র, কিন্তু অমল জেদ ধরিল, হরিই এখন হইতে রান্নাবাড়া করিবে এবং হরিকে সাহায্য করিবার জন্য সে আরেকজন চাকর নিযুক্ত করিবে।

প্রতিমা রাগ করিল। বলিল, তুমি কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। ....এখ্‌খুনি আমি ত আর অশক্ত হ'য়ে পড়িনি', এত শীগ্‌গীর আবার আরেকটা চাকর রেখে কি হবে?

অমল প্রতিমার কথা কিছুতেই শুনিল না। প্রতিমা যখন অযথা খরচের কথা তুলিয়া আপত্তি করিল তখন অমল বলিল প্রতিমা যদি তাহার কথা না শোনে তবে সেও চেম্বারে আর টিফিন খাইবে না, উপবাস করিয়া থাকিবে।

বাধ্য হইয়া প্রতিমাকে সম্মতি দিতে হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই নূতন চাকর বহাল হইল এবং হরিকে কাছে ডাকিয়া নিয়া আসিয়া অমল বলিয়া দিল, মাকে যেন কিছুতেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

—আচ্ছা, চাকরবাকরকে আমার এই অবস্থার কথা বলতে তোমার সঙ্কোচ হয় না ?....লজ্জারক্তমুখে প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—এতে সঙ্কোচ হ'বার কি আছে ?....অমল জবাব দিল।....তা'ছাড়া যদি কোন একটা অঘটন ঘটে তা'হলে সঙ্কোচ এসে ত আমাদের মুক্তি দেবে না ! আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভাল।

যে অমল কোন দিন সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিত না, সে এখন হইতে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরিতে সুরু করিল। ফিরিবার পথে প্রায়ই প্রতিমার জন্য কিছু না কিছু নিয়া আসিত—কোন দিন বা একখানা গল্পের বই, কোন দিন বা ছবির অ্যালবাম, কোন দিন বা সখের চুড়ি বা ব্রোচ।

প্রতিমা ভৎর্সনার সুরে বলিত, তুমি যেভাবে পয়সা নষ্ট করছ তাতে খোকা এলে তার জন্য কিছুই থাকবে না !

—থাকবে গো, থাকবে।....অমল বলিত।....তুমি ত জাননা আমি এবার মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষক হয়েছি, অন্ততঃ শ' পাঁচেক টাকা ত সেখান থেকেই আসবে।

—কবে টাকা পাবে সেই আশায় তুমি আগে থেকেই খরচ সুরু করেছ ?....প্রতিমা অমলের উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

—তা করলে দোষ কি, রাণী ?....টাকা হয়ত এরপর আরও অনেক আসবে, কিন্তু আমার প্রথম সন্তানের জননী হওয়ার সুযোগ ত তোমার দ্বিতীয়বার আসবে না !

অকাট্য যুক্তি। প্রতিমা না হাসিয়া পারিল না।

একটু পরে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ?

—বুঝলাম না....

—যাও, তুমি অত্যন্ত বোকা! আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম তোমার কি মনে হয়, খোকা হ'বে, না খুকু?

—খুকু হ'বে।

—ওকি অলক্ষুণে কথা বলছ?....শশব্যস্তে প্রতিমা বলিয়া উঠিল।.... আমার প্রথম সন্তান কিছুতেই খুকু হ'বে না। আমি বলছি খোকা হ'বে।

—বেশ, খোকাই হ'বে।....শান্তস্বরে অমল বলিল।....কিন্তু তাই নিয়ে এত চঞ্চল হ'য়ে উঠবার ত প্রয়োজন নেই।

—তুমিই ত আমায় চঞ্চল ক'রে তোল! কেন তুমি বললে খুকু হ'বে?

—দোষ কি তাতে? খুকু কি ফেলবার জিনিষ?

প্রতিমা একটু ভাবিয়া বলিল, না, ফেলবার জিনিষ নিশ্চয়ই নয়। ভগবান দয়া ক'রে যা' দেবেন তাই আমি গভীর কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করব, কারণ সে যে তোমার সন্তান। কিন্তু সংস্কারের বাঁধন এড়াতে পারি না ব'লেই বুঝি আমরা বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথম সন্তানটিকে চাই স্বামীরই অবিকল প্রতীকরূপে পেতে।

একটু পরে অমলের কোলে মাথা রাখিয়া প্রতিমা বলিল, আচ্ছা, সন্তান হ'তে গিয়ে যদি আমি মরে যাই?

অশরীরী একটা আশঙ্কায় অমলের বুকটা বেদনাতুর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা গোপন করিয়া বলিল, কি সব ছাইপাঁশ ভাবছ, প্রতিমা? আমি জানি তুমি মরবে না, আমার প্রার্থনা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

পুলকাপ্লুত চোখে প্রতিমা অমলের কোলে মাথা গুঁজিল।

মাঘ মাসের মাঝামাঝিই সংসারের কাজকর্ম্ম করা বিষয়ে অমল

প্রতিমার প্রতি নানা নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিমা কিছুতেই অমলের সব নিষেধগুলি মানিয়া চলিতে পারিতেছিল না।

যতক্ষণ অমল বাড়ীতে থাকিত প্রতিমা নিতান্ত সুবোধ মেয়ের মত অমলের নির্দ্দেশানুযায়ী চলাফেরা করিত। অমল তাহাকে যতক্ষণ বিছানায় শুইয়া থাকিতে বলিত সে শান্তভাবে শুইয়া থাকিত, অমল যদি তাহাকে বলিত কোন প্রকার উত্তেজনা তাহার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে সে তাহা অম্লানমুখে শুনিত। কিন্তু অমল যখন চেম্বারে চলিয়া যাইত তখনই সে উঠিয়া বসিত এবং তাহার অবসর সময়ের আনন্দ ছবি আঁকায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিত।

একটা উদ্দাম সৌরভ বাহিরে প্রকাশের জন্য তাহার মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিতেছিল, সে তাহারই রূপ দিতে চেষ্টা করিতেছিল একটি ছবিতে। ছবির তুলি হাতে রাখিয়া সে তন্ময় হইয়া কত কি যে ভাবিত তাহা একমাত্র সেই জানে। কিন্তু যখনই ঘড়ির কাঁটায় চারটা বাজিত তখনই সে তাহার বোর্ড, তুলি, রং গুটাইয়া সযত্নে রাখিয়া দিত তাহার ছোট্ট একটি বাক্সে। স্বামী যদি আসিয়া দেখে সে শরীরের উপর এতখানি শ্রান্তি টানিয়া আনিতেছে তবে সে কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিবে না, তাহা সে জানিত।

চাকর হরি একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, মা, আপনি একঠেঁয়ে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেন, বাবু জানতে পারলে ভয়ানক রাগ করবেন।

প্রতিমা হরিকে মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, তোর বাবুকে কিন্তু তুই কিছুই বলিস্ না, হরি।....আমার শরীর খুব ভাল আছে, তোর বাবু একটু বাড়াবাড়ি করেন, নইলে বসে ছবি আঁকলে কি ক্ষতি আছে?

হরি হয়ত প্রতিমার আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিল, কারণ ইহার পর সে

প্রতিমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন তর্ক করে নাই, আর অমলকেও কিছু বলে নাই।

একদিন প্রতিমা বেলা এগারোটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত একটানা তাহার ছবি আঁকিতেছিল। সেদিন সে দুপুরবেলা ভাত খায় নাই—তাহার শরীরে কেমন একটা জ্বরের ভাব সে অনুভব করিতেছিল। হরি তাহার পাশে একপেয়ালা হরলিক্‌স্ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাও সে স্পর্শ করে নাই—ছবি আঁকিতে সে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিতেই সে সচকিত হইয়া উঠিল। তুলিগুলি কুড়াইয়া নিয়া সে বাথরুমে প্রবেশ করিল, সেগুলি ধুইয়া মুছিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিবে।

সারাদিনের অনাহার, তাহার উপর জ্বরাতুর শরীর। বাথরুমে যাইয়া তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিল, আর সেখানে সে অজ্ঞান হইয়া আছড়াইয়া পড়িল একটা বাল্‌তির উপর।

বাড়ীতে তখন কেহই ছিল না। পুরানো চাকর হরি এবং নূতন চাকর শ্যাম দুইজনেই কি কাজে বাজারে গিয়াছিল। কাজেই হতচেতনা প্রতিমা প্রায় আধঘণ্টার মত অজ্ঞান অবস্থায় বাথরুমে পড়িয়া রহিল আর রক্তের স্রোতে মেঝেটা ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বাজার হইতে ফিরিয়া হরিই প্রথমে লক্ষ্য করিল তাহার মা ঘরে নাই, ছবির সব সামগ্রী বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো রহিয়াছে।

উদ্বিগ্নভাবে সে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া প্রতিমাকে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করিল বাথরুমে।

তখনই সে নীচের দোকানে যাইয়া অমলকে চেম্বারে টেলিফোন করিল। অমল বাড়ীর দিকেই রওনা হইতেছিল, প্রতিমা অজ্ঞান হইয়া

পড়িয়া রহিয়াছে শুনিয়া সে এক বন্ধু ডাক্তারকে নিয়া শশব্যস্তে বাড়ীতে ফিরিল।

ততক্ষণে হরি এবং শ্যাম প্রতিবেশীদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে প্রতিমাকে বিছানায় আনিয়া শোওয়াইয়াছে। প্রতিমার তখনও চেতনা ফেরে নাই।

অমল প্রতিমাকে পরীক্ষা করিয়াই বুঝিল, ভ্রূণস্থ সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়াছে।....তাহার ডাক্তার বন্ধুও বলিল, প্রতিমাকেও বাঁচানো যাইবে কিনা সন্দেহ।

বিপদের আকস্মিকতায় অমল প্রথমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রতিমার জীবনসংশয় শুনিয়া সে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর দশদিন পর্য্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। ডাক্তারের চিকিৎসার গুণেই হউক বা অমলের আকুল প্রার্থনার জোরেই হউক, প্রতিমা বাঁচিয়া উঠিল, কিন্তু অমল-প্রতিমার প্রথম সন্তান—যাহাকে ঘিরিয়া তাহারা এতদিন স্বপ্নসৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল—শিশির-বিন্দুর মত স্বপ্নের রাজ্যে মিশাইয়া গেল!

*

* *

যথাসময়ে অমল শুনিল প্রতিমার ছবি আঁকার কাহিনী। প্রথমে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে দেখিতে পাইল দুঃখ প্রতিমাও কম পায় নাই সেই মুহূর্ত্তেই সে তাহার সমস্ত বিরক্তি সংযত করিয়া নিল।

কিন্তু তাহাদের জীবনে আগেকার সেই সাবলীলতা আর ফিরিয়া আসিল না। অমলের মনে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিল প্রতিমার এই অবাধ্যতার জন্য, যে অবাধ্যতা তাহাদের স্বপ্নের সন্তানকে মাটির বুকে আসিতে দিল না। মুখে সে প্রতিমাকে কিছু না বলিলেও তাহার ব্যবহারের ফাঁকে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল তাহার উত্তপ্ত ক্ষুব্ধতা।

অপরাধের বোঝা প্রতিমাও কম অনুভব করিতেছিল না। সে-ই যে অমলের সন্তান বিনাশের জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাহা সে মনের কাছে বারবার স্বীকার করিয়াছিল। তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত খোকাকে সে দেখিতে পাইল না এই অনুভূতির বেদনায় তাহার হৃদয় রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সে আশা করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ের রক্তাক্ত ছবি দেখিয়া অমল সহানুভূতির প্রলেপ লাগাইয়া দিবে। সে আশা করিয়াছিল, অমল তাহাকে বুকে টানিয়া নিয়া বলিবে, তুমি দুঃখ ক'রো না, রাণী, ভুলের জন্য আমাদের একটা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু আমাদের সম্মুখে পড়ে আছে অনেক মাস, অনেক বৎসর, আবার আমরা স্বপ্ন গড়ে তুলব।

একটুখানি আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল কাতরতায় প্রতিমা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু যে আশ্রয় সে খুঁজিয়াছিল তাহা পাইল না।

দুঃসংবাদটা শুনিয়াই রামলোচনবাবু সান্ত্বনা দিয়া প্রতিমার কাছে চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে সঙ্গে চিঠির মধ্যে উপদেশের বাণীও ছিল অনেকখানি। পরোক্ষে রামলোচনবাবু তাঁহার নাতনীকে বলিলেন যে অমলের প্রতি সে কম অপরাধ করে নাই, অমল যদি তাহাকে ক্ষমা না করে তবু কোন অভিযোগ করা তাহার শোভা পাইবে না।

প্রতাপও চিঠি লিখিয়াছিল—অমলের কাছে। প্রতাপের চিঠিতে প্রতিমা সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা ছিল। প্রতাপ লিখিয়াছিল, অমল যেন প্রতিমার প্রতি কঠোর কোন আচরণ না করে, কারণ সে নিশ্চিত জানে প্রতিমা নিজে মরমে মরিয়া রহিয়াছে।

প্রতিমা রামলোচনবাবুর চিঠি পাইয়া কাঁদিল। অমল প্রতাপের চিঠির সংক্ষিপ্ত জবাব দিল যে কারো প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, কাজেই প্রতিমাকে সে রূঢ় আঘাত দিবে ইহা প্রতাপের কল্পনা করাই অন্যায়।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, বৈচিত্র্যহীন, ক্ষুব্ধ, অভিমানদগ্ধ অমল-প্রতিমার জীবনযাত্রা। অমল সান্ত্বনা খুঁজিল তাহার কাজে, তাহার রিসার্চ্চে। প্রতিমা ডুবিল তাহার ছবি আঁকায়।

ইহার মধ্যে রামলোচনবাবু একবার প্রতিমাকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন তাঁহার নিজের কাছে। অমলের গৃহের আবেষ্টনী প্রতিমাকে যেন দগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, সে শান্তির আশায় ছুটিয়া গেল তাহার দাদামহাশয়ের কাছে।

কিন্তু সেখানেও শান্তি মিলিল না। গ্রামের মেঠো হাওয়া তাহাকে এবার আগের মত সস্মিত সম্বর্দ্ধনা করিল না, চড়ুইভাতির আয়োজন এবার আর জমিল না।

রামলোচনবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যের অসুস্থতা তাঁহাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছিল। তবু তিনি চেষ্টা করিলেন প্রতিমার মনটাকে শান্ত করিতে—সেখানকার অভিমান-অভিযোগের কড়া পাহাড়াটা ভাঙ্গিয়া দিতে।

বলিলেন, নাতনী, আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, মরবার আগে আমি

দেখে যেতে চাই, তুই সুখে আছিস্। অমলের প্রতি তুই অবিচার করিস নে, অমলের দিকটা তুই একবার ভেবে দেখ। তোর অবাধ্যতায় তার কি ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে সেটা উপলব্ধি ক'রে তুই ওর কঠোরতা ক্ষমা ক'রে নে!

—ক্ষতি কি আমারও হয়নি' দাদু' ?....প্রতিমা জবাব দিল।

—হয়েছে বই কি! ক্ষতি যে তোদের দু'জনেরই। তোদের দুজনেরই একটা মূল্যবান্ জিনিষ হারিয়ে গেছে। তোদের পরস্পরের দুঃখ কোথায় তোদের আরও কাছে টেনে নিয়ে আস্‌বে, কিন্তু তোরা চলেছিস্ সম্পূর্ণ উল্টো পথে। ....দুঃখ যেখানে দু'জনেরই নিবিড় সেখানে একজন একটু নম্র হ'লে কোনই অন্যায় হয় না। দেখ্‌তে পাবি দুঃখের মধ্যেই তোরা শান্তি, আনন্দ খুঁজে পাবি।

—আমি ত প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি দাদু, ওঁর সস্নেহ আহ্বানের জন্য।

—একে আমি প্রস্তুত হ'য়ে থাকা বলব না। এ অত্যন্ত আদিম, অসম্ভব এক অভিমান। ....অভিমান বিসর্জ্জন দিতে শেখ্, ভাবতে শেখ্ অমল তোকে কত ভালবাসে, মনে মনে জপতে থাক্, সে তোর স্বামী, তারই আশ্রয়ে তোর শান্তি আসবে, পৃথিবীর আর কোন জিনিষই তোর স্বামীর স্থান অধিকার করতে পারবে না।

—আমি তোমার কাছে এসেছি আমার বেদনাবিহ্বল মনটাকে শান্ত করতে। তুমি যদি কেবল উপদেশের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও তাহ'লে স্পষ্ট ক'রে বলো, আমি চলে যাচ্ছি।

রামলোচনবাবু এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, তুই চলে যাবার ভয় দেখাচ্ছিস্ কি, বুড়ি? চলে তুই কোথায় যাবি? অমলের ঘর ছাড়া তোর অন্য কোথাও যাবার জায়গা আছে কি?

প্রতিমার মনের সুপ্ত বিদ্রোহ এবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সেও সমান ওজনে জবাব দিল, আমি একটু আধটু বুঝ্‌তে শিখেছি, দাদু। শুক্‌নো কতকগুলো তিরস্কার ক'রে তুমি মিথ্যাকে সত্য, আর সত্যকে মিথ্যা ব'লে প্রমাণ করতে পারবে না।

—তুই কি বলছিস?....অবাক্ বিস্ময়ে রামলোচনবাবু প্রশ্ন করিলেন।

—বলছি, সত্য হচ্ছে এই যে উনি আমাকে যথার্থ ভালবাসেন না। এতদিন যা' বলে এসেছেন তা' হয়ত অভিনয় নয়, কিন্তু যে ভালবাসার মধ্যে ক্ষমা নেই, স্নেহ নেই, তাকে আমি ভালবাসা ব'লেই গণ্য করি না।

—আমি বলব, তুই-ই অমলকে ভালবাসিস্ না।....তুই অমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিস্, কিন্তু একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখেছিস কি যে তোর ভালবাসার মধ্যে কতটুকু ক্ষমা, কতটুকু স্নেহ মেশানো রয়েছে?

রামলোচনবাবু হাঁফাইতে লাগিলেন।

প্রতিমা বলিল, এসব আলোচনার কখনও শেষ হ'বে না, দাদু।.... জীবনদেবতা আমাদের নিয়ে যাবেন আমাদের জন্য আগের থেকে রচিত পথে, সামান্য মানুষ আমরা, আমাদের সাধ্য কি ললাটলিপির বিধান অস্বীকার করি।

রামলোচনবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। কেবল মৃদুস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে ভগবান্, তুমি প্রতিমাকে পথ দেখাও, ও ভুল করছে, জীবনের প্রারম্ভে এই প্রকাণ্ড ভুলের শাস্তি চিরদিন ওকেই বইতে হবে....আমার নাতনীকে তোমার অলঙ্ঘ্য শাস্তির হাত থেকে রক্ষা ক'রো।

অমলের চিঠি পাইয়া প্রতাপ মোটেই খুসী হইতে পারিল না। সে বুঝিল অমল-প্রতিমার জীবনে মস্ত বড় একটা বিপ্লব চলিতেছে। দূরে বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, অবশেষে দিন সাতেকের ছুটি নিয়া একদিন সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

প্রতাপকে দেখিয়া অমল মোটেই খুসী হইল না। সে তাহাকে প্রথম সম্ভাষণ করিল এইভাবে, তোর বৌদি' এখানে নেই। তার দাদুর কাছে চলে গেছে।

—আমি বৌদি'কে দেখতে আসিনি', এসেছি তোকে দেখতে, তোর সঙ্গে দুটো কথা বলতে।....প্রতাপ জবাব দিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর প্রতাপ প্রশ্ন করিল, তোদের কি হয়েছে বল্ ত?

—কি আর হবে?....একটু রুক্ষস্বরে অমল জবাব দিল।

—দেখ্, অমল, আমি তোদের সত্যিকারের বন্ধু, আমার কাছ থেকে তুই কিছু লুকোসনে।....বৌদি'র প্রতি তুই মস্ত বড় অবিচার করছিস্।

—হয়ত হ'বে।....সংক্ষেপে অমল জবাব দিল।

এবার প্রতাপ রাগ করিল। বলিল, হয়ত হ'বে মানে কি?....বৌদি' না হয় অবাধ্যতা ক'রে এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলেছেন, তাই ব'লে চিরকাল তুই বৌদি'র প্রতি এমন নিষ্করুণ হ'য়ে থাকবি নাকি?

—আমি নিষ্করুণ ব্যবহার করছি এ খবর তোকে কে দিল?....বেশ একটু শ্লেষের সুরেই অমল বলিল।

—খবর কেউ দেয়নি', কিন্তু তোর চিঠিতে, তোর কথায় আমি দেখতে পাচ্ছি তীব্র একটা রূঢ়তা ফুটে উঠছে। তুই বৌদি'কে এত ভালবাসিস্, তুই তাকে ক্ষমা করতে পারিস্ না?

—ভালবাসা যদি কেবলই একদিক থেকে প্রবাহিত হয় তাহ'লে তা' অফুরন্ত হ'তে পারে না কখনও।

—তুই কি বলছিস্? তুই বলতে চাস্ বৌদি' তোকে ভালবাসে না?

—বাসে, যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, আমি ভর্ত্তা, আমি স্বামী, আমাকে ভাল না বাসলে লোকে নিন্দা করবে যে!....অমলের কণ্ঠে আবার শ্লেষের সুর।

—তোর মাথা খারাপ হয়েছে!....হতাশভাবে প্রতাপ বলিল।

—দেখ্ প্রতাপ, যদি তুই আমার মত কাউকে ভালবাসতিস্, আর তারপর যদি দেখতিস্ যে তুই যাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে চাস্ তার মনের মধ্যে অনুক্ষণ জ্বলছে অসন্তোষের ক্ষুধা, তাহ'লে তোরও মাথা খারাপ হ'য়ে যেত।....ভগবান জানেন, প্রতিমাকে আমি কতখানি ভালবেসেছিলাম, এখনও ভালবাসি....কিন্তু আমি প্রতিমার কল্পনার মানুষ নই।....আমাকে প্রতিমা শ্রদ্ধা করে, খানিকটা স্নেহও করে হয়ত, কিন্তু ভালবাসা, না, সে আমাকে ভালবাসে না।....বলিতে বলিতে অমলের স্বর ভারী হইয়া আসিল।

প্রতাপ তবু থামিল না। বলিল, তর্কের খাতিরে না হয় মানলুম বৌদি' তোকে তুই যতখানি চাস ততখানি ভালবাসেন না, কিন্তু তুই ত তাঁকে ভালবাসিস্। তুই তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে আয় না?

বিষাদব্যথাতুর মুখে অমল জবাব দিল, কাকে টেনে নিয়ে আসব? যে আমার আহ্বানের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে তাকে টেনে নিয়ে আসতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু যার সম্বন্ধে নিশ্চিত জানি যে সে আমাকে চায় না, যার চোখমুখের ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে এক অতৃপ্তি, তাকে টেনে নিয়ে এসে নিজের ভালবাসার অপমান করতে চাই না, প্রতাপ।

—আমার মনে হয় তুই প্রকাণ্ড একটা বোকামি করছিস, অমল। তুই বৌদির অতৃপ্তির কথা বলছিস, কি ক'রে তুই জানলি যে এই অতৃপ্তি

তোরই উদ্দেশে নয়? কে তোকে স্থির নিশ্চয় ক'রে বলল বৌদি' তোর মধ্যে তাঁর মনের মানুষের সন্ধান পাননি'?

—প্রতাপ, তুই বিয়ে করিসনি', তুই এ সব গভীর রহস্যের কথা বুঝতে পারবি না।....বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর পরিচয় হয় প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে, দিন যেতে থাকে আর জীবনসঙ্গিনাকে নিত্যনতুন বেশে পাওয়া যায়।....আমি একেবারে নির্ব্বোধ নই।....দোষ হয়ত আমারও আছে, কিন্তু দোষগুণের বিচার ক'রে সত্যকে ত অস্বীকার করা যায় না।....আমি অনুক্ষণ অনুভব করি, প্রতিমা আমাকে ভালবাসতে পারে নি'।

—অথচ সে তোর সন্তানের জননী হ'তে যাচ্ছিল?....প্রতাপ প্রশ্ন করিল।

—ওঃ, সেটা? প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই একটা সুপ্ত মাতৃত্ব থাকে, যা' অনেক সময় তার কাছে বেশী বড় হ'য়ে দেখা দেয় পুরুষের ভালবাসার চেয়ে। সন্তানের জননী হবার লোভে প্রতিমা যদি আমার কাছে অকাতরে আত্মসমর্পণ ক'রেই থাকে তাহ'লে তা' থেকে এই সিদ্ধান্তে কিছুতেই আসা চলে না যে এই আত্মসমর্পণের পেছনে লুকানো আছে আমার প্রতি তার নিবিড় ভালবাসা।

প্রতাপ বুঝিল অমলের সঙ্গে তর্কে সে পারিবে না। সে অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, বৌদি কবে ফিরে আসবেন?

—জানি না। তার দাদামশায় তাকে ডেকেছেন, আমি কোন আপত্তি করিনি'। যদি কয়েকদিন সেখানে ঘুরে এসে শান্তি পায় আমি বাধা দেব কেন?

চিন্তিতস্বরে প্রতাপ বলিল, আমার কলকাতায় আসাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তোদের দু'জনকে যদি একসঙ্গে পেতাম তাহ'লে তোদের

পরস্পরের প্রতি অভিমানটা বোধ হয় আমি ভেঙ্গে দিতে পারতাম।.... কিন্তু আমি ত আর অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বসে থাকতে পারি না, সাতদিনের ত মাত্র ছুটি পেয়েছি।

সাতদিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। প্রতিমা তখনও ফিরে নাই। অশান্ত চিন্তাকুল মনে প্রতাপ তাহার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেল।

*

* *

দাদামহাশয়ের বাড়ী হইতে আসিয়া অমলের কাছে প্রতিমা শুনিল, প্রতাপ আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সাতদিনের বেশী ছুটি ছিল না বলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

—প্রতাপবাবু হঠাৎ কেন এসেছিলেন?....প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—তোমার আর আমার কথা আলোচনা করতে।....স্পষ্টভাষী অমল জবাব দিল।

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার দাদামহাশয়ের সঙ্গে যদিও সে শেষ পর্য্যন্ত তর্ক করিয়া আসিয়াছে তবু তাহার অনেকবার মনে হইতেছিল হয়ত সে ভুল পথে চলিতেছে। স্বামীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার জন্য সে নিজেও বেশ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যে উদ্ধতা নিয়া সে তাহার দাদামহাশয়ের সঙ্গে তর্ক করিয়াছিল তাহা অনেকখানি কোমল হইয়া আসিয়াছিল।

প্রতাপ চলিয়া যাইবার পর অমলও প্রতাপের কথাগুলি নিয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিল। তাহারও মনে হইতেছিল, বুঝিবা সে

প্রতিমাকে ভুল বুঝিতেছে। তাহার অভিমান-দগ্ধ মন অনেকখানি শীতল হইয়া আসিয়াছিল। ব্যাকুলভাবে সে প্রতীক্ষা করিতেছিল প্রতিমার দিক হইতে একটা সাড়া পাইবার জন্য। তাহার মন উন্মুখ হইয়া বলিতে চাহিতেছিল, আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসি, প্রতিমা, তুমি আমাকে আশ্বাস দাও তুমিও আমাকে ভালবাস।

প্রতিমা তাহার স্বামীর মনের এই আলোড়ন বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাহাকে বারবারই প্ররোচিত করিতেছিল স্বামীর কাছে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে। স্বামীর স্পর্শময় সান্নিধ্যে বসিয়া সে আবার আস্বাদ করিতে চাহিতেছিল এই দুর্ঘটনার আগের দিনগুলির গভীর পরিতৃপ্তি।

সে ধীরে ধীরে অমলের কাছে আসিয়া বসিল।

তন্দ্রাতুর স্বপ্নময় চোখদুটি তুলিয়া সে স্বামীর দিকে তাকাইল। বলিল, ওগো····

অমলের সমস্ত হৃদয় উন্মোচিত ফুলের মত কাঁপিতে লাগিল। তাহার প্রতিমা আবার সেই আগের মত তাহার কাছে আসিয়াছে—নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিতে তাহার পায়ে।····প্রতিমার এই নিবেদনকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না কিছুতেই।····কম্পমান বক্ষে সে প্রতিমার পেলব হাত দুইটি তুলিয়া নিল।

অস্ফুটকণ্ঠে প্রতিমা বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর····

প্রতিমা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অমল তাহাকে বলিতে দিল না। প্রতিমার বাহুদুইটির ঢেউ, তাহার স্ফুরিত অধর, তাহার দেহের লীলায়িত রশ্মিরেখা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। সে প্রতিমাকে বুকে টানিয়া নিয়া বলিল, প্রতিমা, আমার রাণী····

তাহারা যে কথা বলিতে চাহিয়াছিল তাহা আর বলা হইল না।

কথার অতিরিক্ত সকল অকথিততা তাহাদের মধ্যে আবার একটি সেতু রচনা করিয়া দিল।

গ্রী.ষ্মর গুমোট কাটিয়া আবার কিছুদিনের জন্য বর্ষা নামিল। অমল তাহার ভালবাসা দিয়া প্রতিমাকে অভিষিক্ত করিবার জন্য আবার আকুল হইয়া উঠিল। আর প্রতিমাও তাহার চঞ্চল অশান্ত মনটি অমলের দিকে নিবদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল।

ইহার কিছুদিন পরে এক কনফারেন্স উপলক্ষে অমলকে বোম্বাই যাইতে হইল। যাইবার সময় প্রতিমার মুখখানা নিজের বুকের কাছে টানিয়া নিয়া আসিয়া সে প্রশ্ন করিল, তোমার মনের কুহেলিকা কেটে গেছে ত রাণী?

স্বামীর এই সস্নেহ আহ্বানে প্রতিমার চোখ কি জানি কেন জলে ভরিয়া আসিল। সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু জানাইল, হ্যাঁ।

নির্ম্মল পুলকে অমল প্রতিমার কাছ হইতে বিদায় নিল।

দিনসাতেক পরে অমল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এবার সে আসিল একা নয়, তাহার বন্ধু সাধন আসিল তাহার সঙ্গে।

স্বামীর অনুপস্থিতির অবকাশে প্রতিমা তাহার নিজের স্থৈর্য্য খুঁজিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছিল। নিজের মনকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অমল ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে তাহার জীবনের সঙ্গে। অসম্পূর্ণতা, অতৃপ্তি যাহাই থাকুক না কেন, অমলকে বাদ দিলে তাহার চলিবে না, অমলবিহীন জীবন আরও অসম্পূর্ণ, আরও অতৃপ্ত হইয়া উঠিবে।

যদি আরও কিছুদিনের অবকাশ প্রতিমা পাইত, যদি তাহার

জীবনাকাশে ধূমকেতুর মত সাধনের হঠাৎ আবির্ভাব না হইত, তবে হয়ত প্রতিমা তাহার সুপ্ত আত্মাকে চিনিয়া বাহির করিতে পারিত। কিন্তু সাধন আসিয়া তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল।

অমল বলিল, অত্যন্ত অসম্ভাবিতরূপে সাধনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল বোম্বাই-এ। আমি যাচ্ছিলাম ট্রামে, কনফারেন্স ফেরতা, দেখি সামনের বেঞ্চিতে বসে আছে সাধন। প্রথমটায় আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি' ও দেশে ফিরে এসেছে। আর সাধন ত আমাকে দেখে ভয়ানক চমকে উঠেছিল।....যাহোক অনেক বলে ক'য়ে ওকে কয়েক-দিনের জন্য কলকাতায় নিয়ে এসেছি!

সাধন বলিল, অমলদা'র জবরদস্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব ?....না এসে উপায় ছিল!

প্রতিমা ইতিপূর্ব্বে স্বামীর কাছে সাধনের কথা শুনিয়াছিল। সাধন তাহার স্বামীর চেয়ে বৎসর চারেকের ছোট, তাই তাহাকে সে অমলদা' বলিয়া ডাকে।....হষ্টেলে তাহারা এক সঙ্গে ছিল, তখন হইতেই দুইজনে ভয়ানক বন্ধুত্ব। তাহার পর বিলাতেও তাহারা দুইজনে এক বৎসর এক সঙ্গে ছিল। প্রতাপের পর সাধনই অমলের অনেক দিনের পরিচিত বন্ধু।

সাধনের দিকে মুখ তুলিয়া প্রতিমা তাকাইল। দেখিল, সাধন একাগ্রভাবে তাহারই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। কেমন যেন বিব্রত বোধ করিয়া প্রতিমা তাহার দৃষ্টি সরাইয়া নিল।

অমল বলিল, সাধনের কাছে বিলেতের অনেক গল্প তুমি শুনতে পাবে, প্রতিমা। ও হচ্ছে আসল বিলেত-ফেরত—সাতটি বছর সে ওদেশে কাটিয়েছে। ইউরোপ হচ্ছে ওর নখদর্পণে। ওর তুলনায়

আমাদের ছু'-তিন বছর বিলেত থাকা অ্যামেরিকান ট্যুরিষ্টদের দেশ দেখার মত! নয় কি সাধন?

হাসিয়া সাধন বলিল, বিলেতে কি আর সখ ক'রে ছিলাম, অমলদা'? দেশের অবস্থা ত জান, যত ভাল ডিগ্রীই নিয়ে আস না কেন, সেই দোরে দোরে উমেদারী না করলে চাকুরী জুটবে না! তোমার কথা আলাদা, অমলদা', তুমি ছিলে ডাক্তার, তোমার আয়ের পথ ছিল বাঁধা। কিন্তু আমি অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হ'য়েই যদি ফিরে আসতাম তাহ'লে কতদিন যে বেকার হ'য়ে বসে থাকতে হত তার ঠিকানা নেই!....তাই যখন একটা ফার্ম্মে সুযোগ পেলাম, সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড দেবে, তখনই লুফে নিলাম। এখন দেখছি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম। ওরাই এখন খরচ দিয়ে আমাকে ওদের ভারতীয় ব্রাঞ্চে পাঠিয়েছে!

সাধন তাহার নিজের কথা বলিয়া চলিল। অমল বলিল, সাধন এখন আমাদের এখানেই থাকবে। এদেশের কোন্ ব্রাঞ্চে ওর পোষ্টিং হবে তা' এখনও ঠিক হয় নি'....যদি কলকাতায় পোষ্টিং হয় তাহ'লে সব চেয়ে ভাল হয়, আমরা ছুই বন্ধুতে আবার বেশ কিছুদিন হুল্লোড় করি।

বন্ধুদ্বয়কে গল্প বলিবার সুযোগ দিয়া প্রতিমা ছুটিয়া পলাইল।

সাধন অমলকে জিজ্ঞাসা করিল, কতদিন বিয়ে করেছ, অমলদা'?

—তা' এই ত দেড়বছরেরও বেশী হ'তে চলল।

—ছেলেপুলে হয়েছে?

ম্লানমুখে অমল জবাব দিল, হবার সম্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু মাস-তিনেকের সময় একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট হ'য়ে সব গোলমাল হ'য়ে গেল।.... প্রতিমা সবেমাত্র সেই শক্ সামলে উঠেছে।

—তোমার বৌয়ের নাম বুঝি প্রতিমা, অমলদা'?

—হ্যাঁ। কেন বল ত?

—তোমার বৌকে কি বলে ডাকব ভাবছি। বিলিতি কায়দায় ত নাম ধরে ডাকা উচিত, কিন্তু আমাদের দেশে স্বামীরা তা' বরদাস্ত করবে কি না ভাব্‌ছি।

হো হো করিয়া হাসিয়া অমল বলিল, আমার বৌকে তুমি আনায়াসে নাম ধরে ডাকতে পার সাধন, আমি অন্ততঃ কিছু মনে করব না।

একটু সন্দিগ্ধস্বরে সাধন প্রশ্ন করিল, কিন্তু তোমার গুরুজনেরা?

—গুরুজনেরা এখানে কেউ নেই। আমি আর প্রতিমা—আমরা দু'জনে এই ফ্ল্যাটে থাকি।

স্বামীর হাসির কলরোল রান্নাঘর হইতে প্রতিমা শুনিতে পাইয়াছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, হাসির এমন কি কথা হচ্ছিল শুনি? পাশের ফ্ল্যাট থেকে লোক যে ভেঙ্গে আসবে!

হাসিতে হাসিতে অমল বলিল, সাধন জিজ্ঞাসা করছে তোমাকে কি বলে ডাববে....

বাধা দিয়া প্রতিমা বলিল, কেন প্রতাপবাবু যা বলতেন, বৌদি'....

—ঐখানেই ত গণ্ডগোল। সাধনের বিলিতি রুচিতে বৌদি' ডাকটা পচ্ছন্দসই হচ্ছে না। সে জিজ্ঞাসা করছে তোমার নাম ধরে তোমাকে ডাকতে পারে কিনা।

প্রতিমা ইহার উত্তরে কিছু বলিতে যাইতেছিল, সাধনই বাধা দিয়া বলিল, অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি থাকে আমি কিছুতেই আপনাকে অসুবিধায় ফেলব না।

প্রতিমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কি প্রয়োজন আমাকে নাম ধরে ডাকার? আপনি আমার স্বামীকে ডাকেন অমলদা' ব'লে, আমাকে

বৌদি' বললেই ত শোভন হয়।....কিন্তু সাধনের আগ্রহ এবং স্বামীর সম্মতি দেখিয়া সে কোন প্রতিবাদ করিল না।

বলিল, আমার অসুবিধা হবে কেন?....ওঁর যদি আপত্তি না থাকে আপনি আমাকে যে নামে খুসী ডাকতে পারেন।

—পরে যেন দোষ দেবেন না!....হাসিতে হাসিতে সাধন বলিল!

*

*   *

সেদিন দুপুরবেলা অমল এবং প্রতিমার কাছে সাধন তাহার জীবন-কাহিনী খুলিয়া নিয়া বসিল।....বিচিত্র তাহার জীবন। কত ঝঞ্ঝা, কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে ব্যাহত হয় নাই। তাহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন সংগ্রামের পর সংগ্রাম।

—অমলদা' জানে কি অদ্ভুত ভাবে আমি আমার মা বাবা দু'জনকেই হারাই। সেই যেবার পাঞ্জাব মেল কলিশন হ'ল আমি, বাবা আর মা ছিলাম এক কম্পার্টমেণ্টে। আমি তখন সবেমাত্র ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা দিয়েছি—বাবা মা আমাকে নিয়ে চলেছেন পশ্চিমে—রাওলপিণ্ডিতে—যেখানে তিনি মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। কলিশনে বাবা মা দুজনেই মারা গেলেন, কিন্তু আমাকে আরও অনেক দুঃখ বইতে হ'বে ব'লেই বুঝি আমার গায়ে ছোট্ট একটি দাগ ছাড়া আর কিছুই লাগল না।....উঃ, সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যগুলির কথা মনে করলে এখনও আমার গা শিউরে উঠে।....তারপর দিনদশেক পরে রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে

ছাড়া পেয়ে আমি চলে গেলাম আমার আমার একমাত্র বোনের কাছে। সে ছিল আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। মজঃফরপুরের এক উকীলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল।....বোনের বাড়ীতে গিয়েও শান্তি পেলাম না। আমার ভগ্নীপতি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ, চোখের সামনে দেখিতে লাগলাম আমার দিদির প্রতি তাঁর নিষ্করুণ ক্ষুদ্রতা।...দিদি অত্যন্ত সহ্যশীলা মেয়ে ছিলেন, বছর চারেক তিনি স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করলেন, তারপর অযাচিত ভাবে তাঁর মুক্তি এল। আমার ভগ্নীপতি পয়সা বাঁচাবার জন্য কেরোসিনের ষ্টোভে রান্না-বান্নার বন্দোবস্ত করেছিলেন, এবং বলা বাহুল্য আমার দিদিকেই একা এই কাজটা করতে হ'ত। একদিন স্পিরিটে আগুন লেগে আমার দিদির শাড়ী জড়িয়ে লেলিহান্ শিখা লাফিয়ে উঠল।...ঘণ্টা পাঁচেকের অসহ্য যন্ত্রণার পর আমার দিদিও মর্ত্ত্যলোকের বাইরে চলে গেলেন।

স্তব্ধভাবে প্রতিমা সাধনের কাহিনী শুনিতেছিল। প্রশ্ন করিল, আপনার দিদি কেমন দেখতে ছিলেন সাধনবাবু?

—দিদি ছিলেন তপ্তকাঞ্চনের মত গৌরী, আর অসামান্য রূপসী।....বলিয়া একটু থামিয়া বলিল, তুমি যদি কিছু মনে না কর তা হ'লে বলি, দিদি ছিলেন অনেকটা তোমারই মত দেখতে। ঠিক তোমারই মত আয়তচক্ষু, স্বপ্নময় আঁখিপল্লব, শুভ্র বাহু।....আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই, তার নামও ছিল প্রতিমা। আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়, আমি তাঁকে নাম ধরেই ডাকতাম। ছেলেবেলায় আমাদের মধ্যে অনুক্ষণ খুনসুটি লেগেই থাকত।

অমল বলিয়া উঠিল, তোমার দিদির নামও ছিল প্রতিমা? ভারী আশ্চর্য্য ত!

সাধন বলিয়া চলিল, দিদি মারা যাবার পর আমার ভগ্নীপতির কাছে

থাকা একপ্রকার অসম্ভব হ'য়ে উঠল। আমি বসে বসে তাঁর অন্ন ধ্বংস করছি এটা তিনি ছ'বৎসর সহ্য করেছিলেন অনেকটা আমার দিদির খাতিরে। দিদি যখন চলে গেলেন তখন তিনি প্রায় সোজাসুজিই বলে দিলেন একটা চাকুরী-বাকুরীর চেষ্টা দেখতে।....আঠারো বছরের ছেলে, বিদ্যা ত মাত্র আই, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত, চাকুরী কে দেবে? মাস দুই পরে মরিয়া হ'য়ে আমি ভগ্নীপতিকে জানালাম আমি তাঁর গলগ্রহ হ'য়ে থাকব না। ভগ্নীপতি সুখীই হলেন। আমার হাতে গোটা দশেক টাকা দিয়ে তিনি বললেন, স্বাবলম্বনের মত ভাল গুণ আর নেই।....আমি সেই দশটাকা পাথেয় নিয়ে মজঃফরপুরের বাড়ী ত্যাগ করলাম।....জীবনের একটা পরিচ্ছেদ শেষ হ'ল।

প্রতিমা তাহার আয়তচক্ষু আরও বড় বড় করিয়া সাধনের কাহিনী শুনিতেছিল। তাহার দিকে একবার তাকাইয়া সাধন আবার সুরু করিল।

—প্রায় ভিখিরীর মত আমি কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। কলকাতার বিশাল জনতার মধ্যে কে কার খোঁজ রাখে? আমিও ভেসে চললাম স্রোতের কুটোর মত।....আমার মনে আছে তিন দিন তিন রাত আমি শুধু জল খেয়ে ফুটপাতে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম।....তারপর মনে হ'ল, আর কিছু না পারি অন্ততঃ কুলীগিরিটা ত করতে পারি।....নিউমার্কেটের বাইরে পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে মোট বইতে সুরু করলাম।

—অদ্ভুত আপনার স্থৈর্য্য!....প্রতিমা বলিল।

—হ্যাঁ, একটু স্থৈর্য্য ছিল বই কি! নইলে আজ কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে? হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, মোট বওয়ার কাজে প্রায় দক্ষ হ'য়ে এসেছি এমন সময় একজন অত্যন্ত ভদ্র সাহেবের নজরে পড়লাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমার লাইসেন্স

ব্যাজ নেই কেন।....আমি ইংরেজীতে জবাব দিলাম, আমি লাইসেন্স-ওয়ালা কুলিদের একজন নই। আমার ইংরেজী কথা শুনে সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন—এদেশে কোন কুলীর মুখে বোধ হয় ইংরেজী কথা তিনি শোনেন নি! ধীরে ধীরে আমার জীবনের সব কাহিনী তিনি শুনে নিলেন, তারপর বললেন, ছোকরা, তুমি বিলেত যাবে?

অমল বলিল, আমরা বিলেতে তোমার এই অদ্ভুত ভাবে বিলেতে আসার কথা কতবার আলোচনা করেছি, না?

সাধন বলিল, হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের দেশেই আমরা একে অদ্ভুত মনে করি। আমেরিকা ইউরোপে এরকম ব্যাপার ত অহরহ হচ্ছে, কেউ এ সম্বন্ধে একটু প্রশ্নও করে না!....সাধন বুঝাইতে চেষ্টা করিল তাহার এই ভাবে বিলাত যাত্রায় অসাধারণত্ব কিছুই নাই!

—সাহেবের কথা শুনে ত আমি অবাক্! বিলেত? বিলেতের স্বপ্ন দেখিছি অনেক সময়, কিন্তু কোনদিন ভাবতেও পারিনি আমার আবার বিলেত যাবার সুযোগ হবে।....সাহেবটি ছিলেন নামাজাদা এক বিলিতি কোম্পানীর ডিরেক্টার। তিনি আমাকে নিয়ে নিলেন তাঁর সহকারী পার্সনাল অ্যাসিস্টাণ্ট রূপে। সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপিং শিখে আমি মাস কয়েকের মধ্যেই কাজদুরস্ত হ'য়ে উঠলাম! তারপর ফার্লো নিয়ে যখন তিনি বিলেত রওনা হলেন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে নিলেন।

—সাহেবের স্ত্রী ছেলেপুলে ছিল না?....প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—না, যাকে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যাচেলার, তিনি ছিলেন তাই! এবং সে জন্যই বোধ হয় আমার উপর তাঁর এতটা স্নেহ পড়েছিল।....বিলেতে এলাম, টম্‌সন সাহেবই আমাকে একটা ফার্মে একাউণ্টস্ এপ্রেণ্টিস্ ক'রে ঢুকিয়ে দিলেন। বেশ কয়েক শ' পাউণ্ড প্রিমিয়াম দিতে হয়, তাও তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন।....বললেন, তোমাকে আমি ভাল একটা ষ্টার্ট

দিয়ে দিলাম, সাধন, এবার আর তোমাকে ভাবতে হবে না।....গভীর কৃতজ্ঞতায় আমি মাথা নত করলাম।

—এরকম লোক সচরাচর দেখা যায় না।....অমল বলিল।

—না, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে যে সব ইউরোপীয়ান আসে তাদের মধ্যে।....কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমাকে সেখানেও ছাড়ল না! এপ্রেন্টিস্ হ'য়ে ঢুকবার মাস তিনেক পরে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে বিলেতেই মিঃ টম্‌সন মারা গেলেন।

উদ্বিগ্নভাবে প্রতিমা প্রশ্ন করিল, তখন কি করলেন?

—প্রিমিয়ামের সব টাকাই মিঃ টম্‌সন আগে থেকে দিয়ে রেখে-ছিলেন, তাই এপ্রেন্টিস্‌সিপ থেকে বরখাস্ত হ'তে হ'লো না। কিন্তু আমার থাকবার খরচ আমাকে নিজেই বইতে হ'ল।....ফার্ম্ম আমাকে সপ্তাহে দু' পাউণ্ড ক'রে একটা ভাতা দিত, তাই সম্বল ক'রে বিলেতে থাকা সুরু করলাম।

একটু থামিয়া অমলের দিকে তাকাইয়া সাধন বলিল, তুমি ত ক্যামডেন টাউনের আমার সেই ঘরটা দেখেছ। ঐ ঘরে আমি পাঁচটি বছর কাটিয়েছি—বেস্‌মেণ্টের ঘর, আগুন জ্বালাবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, জানুয়ারী মাসে যখন শীতের সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়ত তখন ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর জমে যাবার যোগাড় হ'ত। একটা গ্যাসরিং ঘরে ছিল, আমার খাবার তৈরী করতাম সেই রিংএর উপর। কিন্তু বেশী গ্যাসও জ্বালাতে পারতাম না, কারণ অনেক সময়ই দেখতাম স্লট্‌এ দেবার মত পেনি একটাও পকেটে নেই।

বলিয়া সাধন হাসিল।

—আপনি কি খেতেন?....প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—ঘরভাড়া দিতে হ'ত সপ্তাহে দশ শিলিং। টিউববাস্ ভাড়া আর

ছুটকো ছ' একটা খরচে চলে যেত আরও পাঁচ শিলিং। দশ শিলিং জমিয়ে রাখতাম বই খাতা পেন্সিল কেনবার জন্য। আর বাকী পনর শিলিংএ সপ্তাহের সব খাওয়া কুলোতে হ'ত।....সকালবেলা খেতাম শুধু এক পেয়ালা চা। দুপুরবেলা খেতাম একটা ডিম, এক পেয়ালা দুধ, আর রাত্রিতে খেতাম এক পেয়ালা কফি, একটু মাছ, আর কোন সময়ে হয়ত আমাদের দিশি পদ্ধতিতে ভাত আর তরকারী!

—তোমার ভাত তরকারীর প্রতি আমাদের লোভ কিন্তু কম ছিল না!....অমল বলিল।

—হ্যাঁ, রাঁধ্‌তাম আমি বেশ ভালই।....প্রত্যেক রবিবারে আমার বেস্‌মেণ্টের সেই ছোট্ট ঘরটিতে আমার বন্ধুদের আড্ডা বসত। আমি সেদিন সকলকে ভাত তরকারী রান্না ক'রে খাওয়াতুম।

—কিন্তু আপনার এই কম পয়সায় তা' কি ক'রে করতেন?....প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—তা' একরকম চলে যেত।....ভাত তরকারীতে খুব বেশী খরচ হয় না, কি বল অমলদা'?....সাধন প্রশ্ন করিল।

অমল খানিকটা সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তা' ঠিক। তাছাড়া সাধন তার রবিবারের এই ভোজটির জন্য সোম থেকে শনিবার পর্য্যন্ত একবার ক'রে হেঁটে আফিস থেকে বাড়ীতে আসত।

সশ্রদ্ধ চোখে প্রতিমা বলিল, আপনার মনটা কিন্তু মস্ত বড়, সাধনবাবু!

সাধন প্রতিমার সপ্রশংস শ্রদ্ধা গায়ে না মাখিয়া বলিয়া চলিল, এই ভাবে বৈচিত্র্যহীন জীবন কেটে চলল বছরের পর বছর। পাঁচ বছর পর আমি চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট হ'য়ে বেরুলাম। যেদিন খবর পেলাম আমি পাশ করেছি সেদিন আমরা কি ফূর্ত্তি না করেছিলাম!

অমল বিগত দিনের স্মৃতি মনের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, হ্যাঁ, সে দিনটা আমার খুবই মনে আছে। আমি আবার তারই মাস খানেক পরে দেশে রওনা হ'ব স্থির ছিল—আমার বার্থ পর্য্যন্ত বুক্ করা হয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, তুমি বললে, সাধন, এবার দেশে ফিরে চলো।....আমি কিছুতেই রাজী হলাম না। বললাম, কি হবে দেশে গিয়ে? সেখানে গিয়ে ত আবার বেকারদের দলেই ঘুরতে হবে, উমেদারী করা আমাকে দিয়ে কোন দিনই হবে না!

একটু রহস্যপূর্ণ স্বরে অমল বলিল, অবশ্য তোমার দেশে ফিরে না আসার আরও একটা কারণ ছিল।

কথাটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া সাধন বলিল, আমার ফার্ম্মই আমাকে পুরো মাইনে দিয়ে ছোট একটা চাকুরী দিল। সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড। যে লোক পাঁচটি বছর লণ্ডনে কাটিয়েছে সপ্তাহে দু' পাউণ্ডের উপর ভরসা ক'রে তার কাছে সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড যে অনেক টাকা! আমি চাকুরী গ্রহণ করলাম।

—তার পরের কথা শুনি।....আমি ত দেশে ফিরে এলাম, কিন্তু এই দু'বছর তুমি কি করলে?....অমল প্রশ্ন করিল।

—ঐ ফার্ম্মেই কাজ করতে থাকলাম। তবে ক্যামডেন টাউনের সেই ঘরটা ছেড়ে দিতে হ'ল। এবার চলে এলাম স্থইস্‌কটেজে, সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি বেড্‌সিটিং রুম নিয়ে (ঘরের ভাড়াও হয়ে গেল দ্বিগুণেরও বেশী, সপ্তাহে এক গিনি) আমার অফিস-কর্ম্মচারীর জীবন সুরু করলাম।

—তারপর হঠাৎ দেশে ফিরবার ইচ্ছা হ'ল যে?....অমল প্রশ্ন করিল।

—দুটি কারণে। প্রথমতঃ যুদ্ধের আবহাওয়ায় বেশ খানিকটা ভয়

খেয়ে গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ ক'রে মরি তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু অতর্কিত বোমার ঘায়ে মরতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। যখন দেখলাম যুদ্ধ বাঁধবেই তখন ঠিক করলাম, দেশে ফিরে যাই, সেখানে একটু শান্তিতে থাকা যাবে।

—আর দ্বিতীয় কারণ?

—দ্বিতীয় কারণ আমার ফার্ম্মই বলল তারা তাদের ভারতীয় ব্রাঞ্চে একজন উপযুক্ত একাউণ্ট্যাণ্ট চায়, আমি যেতে রাজি আছি কিনা। আমি সানন্দে তাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

—কিন্তু আপনার পোষ্টিং ত এখনও ঠিক হয়নি', না সাধনবাবু?···· প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—না! তবে কলকাতা এবং বোম্বাই এ দুটো জায়গার একটায় হ'বেই।··· খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের এখানেই রয়ে গেলাম, অমলদা'।

অমল এবং প্রতিমা দুইজনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়!

প্রতিমা বলল, সব চেয়ে ভাল হয় যদি আপনার কলকাতায়ই পোষ্টিং হয়! তাহ'লে আমরা তিনজনে মিলে বেশ গুলজার করতে পারি।

একটু যেন হতাশার স্বরে সাধন বলিল, আমার মত অভাগা লোকের সেই সৌভাগ্য হবে কি, প্রতিমা?

অমল বলিল, কে জানে, হয়ত এই তোমার জীবনের মোড় ঘুরবার সূত্রপাত হ'তে চলেছে!····শনির দশা কি আর মানুষের জীবনে চিরকাল থাকে?

রাত্রিবেলা শুইতে আসিয়া প্রতিমা স্বামীকে বলিল, সাধনবাবুর জীবনটা ঠিক যেন একটা উপন্যাসের মত, না?

অমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। আমাদের একঘেয়ে বাঙালী জীবনে এতখানি বৈচিত্র্য সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় না।

—শুধু বৈচিত্র্যের কথা বলছি না, গো। আমি বলছি ভদ্রলোক কেমন হতভাগ্য। এ পর্য্যন্ত কোন জায়গায় তাঁর একটু স্থিতি মিলল না —যাযাবরের মত পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত ঘুরে বেড়ানো যেন তাঁর নিয়তি।

অমল কোন কথা বলিল না।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সাধনবাবু যখন তোমাকে তাঁর দেশে ফিরে না আসার কথা বলছিলেন তখন তুমি একটা ইঙ্গিত ক'রে বললে, তাঁর না আসার অন্য একটা কারণ ছিল।....কি সে কারণ?

—অত্যন্ত গোপনীয় কথা রাণী....তোমার শোনা সঙ্গত হ'বে না।

অভিমান করিয়া প্রতিমা বলিল, আমাকেও তুমি বলবে না, গো? আমার যে ভয়ানক জানতে ইচ্ছা করছে!

একটু চিন্তা করিয়া অমল বলিল, তাহ'লে শোন, কিন্তু এইসর্ত্তে যে তুমি ঘুণাক্ষরেও সাধনকে জানতে দেবে না যে তুমি তার এই গোপন কাহিনীর বিন্দুবিসর্গ জানো!

প্রতিমা অঙ্গীকার করিল সে সাধনকে কিছুই বলিবে না।

—সাধন বিলেতে একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। ভারী চমৎকার মেয়েটি, আমরা তাকে দেখেছি। সাধনের বয়স তখন বাইশ তেইশের বেশী হবে না, প্রথম যৌবনের আকুলতা ছিল তাহার ভালবাসায়। মেয়েটিও সাধনের ভালবাসার খানিকটা প্রতিদান দিয়েছিল। সাধন হয়ত মেয়েটিকে বিয়ে করত, কিন্তু অবশেষে গোলমাল বাঁধালেন মেয়েটির বাবা। যে মুহূর্ত্তে সেই ভদ্রলোক শুনতে পেলেন একজন কালো ভারতীয় তাঁর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে, অমনি তিনি কঠোর নিষেধাজ্ঞা

জারী করলেন তাঁর মেয়ে যেন সাধনের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না করে।

—আর মেয়েটি তাই শুনল?

—শুনল বই কি! হয়ত তার ভালবাসায় গলদ ছিল, সে রহস্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে এটুকু জানি মেয়েটি বেশ নিষ্করুণভাবে এক চিঠি লিখে সাধনকে জানিয়ে দিল যে সে সাধনের সঙ্গে আর দেখা করতে পারবে না এবং সাধনকে ভালবাসাও তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না!

—বল কি গো?....বিস্মিতস্বরে প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—মেয়েটির চিঠি যেদিন এল সেদিন আমি সাধনের ঘরেই ছিলাম। সে যে কি কান্না—অমন অঘোরে কোন পুরুষ মানুষকে কাঁদতে আমি দেখিনি'!

—বেচারী!....গভীর সমবেদনার সুরে প্রতিমা বলিল।

—সাধনের তবু আশা ছিল হয়ত সে উপার্জ্জনক্ষম হ'লে মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে রাজী হ'বে, তার বাবাও হয়ত আপত্তি করবেন না।.... বোকা সাধন অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বীকার করতেই চায়নি' যে আসল বাধা ছিল তার গায়ের রংয়ে, তার দারিদ্র্যে নয়!

—কিন্তু সাধনবাবুকে কালো কে বলে?....বিস্মিতভাবে প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

হাসিয়া অমল বলিল, আমাদের দেশের মাপকাঠিতে সাধন কালো ত নয় নিশ্চয়ই, বরং ওর গায়ের রং কাশ্মিরীদের মত লাল্‌চে আর ফর্সা। কিন্তু ওদেশে সব ভারতীয়ই কালো!

ইউরোপের নাড়ীনক্ষত্র, সেখানকার আদবকায়দা প্রতিমার জানা ছিল না, সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল!....এমন সুশ্রী চেহারা, দীর্ঘ ঋজু দেহ, একে কিনা লোকে বলে কালো, অবজ্ঞার যোগ্য!

—তারপর কি হ'ল ?

—তারপর ঘটল আরও ট্র্যাজিক এক ব্যাপার। সাধনের পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ফল বার হতে মাসখানেক দেরী আছে, এমন সময় সাধন তার প্রেয়সীর বাবার কাছ থেকে অত্যন্ত তীব্র এক চিঠি পেল, তুমি জেনে সুখী হবে আমার মেয়ে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে !

—অ্যাঁ, বল কি ?····প্রতিমা প্রায় কাঁদিয়া উঠিল।

—সত্যি, বেচারী বড় হতভাগ্য। তার প্রেয়সীর স্মৃতি নিয়ে যে কয়েকটা দিন খেলা করবে, আশার স্বপ্ন রচনা করবে যে একদিন হয়ত তার বাঞ্ছিতাকে পাবে, সেই সান্ত্বনাটুকুও ভগবান তাকে দিলেন না !····, তবে মস্ত বড় সৌভাগ্যের কথা, সাধনের পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে। নইলে পরীক্ষা পাশ আর তার করা হ'ত না !····আমি জানি সে সাতদিন সাতরাত তার সেই ছোট্ট কুঠুরীটির মধ্যে একা চুপটি ক'রে বসে রয়েছিল। কারো সঙ্গে দেখা করত না—যখন আমি যেতাম তাকে প্রবোধ দিতে, সে শূন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত।

সাধনের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিতে শুনিতে প্রতিমার চক্ষু অশ্রু সজল হইয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিল, সাধনবাবু কি এখনও সেই মেয়েটিকে ভুলতে পারেন নি' ?

—সেকথা জানি না, কারণ তার কিছুদিন পরেই ত আমি দেশে চলে এলাম। দেশে ফিরে ওর কাছ থেকে আর কোন চিঠি পাইনি'।····হয়ত এর মধ্যে একদিন সাধন নিজেই আমাকে বলবে তার বিলেতে বাকী জীবনের কথা !

একটু থামিয়া অমল বলিল, ওর এই দুর্ভাগ্যের কথা আমি জানি ব'লেই আমি একরকম জোর করে ওকে আমাদের কাছে টেনে নিয়ে

এসেছি। যদি আমাদের কাছে দু'দিন থেকে একটু আনন্দ, একটু শান্তি পায়।

সাধনের প্রতি স্বামীর এই সমবেদনা প্রতিমার বড় ভাল লাগিল। সে স্বামীর বুকের কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব সাধনবাবু যতদিন আমাদের কাছে আছেন যেন তাঁর পোড়া অদৃষ্টের কথা খানিকটা অন্ততঃ ভুলে থাকতে পারেন।

—তোমার উপরে আমার গভীর বিশ্বাস আছে ব'লেই আমি জোর ক'রে সাধনকে নিয়ে এসেছি, প্রতিমা। আমি জানি প্রতাপকে তুমি কি ভয়ানক স্নেহ করতে, শেষবার যখন প্রতাপ এখানে এসেছিল তার চোখে-মুখে আমি দেখতে পেয়েছিলাম গভীর কৃতজ্ঞতার ছায়া। সাধনকেও তুমি প্রতাপের মত স্নেহ ক'রো।

*

*　　*

পোষ্টিং সম্বন্ধে খবর আসিতে বেশ দেরী হইতে লাগিল। সাধন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিমা বলিল, আপনি এত পালাই-পালাই করছেন কেন, সাধনবাবু? আমাদের এখানে থাকতে কি আপনার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে?

ম্লান হাসি হাসিয়া সাধন বলিল, কষ্ট ত দূরের কথা প্রতিমা, এমন অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনেক দিন আমি উপভোগ করিনি'। কিন্তু আমি হচ্ছি অত্যন্ত হতভাগ্য লোক, আমার কেবলই ভয় হয়, এত আনন্দ কি আমার সইবে?

—সইবে, নিশ্চয় সইবে।....দৃঢ়স্বরে প্রতিমা বলিল।

সাধন চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে সে বলিল, তোমরা আমাকে এতখানি স্নেহ ক'রে আমাকে বড্ড বেশী ঋণী ক'রে তুলছ, প্রতিমা।....তোমার এবং অমলদা'র এই স্নেহের প্রতিদান আমি কখনো দিতে পারব না।

—প্রতিদান ত আমরা চাচ্ছিনা, সাধনবাবু।....মৃদুস্বরে প্রতিমা বলিল।....আর এটা ভুলে যাবেন না যে এই দেওয়ার মধ্যেও একটা মস্ত বড় আনন্দ আছে। আমরা একেবারে স্বার্থহীন নই এটা মাঝে মাঝে মনে করবেন।

সাধন প্রতিমার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, জানো প্রতিমা, তোমাকে দেখলেই কেবল আমার দিদির কথা মনে পড়ে!

—আপনি আপনার দিদিকে বুঝি ভয়ানক ভালবাসতেন?

—হ্যাঁ, প্রতিমা।....তোমাদের ত সেদিনই বলেছি আমাদের দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র তিন বছরের। আমরা দু'জনে ছিলাম একই ছাঁচে ঢালা, যেন এক বৃন্তে দু'টি ফুল।....কোন্ কুক্ষণে যে মাধববাবুর সঙ্গে বাবা দিদির বিয়ে দিয়েছিলেন!

দিদির কথা বলিতে বলিতে সাধনের গলার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

কথার মোড় ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিমা বলিল, আপনার আর কোন ভাইবোন ছিল না?

—না।...দিদিকে হারাবার পর থেকে কেউই আমার দিদির স্থান পূর্ণ করতে পারেনি'! দিদি ত শুধু আমার দিদি ছিল না, সে ছিল আমার সঙ্গী, সাথী, বন্ধু!

—না হয় আমাকে আপনার দিদি কল্পনা ক'রে নিন না, সাধনবাবু। ....খানিকটা পরিহাস করিয়াই প্রতিমা বলিল।

হঠাৎ আবেগবিহ্বল হইয়া সাধন বলিয়া উঠিল, সত্যি তুমি আমার দিদির স্থান পূর্ণ করবে, প্রতিমা ? তুমি আমার সাথী, আমার বন্ধু হ'বে ?

প্রতিমা কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, অমলের পদধ্বনি শুনিয়া চুপ করিয়া গেল।

অমল ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের দুইজনকে দেখিয়া একটু বিস্মিতস্বরে বলিল, তুমি আজ একবারটিও বাড়ীর বাইরে যাওনি' সাধন ?

ক্লান্তস্বরে সাধন বলিল, না, কোথায় যাব ? কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা আমার পোষায় না, অমলদা'।

—অবশ্যি তোমাকে দোষ দেওয়াও যায় না। সারাটা জীবন ত ঘুরেই বেড়ালে, এখন একটু জিরিয়ে নিতে ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

প্রতিমা বলিল জান গো, সাধনবাবু আমাকে তাঁর দিদির কথা বলছিলেন। আর বলছিলেন আমি তাঁর দিদির স্থান নিতে রাজী আছি কি-না ! কি জবাব দেব বলত ?

—বলে দাও নেবে। ..অমল বলিল।

—তথাস্তু।....প্রতিমা বলিল।

শোবার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে অমল বলিল, আজ আবার আমার কেমন জ্বর জ্বর হ'য়েছে, প্রতিমা, রাত্তিরে ভাত খাবো না, হরিকে ব'লে দাও।

উদ্বিগ্নভাবে সাধন এবং প্রতিমা উভয়েই বলিয়া উঠিল, তুমি আবার জ্বর বাঁধিয়ে বসলে ! আমরা ভেবেছিলাম সবাই মিলে আজ সীনেমায় যাব।

—আজ ত আর হ'বে না, সাধন।....যদি ভাল থাকি, কাল যাওয়া যাবে।....অমল বলিল।

অমল ঘরে ঢুকিয়া যাইতেই সাধন বলিল, এবার তুমি আমাকে ভাইয়ের আসনে বসিয়েছ, প্রতিমা, ভাইয়ের অত্যাচার আবদার সবই অম্লানমুখে সইতে হবে কিন্তু!

—নিশ্চয়ই সইব, সাধনদা'।....প্রতিমা এই প্রথম সাধনকে সাধনদা' বলিয়া সম্বোধন করিল।

—আর হুকুমও তামিল করতে হবে।

—তাও করব।....হাসিমুখে প্রতিমা বলিল।

—তাহ'লে বলছি, তুমি এখ্‌খুনি অমলদার কাছে যাও, তার মাথাটা টিপে দিয়ে এসো।

—ওরে বাবা, ওঁকে আমি কতটুকু যত্ন করছি কি না করছি সেদিকেই বুঝি আপনার নজর যায় প্রথমে?....প্রতিমা বলিল।

—যায় বই কি। তোমার নতুন দাদাকে নিয়ে ভুলে থেকে তুমি অমলদা'কে অবহেলা করবে এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

অমল শ্রান্ত দেহ এলাইয়া বিছানার উপর শুইয়াছিল। চিন্তিত মুখে প্রতিমা প্রশ্ন করিল, তোমার কি বড্ড খারাপ লাগছে গো?

—মাথাটা বড্ড ধরেছে।....অমল বলিল।

—সাধনদা' ত ঠিকই বলেছেন, বললেন তোমার মাথাটা একটু টিপে দেওয়া দরকার!

—সাধনদা'? সাধন আবার সাধনদা' হ'ল কবে থেকে?.... বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে অমল প্রশ্ন করিল।

—ওঃ, এই মিনিট কয়েক আগে। তুমিই ত বললে আমাকে তার দিদি হ'তে দিতে তোমার কোন আপত্তি নেই।....কাজেই তোমার বন্ধুকে আমি

সাধনবাবু বলি কি ক'রে? সাধনদা' ডাকাটাই বেশী সঙ্গত হ'বে, নয় কি গো?

—হুঁ।....অমল শুধু বলিল।

সে যখন হাসিমুখে প্রতিমাকে বলিয়াছিল সাধনের দিদির স্থান সে নিতে পারে, তখন সে ভাবিয়া দেখে নাই ইহার ফলে তাহাদের পরস্পরের সম্বোধন পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজন হইবে। কেমন যেন একটু আনমনা হইয়া সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

প্রতিমা বলিল, তোমার মাথাটা টিপে দেই, কেমন?

—দাও।....অত্যন্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে অমল জবাব দিল।

তাহার চাঁপার মত কোমল আঙ্গুলগুলি দিয়া প্রতিমা অমলের কপালের দুই পাশের শিরা টিপিয়া দিতে লাগিল। স্ত্রীর হাতের স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শ প্রাণ ভরিয়া অমল উপভোগ করিতে লাগিল।

একটু পরে অমল বলিল, রাণী....

—কি গো?....মাথাটা প্রতিমা অমলের বুকের কাছে নিয়া আসিল।

—তুমি আমাকে সত্যি ভালবাস, রাণী?

বিস্মিত হইয়া প্রতিমা বলিল, ও কি প্রশ্ন করছ তুমি? ছিঃ—আমি তোমাকে নিশ্চয় ভালবাসি।....তোমাকে ছাড়া আর কাকে ভালবাসব বল? কেন তুমি জিজ্ঞাসা করছ?

—না, হঠাৎ খেয়াল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম।....মাঝে মাঝে তোমার কাছ থেকে শুনতে ভাল লাগে, তুমি আমাকে ভালবাস।

প্রতিমা নীরবে অমলের মাথা টিপিয়া দিতে লাগল এবং শান্ত-নির্ভরে অমল ঘুমাইয়া পড়িল।

সেদিন অমল সামান্য একটু বার্লি ছাড়া আর কিছু খাইল না। প্রতিমা এবং সাধনকেই তৈরী খাবার-দাবার খাইয়া উঠিতে হইল।

সাধন প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, অমলদা'র শরীর খুব বেশী খারাপ হয়নি' ত?

—না, এতক্ষণ ত ঘুমিয়ে ছিলেন।....বালি যখন নিয়ে গিয়েছিলাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মাথাধরাটা কেমন আছে। বললেন, সেরে গেছে।

—শীগ্‌গীর করে অমলদা' সেরে উঠুক এই চাই। ওকে বিছানায় শুইয়ে রেখে বাড়ীটা যেন কেমন খাঁ খাঁ করে!

—আপনি ওঁকে ভয়ানক স্নেহ করেন, না সাধনদা'?....প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

—স্নেহ? হ্যাঁ, তা একটু করি বই কি!

—আপনার সবটাতেই বিনয়ের বাড়াবাড়ি দেখলে গা-জ্বালা করে।....প্রতিমা বলিল।

—বিনয় কোথায় করলাম?....সরল নিরপরাধমুখে সাধন বলিল।

—বিনয় নয়? আপনি ওঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তবু স্বীকার করবেন না কিছুতেই সেকথা।....কেন আপনার কি মনে হয় স্বীকার করলে স্নেহ খাটো হ'য়ে যাবে?

—খাটো হ'বে না, তবে যা' আমি অনুভব করি তা' আমার মধ্যেই লুকানো থাক। বাইরে তা' প্রকাশ ক'রে লাভ কি?

—কথা বলতে আপনি বেশ ভালভাবেই জানেন!

খাওয়া-দাওয়া সমাপন করিয়া প্রতিমা একটু তাড়াতাড়িই স্বামীর কাছে আসিয়াছিল। অমল বলিল, তুমি এখ্‌খুনি শুতে আসছ প্রতিমা? তোমার ত ঘুম আসবে না।....বরং তুমি সাধনের সঙ্গে একটু গল্পগুজব ক'রে ঘণ্টাখানেক পরে শুতে এসো।

—তোমার কোনকিছুর দরকার নেই ত?....প্রতিমা বলিল।

—না, আমি এখনও ভয়ানক ক্লান্ত রয়েছি, শীগ্‌গীরই ঘুমিয়ে পড়ব। তা'ছাড়া তোমরা ত পাশের ঘরেই রইলে, যদি দরকার হয় ডাকব।

—আচ্ছা তাহ'লে আমি একটু পরে আসছি।....বলিয়া প্রতিমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাধন একটা ইংরেজী সাপ্তাহিকের ক্রস্‌ওয়ার্ড সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছিল। প্রতিমা তাহার পাশে আসিয়া বসিল। বলিল, চুপটি ক'রে ক্রস্‌ওয়ার্ড মন দিতে চেষ্টা করছিলেন বুঝি ?

—কি আর করি বলো ? এত শীগ্‌গীর যে আমার ঘুম আসে না !

—আমারও সেই অবস্থা ! তাই উনিই বললেন আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে আসতে।

সাধন আবার প্রতিমার দিকে তাকাইল। প্রতিমার সৌন্দর্য্য, প্রতিমার সাবলীল কথাবার্ত্তা তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আলোড়ন আনিতেছিল। অমলের কথা মনে হইতেছিল আর সে ভাবিতেছিল, ভাগ্যবান্ অমল, তাই প্রতিমার মত স্ত্রী সে পাইয়াছে।

প্রতিমা বলিল, ক্রস্‌ওয়ার্ড আর করতে হ'বে না। এখন আপনার নিজের কথা বলুন।

—নিজের কথা ? নিজের কথা ত সবই সেদিন বলেছি, প্রতিমা।.... কাতরভাবে সাধন জবাব দিল।

—বাঃ, দুই ঘণ্টায় আপনার সাত-আট-দশবছরের কাহিনী শেষ হ'য়ে গেল !....আরও সব কথা খুলে বলতেই হবে।

—প্রশ্ন কর, জবাব দিতে চেষ্টা করব।

প্রতিমা একটু ভাবিল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল সাধনের বিলাতের প্রেমের কাহিনীর কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ

হইল অমলের কাছে সে প্রতিশ্রুতি করিয়াছে যে কিছুতেই সাধনকে জানিতে দিবে না সে সাধনের বিগত প্রেমের কথা জানে।

অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনও গণৎকারকে দিয়ে হাত দেখিয়েছেন, সাধনদা' ?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় বিস্মিত হইয়া সাধন বলিল, না, কেন ?

—ভাবছি আপনার ভবিষ্যৎ জীবনও কি আপনার বিগত জীবনের মতই কাটবে ?

—ওঃ, এই ! তবে সত্যি বলছি, প্রতিমা, এসব হাত দেখানোতে আমার বিশ্বাস আদৌ নেই।....পৃথিবীতে যখন আমি এসেছি তখনই আমার নিয়তি বাঁধা হ'য়ে গেছে, তা' আমি উলটাতে পারব না, কেউই নয়। হাতের রেখা গুণে কেউ হয়ত বলবে, তোমার সামনে রয়েছে আরও একরাশি ব্যর্থতা। আগে থেকে তা' শুনে মন খারাপ ক'রে লাভ কি ?....আর যদি কেউ সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছায় বা আমাকে খুসী করবার উদ্দেশ্যে দু'একটা ভাল কথাও বলে, তাও বিশ্বাস করতে পারব না, কারণ আমি জানি চিরস্থায়ী সুখ আমার কপালে নেই। আশা ক'রে নিরাশ হওয়ার চেয়ে একেবারে আশা না করাই ভালো !

সাধনের কথার মধ্য দিয়া আহত বেদনা যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রতিমা সাধনের হাতের উপর নিজের হাতটি রাখিয়া বলিল, আপনি বড় দুঃখ পেয়েছেন, সাধনদা', কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, আপনার দুঃখের রজনীর অবসান হয়েছে।

সাধন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, তাই প্রার্থনা করো, প্রতিমা। তোমার সাধনদা'র দুঃখে নিরাশায় খচিত জীবনে কোন না কোন পথ দিয়ে যেন আশার আলো এসে পৌঁছায়।

সাধন এবং প্রতিমা অনেকক্ষণ একই ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া

রহিল। তাহারা সচকিত হইয়া উঠিল যখন ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিয়া উঠিল।

—অনেক রাত হ'য়ে গেছে, প্রতিমা। এবার তুমি শুতে যাও।.... সাধন বলিল।

প্রতিমা সাধনের কাছে বিদায় নিয়া শুইতে আসিল সত্য, কিন্তু সারা রাত সে ঘুমাইতে পারিল না। ওদিকে পাশের ঘরে সাধনও বিনিদ্র রজনী কাটাইল।

শান্তসুখে ঘুমাইল শুধু জ্বরাতুর অমল।

*

* *

পরের দিনই অমল সুস্থ হইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল। সারারাত্রি ঘুমের পর তাহার শরীরটা অত্যন্ত ঝরঝরে বোধ হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনটাও ছিল আশাতীত রকম প্রফুল্ল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়া সে সাধনের ঘরে ঢুকিল। তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, এখনও তুমি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছ, সাধন?....চাকুরীর খবর আসেনি' বলে বুঝি খুব স্ফুর্তিতে আছ!....তা ঘুমিয়ে নাও, কয়েকটা দিন মনের সুখে ঘুমিয়ে নাও।

আসলে সাধন ঘুমায় নাই। সারারাত্রির অনিদ্রার পর তাহার চক্ষু অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, তাই সে চক্ষু মুদিয়া নীরবে শুইয়া রহিয়াছিল।

অমলের স্পর্শে সে সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, ওঃ, তুমি?

—কেন, তুমি তোমার বিলেতের প্রিয়ার মুখধ্যান করছিলে নাকি? ....পরিহাসের সুরে অমল বলিল।

—কি যে যা' তা' বলছ তুমি অমলদা' !....সাধন বলিল।....ঐ অধ্যায় বহুদিন শেষ হ'য়ে গেছে।....সে যাক, আজ তুমি কেমন আছ?

—বেশ ভাল আছি। দেখছ না, উঠে বসে কেমন আরাম ক'রে চা' খাচ্ছি! তুমি চা খাবে?

—দাও।

—প্রতিমা, রাণী!....অমল চেঁচাইয়া বলিল, তোমার সাধনদা'কে এক পেয়ালা গরম চা' দিয়ে যাও ত!

তাহার পর প্রশ্ন করিল, কাল কটা রাত পর্য্যন্ত তোমরা গল্প করলে?

—কটা রাত? তা' এগারোটা বোধ হয় হ'বে।....সাধন বলিল।

—বোধ হয় কি? ঘড়ি দেখ নাই বুঝি? এমন কি গল্প করছিলে যে সময়ের খেইও হারিয়ে ফেলেছিলে?

—তুমি ভয়ানক বাজে ঠাট্টা কর কিন্তু অমলদা'।....প্রতিবাদের সুরে সাধন বলিল।

—আহা, তুমি রাগ করছ কেন সাধন? না হয় ঘড়ি দেখতে ভুলেই গিয়েছিলে, তাতে অপরাধ ত কিছুই হয়নি'....তাছাড়া তোমার গল্পের যা' অফুরন্ত ভাণ্ডার আর প্রতিমার গল্প শোনবার এত অসীম আগ্রহ যে রাত এগারোটার জায়গায় যদি বারোটাও বাজত তাহ'লেও আমি এতটুকু আশ্চর্য্য হ'তাম না!

তাহার পর আপন মনে সে বলিয়া চলিল, আমি কিন্তু কাল খুব ঘুমিয়েছি, সাধন।....প্রতিমা যে কখন এসে আমার পাশে শুয়েছে আমি টেরও পাইনি'।....ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখি প্রতিমা নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রতিমা চায়ের পেয়ালা নিয়া সাধনের ঘরে ঢুকিল।

অমল বলিল, জানো, রাণী, সাধন কাল তোমার সঙ্গে গল্পে এত মশ্‌গুল হ'য়ে ছিল যে ক'টার সময় তুমি চলে এসেছ তা' পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করেনি'! নতুন দিদিকে পেয়ে এরকম ভুল হওয়া অবশ্যি অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু সাধন কথার জবাব দিচ্ছে যেন সে মস্তবড় একটা অপরাধ ক'রে বসেছে!....বলিয়া নিজের মনের খুসীতে অমল হাসিয়া উঠিল।

কি একটা অকারণ লজ্জার লৌহিত্যে প্রতিমার মুখচোখ লাল হইয়া গেল।

অমল তাহা বোধ হয় লক্ষ্য করিল, হঠাৎ সে চুপ করিয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া অমল প্রতিমাকে বলিল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব প্রতিমা?

লজ্জায় আচ্ছন্ন, পল্লবিত, ভীরু দুইটি চোখ তুলিয়া প্রতিমা বলিল, করো....

—সাধন তোমাকে কাল অন্যায় অসঙ্গত কিছু বলেনি' ত?

—কি বলছ তুমি বোকার মত?....আর্ত্তস্বরে প্রতিমা বলিল।.... সাধনদা' সেরকম লোকই নন।

একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া অমল বলিল, আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রতিমা।....সাধন আমার সাধারণ একটা ঠাট্টা সহজভাবে নিতে পারল না। তোমার মুখ কেমন লাল হ'য়ে উঠল....সব যেন কেমন ঘোরালো ঠেকছে!

অত্যন্ত নম্রস্বরে প্রতিমা বলিল, তুমি অসম্ভব অদ্ভুত সব কল্পনা ক'রে তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করোনা, এই আমার অনুরোধ। তোমার কি ভয় হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি, তুমি হয়ত ভাবছ সাধনদা' আমার প্রেমে পড়েছেন।....আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সাধনদা' আমার

প্রেমে পড়েননি’। তিনি আমাকে বসিয়েছেন তাঁর দিদির স্থানে, তাঁর কথায় বা আচরণে অসঙ্গতি এতটুকু দেখতে পাইনি’। আর আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তাহ’লে বলি, সাধনদা’র ছন্নছাড়া জীবনে একটু-খানি শান্তির প্রলেপ দেবার চেষ্টা করা ছাড়া আমি আর কিছুই করিনি’, করব না।....যদি কখনও আমরা কেউ আমাদের এই গণ্ডীরেখার বাইরে চলে আসি, বিশ্বাস ক’রো, আমি তোমাকে খুলে বলতে এতটুকু দেরী করব না।

অত্যন্ত গভীরভাবে প্রতিমা কথাগুলি বলিল।

অমল প্রতিমাকে কাছে টানিয়া নিয়া আসিয়া তাহার ঠোঁটে আদর মুদ্রিত করিয়া দিয়া বলিল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, রাণী।

অমল চেম্বারে যাইবার জন্য তৈরী হইয়াছে, সাধন আসিয়া বলিল, আমিও তোমার সঙ্গে চেম্বারে যাব, অমলদা’!

বিস্মিত হইয়া অমল প্রশ্ন করিল, সেকি?

—ঘরের বদ্ধ হওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছি। বাইরের আলো-বাতাসের মুখ দেখতে চাই।

—কিন্তু আমি ফিরে এলে সবাই মিলে না হয় এক সঙ্গে বেরুনো যাবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে চেম্বারে গিয়ে শুধু শুধু কি করবে সাধন?

সাধন কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। সে বলিল সে বরং চেম্বারে অমলের ডাক্তারি বইগুলি নাড়াচাড়া করিবে, তবু সে কিছুতেই সারাদিন ফ্ল্যাটের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিবে না।

অগত্যা অমল বাধ্য হইয়া সাধনকে তাহার সঙ্গে নিয়া গেল।

কথা ছিল তাহারা দুইজনে পাঁচটার মধ্যে ফিরিবে এবং প্রতিমাকে নিয়া সীনেমা দেখিতে যাইবে। কিন্তু সাড়ে চারটার সময় অমল অত্যন্ত জরুরী

একটা টেলিফোন পাইল, তাহার এক রোগী মরণাপন্ন, অবিলম্বে যেন সে চলিয়া আসে।

অমল সাধনকে ডাকিয়া বলিল, আজ আর সীনেমায় যাওয়া হ'ল না, সাধন। প্রতিমা খুব আশা ক'রে ব'সে আছে জানি, কিন্তু আমি যাব না, সে বোধ হয় যেতে রাজী হবে না। তুমি যদি তার মত করাতে পার, নিয়ে যেও, নইলে তোমরা বাড়ীতেই থেকো।....আমার ফিরতে হয়ত দেরী হ'তে পারে, কাজেই যদি সীনেমাতেও তোমরা যাও, আমি বাড়ী ফিরবার আগেই তোমরা চলে আসতে পারবে।

সাধন একটু আপত্তি করিয়া বলিল, আমিও ততক্ষণ এখানেই থাকিনা, অমলদা'? তোমার সঙ্গে একসাথে যাব।

—না, না, তুমি শুধু শুধু এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবে কেন, সাধন? তাছাড়া প্রতিমা যদি রাত নয়টা দশটা পর্য্যন্ত আমাদের কারো খবর না পায়, ভয়ানক চিন্তিত হবে।....তুমি চলে যাও।

বাড়ীতে ফিরিয়া সাধন দেখিল সীনেমায় যাইবার জন্য প্রতিমা সাজ-সজ্জা করিয়া বসিয়া আছে।

সাধনকে একা আসিতে দেখিয়া প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, ওকি, উনি এলেন না?

—অমলদা'র একটা জরুরী কল্ পড়ে গেছে, আসতে পারলেন না, তাই আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন।

নিরাশার একটা ছায়া প্রতিমার মুখের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া গেল। বলিল, তাহ'লে আমি আমার এই বেশভূষা ছেড়ে আসি, আপনি বসুন।

সাধন বলিল, কিন্তু অমলদা' বলেছেন যদি তুমি যেতে চাও তোমাকে নিয়ে সীনেমায় যেতে।

—না, ওঁকে ছাড়া সীনেমায় গিয়ে আমি আনন্দ পাব না।....বলিয়া প্রতিমা তাহার বাহিরে যাইবার সজ্জা খুলিয়া ফেলিবার জন্য ঘরে ঢুকিল।

একটু পরে সাধারণ একটা শাড়ী পরিয়া প্রতিমা বাহির হইয়া আসিল, দেখিল সাধন একইভাবে বসিয়া আছে।

লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হইয়া প্রতিমা বলিল, আপনি চুপটি ক'রে বসে আছেন, সাধনদা'? হরিকে ডেকে এক পেয়ালা চা'ও আনতে বলেননি?

উদাসীনভাবে সাধন বলিল, নাঃ, চা খেতে ইচ্ছা করছে না।

—কেন, চেম্বারেই চা খেয়ে এসেছেন বুঝি?

—না।

—তাহ'লে চা নিয়ে আসতে বলছি।....প্রতিমা বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে নিজেই ট্রেতে চা, গরম সিঙাড়া আনিয়া সাধনের সামনে উপস্থাপিত করিয়া বলিল, নিন্, চট্‌পট্ ক'রে খেয়ে নিন্।

একটা সিঙাড়া মুখে তুলিয়া নিয়া সাধন বলিল, আমরা ত কোথাও যাচ্ছি না, তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি?

—আপনি বেড়াতে যাবেন না?

—এইমাত্র ত বাইরে থেকে এলাম, আবার এখ্‌খুনি আমাকে তাড়াতে চাও, প্রতিমা?....সাধনের কথায় অভিমানের সুর।

—তাড়াতে চাইনে মোটেই সাধনদা'। ভাবছিলাম বাড়ীতে আমার সঙ্গে ব'সে থেকে আপনার সময় বোধ হয় কাটতে চাইবে না, তাই পথ বাৎলে দিচ্ছিলাম।

—ওঃ....

—আচ্ছা বলুন ত, সাধনদা', আপনার আজ কি খেয়াল হ'ল আপনি ওঁর সঙ্গে চেম্বারে সারাটা দিন কাটিয়ে এলেন! আর এদিকে বেচারী

আমি যে একা একা হাঁপিয়ে উঠলাম সেকথা একবারও ভাবলেন না! আপনি ভয়ানক স্বার্থপর কিন্তু!

—আমি বাড়ীতে থাকলে তুমি খুসী হ'তে প্রতিমা?

—হতুম বৈ-কি।....সরলভাবে প্রতিমা জবাব দিল।

সাধন নীরবে পেয়ালার চা শেষ করিল। প্রতিমা উঠিয়া চা এবং ট্রে হরির কাছে দিয়া আসিল।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি কখন ফিরবেন কিছু বলেছেন কি?

—তা' রাত নটা-দশটা হ'তে পারে।

—রাত ন-টা—দশ-টা?....সে যে অনেকক্ষণের কথা!....প্রতিমা বলিল। একটু পরে বলিল, এখন কি ক'রে সময়টা কাটানো যায় বলুন ত?

—কেন, স্বামীর ধ্যান ক'রে।....সাধন বলিল।

—ঠাট্টা রাখুন, সাধনদা'। আমি সব সময় বসে বসে কেবল স্বামীর ধ্যান করি না।....আচ্ছা চলুন, বারান্দায় গিয়ে বসি....আপনার গল্প শুনি।

বসিবার ঘরের একপাশে ছোট্ট একটি বারান্দা। তাহাতে কোনমতে দুইতিনখানা চেয়ার রাখার মত জায়গা আছে। বসিবার ঘর হইতে দুইটা চেয়ার টানিয়া নিয়া তাহারা বারান্দায় যাইয়া বসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। পথে লোকের চলাফেরা অপেক্ষাকৃত কম। একটা দক্ষিণা হাওয়া ঝির ঝির করিয়া আসিয়া তাহাদের গায়ে লাগিল।

প্রতিমা তাহার চেয়ারটা সাধনের চেয়ারের কাছে নিয়া আসিয়া বলিল, সারাদিন আপনি আজ অমন গুমরো মুখ ক'রে রয়েছেন কেন, সাধনদা'?

—ভাবছি।....সংক্ষেপে সাধন বলিল।

—কার কথা? আপনার বিলেতের প্রেয়সীর কথা?....হঠাৎ প্রতিমার মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া গেল। বলিয়াই তাহার মনে হইল, অমলের কাছে সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সাধনের বিলাতের বান্ধবীর কোন উল্লেখই সে করিবে না।

সাধন চমকাইয়া উঠিল। বলিল, বিলেতের প্রেয়সী? তার কথা তোমাকে কে বল্‌ল?

নিজেরই নির্ব্বুদ্ধিতায় প্রতিমা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সে অনুতপ্ত-স্বরে বলিল, ওঁর কাছ থেকে একটু শুনেছি।

সাধন কোন কথা বলিল না।

প্রতিমা বলিল, আপনার বিগত জীবনের এই কাহিনী বলতে আপনাকে অনুরোধ করছি না, সাধনদা', আপনার বলবার কোনই প্রয়োজন নেই।

সাধন তবু চুপ্ করিয়া রহিল।

প্রতিমা বলিল, আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করুন সাধনদা'।

এবার সাধন কথা বলিল, অত্যন্ত ধীরে ধীরে।

—যখন তুমি খানিকটা জেনেছ তখন বাকীটুকুও জেনে রাখো, প্রতিমা।....হ্যাঁ, ইসাবেলকে আমি সত্যি ভালবেসেছিলাম। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় একটি পুরুষ একটি মেয়েকে যেমন ক'রে ভালবাসে ঠিক তেমনি। কিন্তু আজ আমার মনের পর্দ্দায় ইসাবেলের ছবি এক-বারও দেখতে পাচ্ছি না, প্রতিমা। আমার অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে সে দুঃখই এনেছে বেশী, আমি তাকে যা' দিয়েছিলাম তার প্রতিদান পেয়ে-ছিলাম অতি সামান্যই।....অভিযোগ করি না, সে আজ অন্য জগতে চলে

গেছে, তার সম্বন্ধে নিন্দা করাটা বোধ হয় নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক হবে, কিন্তু একটা কথা সত্যি, তার নির্ম্মম ব্যবহারে আমি বুঝতে পেরেছি, এ সংসারে আমাকে কেউ ভালবাসতে পারবে না।....সবাই চায় আমার সঙ্গে একটু খেলা করতে, একটুখানি বাজিয়ে দেখতে চায় আমার ভালবাসা, আমার স্নেহ কতটকু খাঁটি।

বলিতে বলিতে সাধনের গলার স্বর গম্ভীর হইয়া আসিল।

প্রতিমা দুর্ব্বল আর্দ্র করুণায় সাধনের হাতখানি নিজের হাতের মুষ্টির মধ্যে তুলিয়া নিল। বলিল, সবাই আপনার সঙ্গে খেলা করতে চায় না, সাধনদা'।....আমি আপনার সঙ্গে খেলা করছি না!

প্রতিমার মুখের কথা শেষ হইল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে গভীর আবেগে প্রতিমার অলিখিত কবিতার মত হাত দুইটি টানিয়া নিয়া তাহার উপর চুম্বন বর্ষণ করিতে করিতে সাধন বলিল, তুমি সত্যি বলছ, প্রতিমা, সত্যি?....তুমি সত্যি আমার সঙ্গে খেলা করছ না?

প্রতিমা সাধনের এই আবেগময় উচ্ছ্বাসে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। সাধনের জন্য তাহার বুক ফাটিয়া সমবেদনা, স্নেহ উৎসারিত হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, কিন্তু সাধনের এই চুম্বন, এই প্রেমনিবেদনে তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল।

সে শুধু বলিল, আপনি শান্ত হোন্, সাধনদা'... আপনি শান্ত হোন্।

সাধন শান্ত হইল না, সে বলিয়া চলিল:

—সংসারের কাছে এমন কি অপরাধ আমি করেছি যে আমাকে সব সময় সংযত, ব্যাহত হ'য়ে চলতে হবে? সবাই সুখী, আনন্দের কানায় কানায় সবাই ভরপুর, আর আমি কেন রিক্তহাতে ঘুরে বেড়াব, প্রতিমা?....তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস, আমি একবারও বলব না

তুমি তাকে ভালবেসো না, কিন্তু তোমাকে মিনতি করছি, তোমাকে ভালবাসতে আমায় অনুমতি দাও।....অনুমতি দাও!

অন্ধকারের মধ্যে সাধনের কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘুরিয়া আসিল। প্রতিমা শুধু শুনিতে পাইল, অত্যন্ত হতভাগ্য, জীবনযুদ্ধে শ্রান্ত একজন লোক তাহাকে বলিতেছে, আমার প্রতি একটু দয়া কর, একটু দয়া কর!



প্রতিমার ডায়েরী হইতে:

কেন তুমি এমন রিক্তবেশে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে? তোমার ক্ষতবিক্ষত অন্তর কেন তুমি আমার সামনে খুলিয়া ধরিলে? আমি তোমাকে কতটুকুই বা সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারি? আমি যে অত্যন্ত অসহায়, সংসারের নিগড়ে আমার হাত-পা যে একেবারে বাঁধা!

শৈশব হইতে শুনিয়া আসিয়াছি পৃথিবী অত্যন্ত সুন্দর, প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল। কিন্তু তোমাকে যখন ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন তিনি এমন নিষ্ঠুর হইলেন কেন? সংসারে অনেক লোক আছে যাহারা অতি সাধারণ, যাহাদের অনুভূতি স্থূল, যাহারা সুখ বা দুঃখ পাইলে তাহাদের কিছুই আসে যায় না। ভগবান তাঁহার নিষ্ঠুরতা এই সাধারণ জনতার উপর ঢালিয়া দিলেই ত পারিতেন!

ভগবানের এই খেয়ালের কোন অর্থই আমি খুঁজিয়া পাই না। তোমাকে তিনি গড়িয়াছিলেন তাঁহার সমস্ত সম্পদ দিয়া! তোমার যৌবন-

দীপ্ত সুকুমার মুখ, তোমার ঋজুদেহ, তোমার নিঃস্বার্থ অন্তঃকরণ—ইহার মধ্যে ত ভগবানের কোন কৃপণতা দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার যত কিছু কৃপণতা কি আসিল যখন তিনি তোমার জীবনপথ নির্দ্দেশ করিলেন? এই পথের মধ্যে কাঁটা ছাড়া এতটুকু সৌরভও কি তিনি তোমার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলেন না?

তোমাকে আমি স্নেহ করি, গভীরভাবে স্নেহ করি। কিন্তু তোমার এই বঞ্চিত রিক্ত জীবন সুধার রসে ভরাইয়া দেই, এমন ক্ষমতা আমার কই? যদি আমার এতটুকু ক্ষমতা থাকিত, আমি ইতস্ততঃ করিতাম না। সংস্কার, লোকনিন্দা কোন কিছুর ভয় আমি রাখিতাম না। কিন্তু আমি নিজেই যে বুঝিতে পারিতেছি না কি করিলে তোমাকে যথার্থ আনন্দ দিতে পারা যায়, কোন্ প্রলেপে তোমার রক্তাক্ত হৃদয় শান্ত হইতে পারে।

আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে তুমি তোমার হৃদয়ের দুয়ার আমার কাছে খুলিয়া দিয়াছ।....ব্যথিত, জর্জ্জরিত তোমার হৃদয়, একটুখানি সহানুভূতি, একটুখানি স্নেহ পাইবার জন্য উন্মুখ তোমার আত্মা আমার কাছে তুমি তুলিয়া ধরিয়াছ। কি করিয়া আমি নির্ম্মমভাবে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেই! কি করিয়া আমি বলি—না, না, আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিব না—তুমি চলিয়া যাও, আমার সম্মুখ হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাও!

অথচ তোমার এই উপচার আমি গ্রহণই বা করি কি করিয়া? আমার জীবন যে আরেকজনের সঙ্গে সমসূত্রে বাঁধা। সে সূত্র ছিন্ন করিবার ক্ষমতা ত আমার নাই। তোমার আকাশসাগর মন্থন করা রক্তকমলকে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি, আমাকে তুমি বিশ্বাস ক'রো। কিন্তু ইহাকে পৃথিবীর সামনে দিনের নগ্ন আলোকে নিয়া আসিতে ভয় করে, লোকে ভুল বুঝিবে যে! আমি তোমার অর্ঘ্যকে যে মর্য্যাদা দেই

সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা ত সে মর্য্যাদা দিবে না!

আজ তোমার কি হইয়াছিল জানি না। বাতাসের গন্ধে, সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে ক্ষণকালের জন্য তোমার মধ্যকার সংযত ব্যাহত মানুষটি অধীর হইয়া উঠিয়াছিল প্রকাশের জন্য।....তুমি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছ, তুমি মিনতি করিয়া বলিয়াছ, আমাকে ভালবাসিতে তুমি অনুমতি চাও।....আমি অনুমতি না দিয়া ত পারি না!

কিন্তু আমি যেমন তোমার অনুরোধ রাখিলাম, তুমিও আমার একটা অনুরোধ রাখিও। তুমি আমাকে ভালবাসিও, কিন্তু আমাকে তুমি বলিও না, ভালবাস।....যদি তুমি কখনও এই দ্বিতীয় অনুরোধ করিয়া বস, আমি দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া যাইব। এখনই আমি অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না আমি তোমাকে যে অনুমতি দিলাম তাহা সঙ্গত হইল কিনা, কিন্তু ইহার উপর যদি তোমার আর এক অনুরোধ আমাকে জানাও, তবে আমি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িব।....হে ভগবান, আমাকে এই নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্যে তুমি ফেলিও না।

আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি তোমাকে গভীরভাবে স্নেহ করি! তোমার মন নিয়া আমি খেলা করিতেছি না—রক্তকমলকে নিয়া কি কেহ খেলা করিতে পারে? তোমার এই ভালবাসা যে অত্যন্ত অমূল্য, অত্যন্ত বিচিত্র, অত্যন্ত অনির্ব্বচনীয়, ইহাকে কি আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি?

যদিও আমি জানি তোমাকে একথা বলা বৃথা, তবু শেষবারটির মত আরেকটি কথা বলিতেছি। আমি তোমার এত গভীর ভালবাসার যোগ্য নই। আমাকে তুমি যাহা দিতে চাহিতেছ, তাহা কি তুমি তুলিয়া নিয়া যোগ্যতরা কাহাকেও দিতে পার না? তোমার জীবনে ইসাবেলের আবির্ভাব

হইয়াছিল, সে তোমাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়াছে। আমি আজ তোমার জীবনপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আমি তোমাকে আঘাত দিব না। তবে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে, কম্পমান বক্ষে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার এই পুষ্পোপহার আর কাহারও গলায় পরাইয়া দেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ?

আমাকে ভুল বুঝিও না। তোমার ভালবাসার প্রতিদান যে আমি দিতে পারিতেছি না ইহা আমার পরম দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি।....তবে তোমাকে আবার ভরসা দিতেছি, আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় অতি সযত্নে, অতি আদরে, আমি তোমার পূজার ফুল তুলিয়া রাখিলাম। যখনই তুমি এই দান ফিরাইয়া নিতে চাও আমাকে বলিও, তুমি দেখিতে পাইবে তোমার ফুলে এতটুকু ধূলা লাগে নাই, স্নেহরসের অভাবে ফুল এতটুকু ম্লান হইয়া যায় নাই। পূর্ণ সৌরভে অমলিন নির্ম্মলতায় পরিব্যাপ্ত তোমার অর্ঘ্য তোমারই জন্য তুলিয়া রাখিলাম।

*

*   *

পরের দিন অমল যথাসময়ে চেম্বারে চলিয়া গেল, কিন্তু সাধন বাহিরে গেল না।

ঠাট্টা করিয়া অমল বলিল, একদিন খোলা হাওয়া খেয়েই সাধনের সর্দ্দি লেগেছে, এর জের সামলাতে এক হপ্তা লাগবে।

প্রতিমা অনুযোগ করিয়া বলিল, তুমি ভয়ানক নিষ্ঠুরের মত কথা বলছ, কিন্তু।....একা একা চেম্বারে ব'সে থাকতে কার ভাল লাগে ? তার চেয়ে বাড়ীতে শুয়ে থাকতে সাধনদার অনেক ভাল লাগবে।

একটু খোঁচা দিয়া অমল বলিল, তা' লাগবে, বিশেষ ক'রে প্রতিমাদি যখন কাছে থাকবেন।

একটা পান মুখে তুলিয়া অমল চলিয়া গেল।

ঘরের কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রতিমা আসিয়া দেখিল, সাধন চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া আছে।

—আপনার শরীরটা কি ভাল নেই, সাধনদা' ?....প্রতিমা প্রশ্ন করিল। সাধন কোন কথা বলিল না।

প্রতিমা সাধনের বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। দেখিল, সাধনের দুই চোখ গড়াইয়া জল পড়িতেছে।

আঁচলের খুঁট দিয়া সস্নেহে সাধনের চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে প্রতিমা বলিল, ছেলেমানুষের মত কাঁদতে নেই, সাধনদা'।

সাধন কোন কথা বলিল না, প্রতিমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আরও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রতিমা নীরবে সাধনের মাথায়, গালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সাধন একটু শান্ত হইল। অশ্রুকলঙ্কিত রক্তবর্ণ চোখ দুইটি তুলিয়া প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বলিল, কালকের উচ্ছ্বাসের জন্য আমাকে ক্ষমা ক'রো প্রতিমা।

—ক্ষমা করবার কিছু নেই, সাধনদা'।....শান্তস্বরে প্রতিমা জবাব দিল।

—আমি কোন প্রতিদান চাইনা, প্রতিমা।....আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমাকে এখনও স্নেহ কর।....আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না ?

—ছিঃ, সাধনদা', আপনি এতটা চঞ্চল হ'য়ে উঠবেন না। আমি

আপনাকে তাড়িয়ে দেব কেন? যা' আপনি অনুভব করেন তা' আমাকে খুলে বলেছেন বলে? এতটা সঙ্কীর্ণমনা আমি নই!

—কিন্তু তোমার স্বামী, অমলদা', শুনলে কি বলবেন?

প্রতিমা একটু ভাবিল। তাহার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞস্বরে বলিল, তিনি জানবেন না।

বিহ্বলের মত সাধন প্রতিমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রতিমা বলিল, কতকগুলো জিনিষ আছে যা' খুলে বলা যায় না, যা' রহস্যাবৃত থাকাই ভাল।....আপনি আমাকে ভালবেসেছেন এ কথাটা আমার স্বামীকে ব'লে লাভ হ'বে না কিছুই, মাঝখান থেকে তিনি অযথা অশান্তির সৃষ্টি করবেন! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাঁর বিশ্বাসের অমর্য্যাদা না করছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বিবেকের কাছে আমার উত্তর খোলা রয়েছে।

অমল সেদিন বেশ সকাল সকালেই চেম্বার হইতে বাড়ীতে ফিরিল। বলিল, আজ সীনেমায় চলো, প্রতিমা।

প্রতিমা চিন্তিতস্বরে বলিল, যেতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না, কিন্তু সাধনদা'র শরীরটা বড্ড খারাপ, ওঁকে একা বাড়ীতে রেখে যাওয়াটা কি উচিত হবে?

—সাধনের আবার কি হ'ল?....বলিতে বলিতে অমল সাধনের ঘরে ঢুকিল।

সাধন অমলের দিকে তাকাইয়া বলিল, আজ আমার জ্বরের পালা, অমলদা'....

অমল সাধনের ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, একটু সর্দ্দিজ্বরের মত হয়েছে বোধ হয়, একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট খেলেই সেরে যাবে!

তাহার পর বলিল, ভেবেছিলাম আজ সীনেমায় যাব। দেখছি আজকের দিনটাও নষ্ট হ'ল।

ব্যস্ত হইয়া সাধন বলিল, আমার জন্য তোমরা বসে থেকো না, অমলদা'। আমার এই সামান্য অসুস্থতা, কালকেই সেরে যাবে!

—কিন্তু প্রতিমা তোমাকে একা ফেলে যেতে চাচ্ছে না।

—সে কি? না, এ কিছুতেই হবে না।....আমি প্রতিমাকে ডেকে বলছি।

উভয়ের কথাবার্তা শুনিয়া প্রতিমাও ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। সাধনের কথার উত্তরে বলিল, কি করা উচিত অনুচিত তা' আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি, সাধনদা'।....আমি যাব না, ওঁকে বলে দিয়েছি, আপনি এখন শান্ত হ'য়ে ঘুমোন দেখি।

—না, না, এ আমার মোটেই ভাল লাগছে না।....অমলদা', তুমি জোর ক'রে প্রতিমাকে নিয়ে যাও।....বেশ একটু উচ্চ স্বরেই সাধন বলিল।

পাংশুমুখে অমল বলিল, এ সব ক্ষেত্রে জোর চলে না, সাধন।.... বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাধন প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বলিল, তুমি সত্যি যাবে না, প্রতিমা? তুমি গেলে কিন্তু আমি খুসী হ'তাম বেশী।

—আমি এক কথা দু'বার বলি না।....প্রতিমা জবাব দিল।

সাধন মুখে বলিল বটে প্রতিমা অমলের সঙ্গে সীনেমায় গেলে সে খুসী হইত, কিন্তু প্রতিমার এই দৃঢ় না-যাওয়াটাই যেন তাহাকে আনন্দ দিল।

সাধনের ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রতিমা দেখিল, অমল গুম্ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

প্রতিমা বলিল, ওগো, তুমি ছেলেমানুষী ক'রো না।....তোমার বন্ধুকে অসুস্থ শরীরে একা বাড়ীতে ফেলে আমাদের বাইরে স্ফুর্ত্তি করতে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়?

অমল তিক্তস্বরে বলিল, কিন্তু বন্ধুর প্রতি আমার স্ত্রীর এই অহেতুক করুণাও আমার পক্ষে খুব আনন্দদায়ক নয়, প্রতিমা।

—ছিঃ, ওরকম কথা ব'লো না, সাধনদা শুনতে পাবেন।....প্রতিমা অমলকে সতর্ক করিল।

—শুনুক। ও শোনে এই আমি চাই।....আমি আজ তোমার কোন কথা মানব না। সাধনকে আমি বলবই যে আমার বাড়ীতে ব'সে আমার স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমনিবেদন আমি সহ্য করব না।

—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চেঁচামেচি ক'রো না।....অসুস্থ লোকটিকে তুমি আরও অসুস্থ ক'রে তুলো না।....আমি সীনেমায় গেলে যদি তুমি খুসী হও আমি এখখুনি চলে আসছি, কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি একটু শান্তভাবে কথা ব'লো।

একটু নরম হইয়া অমল বলিল, আমাকে ক্ষমা কর, প্রতিমা, আমার স্থৈর্য্য আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম !....না, দরকার নেই আজ বাইরে গিয়ে। সাধন ভাল হয়ে উঠুক, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে যাব।

প্রতিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

অমল বলিল বটে সে খানিকক্ষণের জন্য তাহার মনের যে স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মন শান্ত হইল না। অথচ ঘটনার বেড়াজালে সে এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল যে তাহা হইতে সহজে মুক্তি পাওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সাধনকে সে বহুদিন হইতে জানে, স্নেহ করে। বিলাতে ইসাবেলের সঙ্গে তাহার ভালবাসার ট্রাজেডিও তাহার অজ্ঞাত নহে। তাহাছাড়া সে আরও জানে যে নানাপ্রকার আঘাত এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সাধন তাহার সারাটা জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে। এই সাধনের প্রতি সে নিষ্ঠুর হয় কেমন করিয়া ? সাধন প্রতিমাকে দিদির মত স্নেহ

করে, হয়ত এই স্নেহের মধ্যে খানিকটা ভালবাসাও মেশানো আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধন তাহার মনের গোপন কথা চাপিয়া রাখিতেছে ততক্ষণ অমল ত কোন অভিযোগ করিতে পারে না।....ভালবাসা ত অপরাধ নয়।....তাহাছাড়া অমল জানে সাধন অমলদা' বলিতে অজ্ঞান। সাধন কখনই এমন কিছু করিয়া বসিবে না যাহাতে তাহার অমলদার ক্ষতি হয়।

তারপর প্রতিমার কথা। সত্যই ত অমল অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছিল! প্রতিমার স্নেহপ্রবণতার কথা সে ত জানে। তাহার বন্ধু প্রতাপকে সে কি কম স্নেহ করিত? আর প্রতাপও বৌদি' বলিতে অজ্ঞান হইত। প্রতাপ এবং প্রতিমার নির্ম্মল স্নেহের সম্বন্ধ ত এতটুকু কলুষিত হয় নাই!

না—প্রতিমাকে সাধারণ মেয়ের মাপকাঠিতে বিচার করা চলে না। সে সত্যই অসাধারণ।....একদিন সে নিজেই না প্রতিমাকে বলিয়াছিল যে তাহার মধ্যে সে দেখিতে পাইয়াছে অসামান্যা একটি নারীর বিকাশ, যে নারী সংসারের ক্ষুদ্রতার পরিধিতে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না, যে চায় বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে নিজেকে বিলাইয়া দিতে।....তাহার প্রতিমার এই অসামান্যতাকে সে ছোট করিয়া দেখিবে? ছিঃ!

প্রতিমা যে তাহাকে ভালবাসে তাহার পরিচয় ত সে কম পায় নাই। আর সেও যে প্রতিমাকে ভালবাবে, অত্যন্ত বেশী ভালবাসে, তাহা প্রতিমা জানে। তাহাদের দুইজনের এই ভালবাসা তাহাদিগকে ঠিক পথে নিয়া যাইতে পারিবে, কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

সংশয় এবং দ্বন্দ্বের দোলা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অমল শুইতে গেল।

ভোরবেলায় উঠিয়াই অমল চলিয়া গেল তাহার এক সতীর্থের বাড়ীতে। প্রতিমা চা নিয়া সাধনের ঘরে ঢুকিল।

—কাল রাত্রে আপনার ভাল ঘুম হয়েছিল ত, সাধনদা'?

—হয়েছিল।....সংক্ষেপে সাধন জবাব দিল।

—তা'হলে উঠুন, চা'টা খেয়ে ফেলুন দেখি।....প্রতিমা সাধনের পিঠের দিকে আর একটা বালিশ আনিয়া দিল।

সাধন নীরবে চা' পান করিল।

—আজ আপনার জ্বর নেই ত?

—না, সেরে গেছে।

—সত্যি, অদ্ভুত আপনাদের এই জ্বর! একদিন এমন শুকনো মুখ ক'রে শুয়ে থাকেন মনে হয় বিশ্বের সমস্ত ঝড় আপনাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। আবার পরের দিনই একেবারে চাঙা হ'য়ে ওঠেন।....সেদিন ওঁরও এই অবস্থা দেখলাম, আজ আপনারও দেখছি।

সাধন কোন কথা বলিল না।

প্রতিমা বলিয়া চলিল, দেখুন ত আমাকে? এই একমাস ধরে আমাকে দেখছেন, একবারটি কি কখনও দেখেছেন আমার সামান্য একটু অসুস্থতা?....আমরা মেয়েমানুষ কিনা, জ্বর আমাদের দেখে ভয়ে পালায়।...সে যাক্, আজ আপনার প্রোগ্রাম কি? বাড়ীতেই থাকবেন, না চেম্বারে গিয়ে পড়াশুনো করবেন?

—অমলদা' কোথায়?

—উনি গেছেন ওঁর এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে। একটু বাদেই ফিরবেন।

প্রতিমার প্রশ্নের উত্তরে সাধন বলিল, ভেবে দেখি কি করব। খুবসম্ভব বাড়ীতেই থাকব, শরীরটা এখনও দুর্ব্বল মনে হচ্ছে।

—লক্ষ্মী সাধনদা।....বলিয়া প্রতিমা উঠিয়া গেল।

একটু বাদেই ঘুরিয়া প্রতিমা আবার আসিল। বলিল, আজ আমার কাজকর্ম্ম একেবারেই নেই, তাই ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াতে ইচ্ছা করছে।

—কেন, রান্না-বান্না ?

—হরিই সব ব্যবস্থা করবে। আর রান্না ত অতি সামান্যই। আপনার জন্য আজও দুধ-বার্লি, ওঁর জন্য মাগুর মাছের ঝোল, আর আমার জন্য একটু ডিমের তরকারী।

—আমাকে আজও দুধ-বার্লি খেতে হবে ?....অসহায়ের মত সাধন বলিল।

—নিশ্চয়ই, সাধনদা'। কাল রীতিমত জ্বর ছিল, আর আজ জ্বর নেই বলেই বুঝি ভেবেছেন যা-খুসী-তাই খেতে পারেন ?....সে হচ্ছে না।

—দিও, তুমি যা দিতে চাও তাই দিও। আমার ত নির্দ্দেশ করবার অধিকার নেই।....যেন একটু অর্থপূর্ণস্বরে সাধন বলিল।

—নেই ইত !....হাসিয়া প্রতিমা বলিল।

একটু থামিয়া সাধন বলিল, প্রতিমা, আমি ভাবছি আমি এখান থেকে এখন চলে যাই।....একমাস হ'য়ে এল, আমার পোষ্টিং-এর কোন খবরও পেলাম না, কতদিন আর এইভাবে অলস হ'য়ে দিন কাটানো যায় ?

—কোথায় যাবেন ?

—কেন, কোন একটা হোটেলে।

—সেখানে আপনার সময় কি কম অলসতায় কাটবে, সাধনদা' ?

অপ্রস্তুত হইয়া সাধন বলিল, না, তা' নয়।....তবে আমি যেন এখানে একটু অস্বস্তিবোধ করছি।....যেন মনে হচ্ছে, আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত হবে।

—আচ্ছা, সাধনদা', আপনাকে আর ওঁকে নিয়ে ত আমি মহা মুস্কিলে

পড়লাম ! একবার উনি বলেন, এই করব, কাকুতি-মিনতি ক'রে আমার ওঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হয়, আবার আপনি বলেন, ওই করব, গলায় কাপড় দিয়ে আমাকে বলতে হয়, দোহাই, করবেন না !... আপনাদের কি এতটুকু মায়াদয়া নেই ?

হাসিয়া সাধন বলিল, তাহ'লে তুমি আমাকে থেকে যেতে বলছ ?

—নিশ্চয়ই, একশ'বার বলছি।....জোরগলায় প্রতিমা বলিল।

যথাসময়ে অমল চেম্বারে চলিয়া গেল।

বেলা তখন তিনটা। বাড়ী নিস্তব্ধ। চাকর হরি খাওয়া-দাওয়া করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ঘরে বসিয়া প্রতিমা জামা সেলাই করিতেছে আর মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। সাধন তাহার নিজের ঘরে শুইয়া শুইয়া পুরানো মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছে। তাহার মেজাজও বেশ খুসী।

হঠাৎ ডাকপিয়ন কড়া নাড়িয়া ডাকিল, তার হ্যায়, বাবু !

তার ? কিসের তার ?....প্রতিমা এবং সাধন দুইজনেই তাহাদের পরস্পরের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

দরজা খুলিয়া সাধন টেলিগ্রামটি নিল। তাহারই নামে তার। খুলিয়া পড়িল। হেড অফিস হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে, তাহার পোষ্টিং হইয়াছে বোম্বাই-এ, অবিলম্বে তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে।

ঘরের মধ্যে সহসা যেন একটা বজ্রপাত হইল। সাধন প্রতিমার দিকে তাকাইল, দেখিল প্রতিমাও একভাবে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে।

টেলিগ্রামটা মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সাধন তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

একটু পরে অতি সন্তর্পণে প্রতিমা সাধনের ঘরে ঢুকিল। সাধন

প্রতিমার আগমন বোধ হয় বুঝিতে পারিল না, সে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

প্রতিমা সাধনের শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল।

এবার সাধন বুঝিতে পারিল প্রতিমা আসিয়াছে। সে প্রতিমার বাঁ হাতটা নিজের বুকের মধ্যে সজোরে চাপিয়া নিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গভীর স্নেহে তাহার খোলা ডান হাতটি দিয়া প্রতিমা সাধনের চুলে, চোখে, গালে আদর করিতে লাগিল। তাহার হাতের আঙুলগুলি বারবার সাধনের ঠোঁট স্পর্শ করিল, সাধন আঙুলগুলির উপর চুম্বন মুদ্রণ করিতে থাকিল, প্রতিমা কোন বাধা দিল না।

একটু পরে চোখ খুলিয়া প্রতিমার দিকে তাকাইয়া সাধন একটু ম্লান-হাসি হাসিল! বলিল, যাক্....এবার আর এক অধ্যায়ের শেষ!

প্রতিমা কোন কথা বলিল না।

সাধন বলিয়া চলিল, আমরা ভগবানের নামে অভিযোগ করি, কিন্তু কখনও ভেবে দেখি না, বিচিত্র তাঁর লীলা, অসীম তাঁর দয়া। এই যে আমি ভাবছিলাম কি ক'রে তোমাকে এবং অমলদা'কে মুক্তি দেব, মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, ভগবান কেমন অতি সহজে পথ তৈরী ক'রে দিলেন!

—আপনাকে কি দু'একদিনের মধ্যেই যেতে হবে?

—দু'একদিন মানে? কালই যেতে হবে।

—কালই?....আর্তস্বরে প্রতিমা বলিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, প্রতিমা, কালই। এসব কোম্পানীর চাকুরী, এ ত ডাক্তারি নয়, খুসিমত চলতে পারি না। আমি যদি কালই রওনা না হই তা'হলে

পরশুদিনই আরেক টেলিগ্রাম আসবে, তোমাকে কাজে আসতে হবে না, তোমার ছুটি!

—কেন আপনি দু'দিনের জন্য এসে আমাদের মায়া বাড়ালেন?.... প্রতিমা বলিল।

অনেকটা যেন আত্মগতভাবে সাধন বলিল, মায়া? একি শুধু মায়া?

পাশের ঘরে ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া বাজিয়া চলিল। দূরে ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যাইতে লাগিল।

সাধন বলিল, সত্যই আমি অভিশপ্ত, প্রতিমা, নইলে সুখের সন্ধান পেয়েও, সুখের এত কাছে এসেও আমাকে চলে যেতে হ'চ্ছে দূরে, অনেক দূরে যেখানে কোন আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই...আছে শুধু বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে বর্ত্তমান!....ভগবানকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, প্রতিমা, আমি কি অপরাধ করেছি যার জন্য আমাকে বারবার এমন শাস্তি পেতে হবে?

বলিতে বলিতে গভীর আবেগে সে প্রতিমাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া বলিল, প্রতিমা, তোমার সাথে আমার দেখা হবে না বোধ হয় আর কোনদিন, হয়ত এই শেষ, একবার তুমি আমাকে বলো, তুমি আমাকে এতটুকু অন্ততঃ ভালবাস!....তোমার ভালবাসার সৌরভ আমার সারা ভবিষ্যৎ জীবন ঘিরে থাকুক।

বেদনায় প্রতিমার বুকটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। আত্মগতভাবে স্বপ্নলোকের মধ্য হইতে সে বলিল, ভালবাসার স্বরূপ আমি আজও বুঝতে পারিনি' সাধনদা', তবে আমার মনে হয় তোমাকে যে স্নেহ করি সে ভালবাসারই ওপিঠ।....এই প্রথম প্রতিমা সাধনকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল।

—সত্যি, সত্যি প্রতিমা?....বলিতে বলিতে পাগলের মত সাধন প্রতিমার মুখে গালে চুম্বনবৃষ্টি করিতে লাগিল।

যথাসময়ে অমল আসিয়া শুনিল সাধনের বোম্বাই-এ পোষ্টিং-এর কথা! সংবাদটা শুনিয়া তাহার বুকের উপর হইতে একটা জগদ্দল পাথরের বোঝা যেন নামিয়া গেল।

সাধন বলিল তাহাকে পরের দিনই রওনা হইতে হইবে। অমল অনুরোধ করিল আরও দুই-একদিন যেন থাকিয়া যায়, কিন্তু সাধন কিছুতেই রাজী হইল না।

নীরবে গম্ভীরমুখে প্রতিমা সাধনের বাক্সপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে যেন অসহ্য একটা নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িয়াছিল। গুমোট হাওয়াটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে অমল মাঝে মাঝে সাধন, মাঝে মাঝে প্রতিমার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার প্রয়াস বিশেষ সফল হইল না।

সময়মত বোম্বাইগামী ট্রেনে সাধনকে তুলিয়া দিয়া অমল এবং প্রতিমা ফ্ল্যাটে ফিরিল।

ট্রেন ছাড়িবার সময় অমল বলিয়াছিল, গুড-বাই, সাধন।

সাধন তাহার উত্তরে বলিয়াছিল, গুড-বাই নয়, অমলদা'.... অ-রিভোয়া!

ফ্ল্যাটে আসিয়া অমল বলিল, এই মাসখানেক আমরা বেশ ছিলাম কিন্তু, প্রতিমা! সাধন ছেলেটি একটু রোম্যান্টিক ভাবাপন্ন হ'লেও অত্যন্ত সরল।....ওর অভাব আমরা ভয়ানকভাবে অনুভব করব।

*

* *

প্রতিমার ডায়েরী হইতে ঃ

পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। এই স্বচ্ছ নির্ম্মল আলোকে ব্রীড়াহীন, অকুণ্ঠিত আমি সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরিতে চাই। আমি বলিতে চাই তোমার ভালবাসায় আমি পূর্ণ, মহিমান্বিত।

তুমি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলে আমি তোমাকে একটু ভালবাসি কিনা। আমার উত্তর আমি দিয়াছি, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কিনা জানিনা। আমি তোমাকে ভালবাসি, একটু নয়, অনেকখানি নয়, আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি।

তুমি হয়ত ভাবিতেছ আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব। তুমি হয়ত মনে কর, এ ও আমার এক খেলা। তুমি জাননা, এ খেলা নয়। নিজের প্রাণ নিয়া কেহ খেলা খেলিতে পারে না।....হয়ত জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে না, হয়ত সংসারের নানা ঝড়ঝঞ্ঝায় আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিব, কিন্তু যে অনুভূতির প্রতিধ্বনি তুমি আমার মধ্যে সঞ্চার করিয়াছ তাহা কখনও মরিবে না।

আমি জানি তুমি বলিবে, ভালবাসারও জন্ম-মৃত্যু আছে, ভালবাসা অজর অমর নয়।....আমি পণ্ডিত নই, আমি দার্শনিক নই, আমি শুধু নারী। নারীর মন দিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি, তোমাকে ভুলিয়া যাইব এই চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।

জীবনের অনেক ক্লান্ত অবসন্ন মুহূর্ত্ত তোমার স্নেহের স্পর্শে মধুর হইয়া উঠিয়াছে, আমার সুদীর্ঘ একাকী জীবন তুমি কয়েকটা দিনের জন্যও

যে অপূর্ব্ব সুধারসে পূর্ণ করিয়া দিয়াছ, তাহা কি আমি ভুলিতে পারি? তোমাকে মনে হইলে ব্যথাময় অনুভূতিতে আমার সমস্ত বুক কাঁপিতে থাকে, তোমাকে ভুলিয়া যাইব এই সম্ভাবনাও আমি সহ্য করিতে পারি না।

আমার কথা, আমার আশ্বাসবাণী, তুমি শুনিতে পাইতেছ ত?

* * *

এ কি আমি করিতেছি? আমার গুণবান উদার স্বামীর প্রতি আমার কর্ত্তব্য আমি কেবলই ভুলিয়া যাইতেছি কেন?....তিনি যে আমাকে অত্যন্ত বেশি ভালবাসেন, তাঁহাকে ব্যথা দিতেছি কেন? আমার স্নেহ ভালবাসা কি প্রধানতঃ আমার স্বামীরই প্রাপ্য নয়?

এই সংসারে নেওয়া-দেওয়ার কথা ·েত আসে কেন? কেন একজন আরেকজনকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে পারে না? আমাকে একজন ভালবাসে বলিয়াই যে আমারও তাহাকে ভালবাসিতে হইবে এরকম একটা বাধ্যবাধকতা থাকিবে কেন?....আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন, বাসুন। আমি যদি তার প্রতিদান দিতে না পারি তবে পৃথিবী অভিযোগ করিবে কেন?

না, না, আমি ভুল বলিতেছি। আমার স্বামী ত আমার কাছে কোনই অভিযোগ করেন নাই। তিনি ত একবারটিও আমাকে বলেন নাই, তুমি আর কাহাকেও ভালবাসিও না, শুধু আমাকেই তুমি ভালবাস। তিনি অত্যন্ত মহৎ, অত্যন্ত উদার।

এই দুই ভালবাসার আবর্ত্তে পড়িয়া আমি হাবুডুবু খাইতেছি, ইহা হইতে মুক্তি কোথায়? হে ভগবান, তুমি আমাকে পথ বলিয়া দাও, তুমি জোর করিয়া বল, এই তোমার কর্ত্তব্য, ইহার বাহিরে তুমি যাইতে পারিবে না।

* * *

কাল তাহার চিঠি পাইয়াছি। সে লিখিয়াছে, বিগত দিনগুলির কথা যেন আমি ভুলিয়া যাই, আমার মন হইতে যেন নিঃশেষে মুছিয়া নেই। সে বলিয়াছে, আমার স্বামীর স্নেহই যেন আমাকে পূর্ণ করিয়া রাখে, আমি আমার গৃহের পরিমণ্ডলের বাহিরে যেন না তাকাই!

তাহাই হউক, অননুভূতপূর্ব্ব এক আকুল আহ্বানে আমার মনে যে সাড়া জাগিয়াছে তাহা লুপ্ত স্তব্ধ হইয়া থাক। একাগ্রমনে আমার স্বামীর প্রতি আমি অবহিত হই, তাঁহার মধ্যেই আমি আমার স্বপ্নের মানুষকে দেখিতে শিখি।

* * *

কই, কত চেষ্টা করিতেছি, তবু ত সফল হইতে পারিতেছি না। ভগবানের কাছে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছি, কিন্তু পথ ত আরও জটিল, আরও বন্ধুর হইয়া উঠিতেছে।

জোর করিয়া কি কাহাকেও ভোলা যায়? না জোর করিয়া কাহাকেও ভালবাসা যায়? আমার মন যে আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ঘন আবিরের রং ফিকা হইয়া আসে, প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু মনে যে আবিরের ছোপ লাগে তাহার রক্তিমা ত ঘোচে না!....হে স্বামী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

আমাদের সেই স্বপ্নশিশুটি যদি আজ মূর্ত্ত হইয়া আমাদের সম্মুখে থাকিত! তাহা হইলে হয়ত সন্দেহদোলায় আজ আমি এত ক্ষতবিক্ষত হইতাম না। আমার জীবনের পথ কত সহজ, কত সরল হইয়া আসিত!

জানিনা আমার স্বামী কি ভাবেন। স্বভাবতঃই তিনি মৌন, গম্ভীর। তিনি কি আমার মনের কথা বুঝিতে পারেন? যদি পারেন তবে তিনি মুখ ফুটিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন? আর যদি না পারেন, তবে আমি কি বলিতে পারি না, আমাকে তিনি যথার্থ-

ভাবে ভালবাসিতে শেখেন নাই? যে ভালবাসা এতখানি অন্তর্মুখী, যে ভালবাসা ভালবাসার বস্তুকে বুঝিতে পারে না, তাহার দাম কতটুকু?.... আমার স্বামী আমাকে কোনদিনই বুঝিতে পারিলেন না, ইহাই আমার পরম দুঃখ।

আমাদের সেই স্বপ্নশিশুটির কথা আবার মনে হইতেছে। এখনও যদি আমার একটি সন্তান হইত তবে বোধ হয় এই দ্বিধা, এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে মুক্তি মিলিত।....আমার শিরা উপশিরার রক্তে মানুষ আমার এবং স্বামীর মিলনের প্রতিচ্ছবি একটি শিশুকে বুকে নিয়া বোধ হয় শান্তি পাইতাম।....হে ভগবান, আমাকে তুমি দয়া কর, আমার কোলে আবার একটি সন্তান তুমি দাও। তোমার বহুমূল্য দান আমি নির্বুদ্ধিতায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, আর ভুল করিব না। আমার প্রতি আর একটিবার তুমি সদয় হও।

* * *

তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরী ত আমি করি নাই, কিন্তু তুমি আমার কাছে আর লিখিতেছ না কেন? আমার উপর কি তুমি রাগ করিয়াছ? না বুঝিয়া তোমার ব্যথাতুর মনে কি আমি আঘাত দিয়াছি? আমি কি লিখিয়াছিলাম এখন আমার মনে পড়িতেছে না, কিন্তু আমার মিনতি, তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না।

আজ দুই দিন ধরিয়া কেবল তোমারই কথা ভাবিতেছি।....আমার এই ডায়েরী লেখা, এ-ত শুধু জড় প্রাণহীন কালির আঁচড় নয়। আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়া এ তোমার সঙ্গে কথা বলা। আমার কথা তুমি শুনিতে পাও কি? আমার ভাষার আহ্বান তোমার কানে পৌঁছায় কি?

আচ্ছা বলত, তোমার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম দেখা হয় সেদিন

কি তিথি ছিল? তোমার মনে পড়িতেছে না?....ছিঃ, তুমি বড় আপন-ভোলা। আমার কিন্তু বেশ মনে আছে সেই দিনটির কথা। সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্দ্দশী। আকাশে বাতাসে সেদিন জ্যোৎস্নার বাণ ডাকিয়াছিল, দূরে গাছে পাপিয়া করুণসুরে প্রশ্ন করিয়াছিল, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা?....আমি তখন পাপিয়ার এই ডাকের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি, তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই পাপিয়া আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল।

আর একটা দিনের কথা তোমার মনে আছে কি? সেই যেদিন আমি আমাকে তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিলাম। তোমার পোষ্টিং-এর খবর পাইয়া ম্লানমুখে তুমি তোমার ঘরে চলিয়া গেলে, চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিলে। আমি সন্তর্পণে, অতি সন্তর্পণে তোমার ঘরে ঢুকিলাম, তোমার ধ্যানে বাধা দিতে আমার দ্বিধা হইতেছিল। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া রহিলাম তোমার জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল, চাঁদের মত কোমল মুখখানার দিকে। তারপর তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে যখন বুকের বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিল, তোমার শিয়রে গিয়া বসিলাম, তুমি আমাকে তোমার বুকে তুলিয়া নিলে। তোমার সেই স্পর্শ আজও আমার অঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে, মনে হইলে এখনও আমার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া ওঠে।

* * *

জানো, কাল আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি! তুমিও কি কাল আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে?

আমি কি দেখিয়াছি জানো? দেখিয়াছি, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। তুমি দূর হইতে আমাকে ডাকিতেছ, প্রতিমা, প্রতিমা! আমি ছুটিয়া তোমার কাছে চলিয়া যাইতে চাহিতেছি, কিন্তু আমার এক পায়ে শৃঙ্খল, যত তাড়াতাড়ি তোমার কাছে ছুটিয়া আসিতে চাই, কিছুতেই

পারিতেছি না।....তারপর যেন তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিলাম, তোমার কপালের কালো চুলগুলি যেন আমার হাতে আসিয়া ঠেকিল, তুমি আমাকে বুকে তুলিয়া নিলে, আমার পায়ের শৃঙ্খল অতি আদরে, অতি যত্নে খুলিয়া দিলে।

আমার ডাক তুমি শুনিতে পাও কি? এই নিঃশব্দ সন্ধ্যায়, বাদলের ঘনিমায় আমার ঘরটিতে বসিয়া আমি শুধু তোমাকেই ডাকিতেছি, তুমি সাড়া দাও, আমার সঙ্গে কথা বলো।....আমি কত কথা তোমাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম, কিছুই বলা হইল না। আমার স্নেহউপচারে তোমাকে অভিষিক্ত করিতে পারিলাম না। আমার এই ব্যর্থতার বোঝা আমি কতদিন বহিব? কেমন করিয়া বহিব?

আচ্ছা, যদি শুনি তুমি আর কাহারও প্রেমে পড়িয়াছ, যদি শুনি তুমি আমার ধরা ছোঁয়ার বাহিরে চলিয়া গিয়াছ, তবু কি আমি তোমাকে এমন করিয়া ভালবাসিব?....আমার মনে হয়, পারিব।....তুমি ইসাবেলকে ভালবাসিয়াছিলে, কিন্তু ইসাবেল-এর কথা মনে করিয়া আমার স্নেহ ত এতটুকু সঙ্কুচিত হইয়া আসে নাই!

* * *

তোমার সঙ্গে কথা বলিয়া আমার আশা মেটে না কেন বলিতে পার? সেই একটি চিঠির পর তুমি ত আমাকে একছত্রও লেখ নাই; স্বামীর কাছে তোমার হাতে লেখা চিঠি দেখিয়াছি, আমার কথা উল্লেখও কর নাই, কেবল লিখিয়াছ তোমার নূতন চাকরীর কথা, বোম্বাই সহরের কথা, আরও অসংখ্য মূল্যহীন আলাপ। তবু তোমার লেখা চিঠি আমার হাতে পড়িলে হাত কাঁপিতে থাকে, মনে হয় তুমি অদৃশ্যকালীতে আমার কাছে লিখিয়াছ, সেই লেখা পড়িবার সঙ্কেত আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া

নিতে হইবে।....কি সে সঙ্কেত আমাকে একবারটি বলিয়া দিতে পারো না ?

তোমাকে যদি আরও কয়েকটা দিন কাছে পাইতাম তবে বোধ হয় আমার আশা মিটিত। আমার অসম্পূর্ণ কথাগুলি তোমাকে বলিয়া আমার মনের ভার লাঘব করিতে পারিতাম।....সেই সুযোগ কি আমি পাইব না ? তুমি কি সত্যই আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিবে না ?

তোমার উপর বেশীক্ষণ অভিমান করিয়া আমি থাকিতে পারি না। যখনই ভাবি তোমার দুঃখাহত জীবনের পরিচ্ছেদগুলির কথা, তখনই আমি মনের অন্তঃপুরে শুনিতে পাই তোমার কাতর আহ্বান, আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে এতটুকু স্নেহ লাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব তোমার নির্ম্মল মুখখানা। তাহার সম্মুখে আমার সব অভিমান ভাসিয়া যায় !

* * *

জানো আমি আবার তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম. এবার স্বপ্নটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

দেখিয়াছিলাম, তুমি যেন সেই তুমি নও। তোমার যে মোহনমূর্ত্তি আমাকে তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে তাহা যেন পলকের জন্য খসিয়া পড়িল, আমি তোমার মুখের উপর দেখিতে পাইলাম রুদ্রতার একটা ছায়া, স্বার্থপরতার একটা আভা।... আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম।.... তুমি বললে, প্রতিমা, তুমি আমাকে, আমার মধ্যকার নগ্ন মানুষটাকে ভালবাসিতে প্রস্তুত আছ কি ?....আমি কি জবাব দিলাম মনে নাই, তবে এটুকু মনে আছে আমি তোমার প্রসারিত বাহুর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

জানিনা, তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছ, তবে আজ অত্যন্ত

শান্তভাবে তোমাকে এই কথাটি বলিয়া রাখিতেছি, ভালবাসা ভালবাসার জনের ভালমন্দ বিচার করেনা। তোমার মধ্যে দুর্ব্বলতা, বিচ্যুতি যাহাই থাকুক না কেন, আমার মনের গোপনতম অন্তঃপুরে তুমি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে তোমার মোহনমূর্ত্তিতে। সেখানে তোমার প্রবেশ-নিষেধ কখনও থাকিবে না, কারণ আমি জানি সেখানে থাকিব কেবল তুমি আর আমি। বাহিরের কোন গ্লানি, কোন মলিনতা সেখানে পৌঁছাইতে পারিবে না।

*

* *

সাধনের বোম্বাই চলিয়া যাইবার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। অমল আবার তাহার চেম্বার এবং রিসার্চ্চের কাজে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিমা ইতিপূর্ব্বে মাঝে মাঝে অনুযোগ করিত, কিন্তু এই দুই মাস সে কিছুই বলে নাই।

বলিবেই বা কেন? ইতিপূর্ব্বে প্রতিমা অনুযোগ দিত, কারণ তখন সে ছিল ক্ষুধিত, অতৃপ্ত। কিন্তু এখন সেদিকে তাহার এতটুকু নজর দিবার সময় ছিল না। সাধনের চিন্তায় তাহার অবকাশমুহূর্ত্তগুলি পূর্ণ হইয়া থাকিত।

কর্ম্মব্যস্ত অমল প্রতিমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই। সাধন চলিয়া গিয়াছে, অমল বরং বেশ সুস্থই বোধ করিতেছিল। সে একবারও ভাবিতে পারে নাই চোখের দৃষ্টির অন্তরালে যাইয়া সাধন প্রতিমার কাছে আরও মোহন, আরও অভিনব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতিমা তাহার দৈনন্দিন কাজ, স্বামীর পরিচর্য্যা, সংসার দেখাশুনা কোনবিষয়েই উদাসীন হয় নাই এতটুকু। কেবল দিনের মধ্যে সাত-আট ঘণ্টা অমল যখন বাহিরে থাকিত তখন প্রতিমা তাহার একচ্ছত্র রাজত্ব খুলিয়া বসিত, স্বপ্নে বিভোর হইয়া ডুবিয়া থাকিত।

বৎসর ঘুরিয়া আসিল। আগের বৎসরের প্রতিশ্রুতি অমল ভোলে নাই। প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এবার বড়দিনের সময় প্রতাপের কাছে সিরোহিতে যাবে, প্রতিমা ?

প্রতিমার এখন কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে শুধু আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতে চাহিতেছিল কলিকাতার এই ফ্ল্যাটটায়, যেখানে সাধন আসিয়াছিল, যেখানে সাধন হয়ত আবার আসিবে।

বলিল, না।

অমল বিস্মিত হইল। বলিল, কিন্তু গতবার তুমি না যেতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলে যে! তখন আমি বললাম পরের বার তোমাকে নিয়ে যাব।

—গতবার যেতে ইচ্ছা ছিল. এবার ইচ্ছা হচ্ছে না।....সংক্ষেপে প্রতিমা জবাব দিল।

অমল ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, তোমাকে একটু বৈচিত্র্য দিতে চেয়েছিলাম, প্রতিমা। তুমি যদি না চাও, তাহ'লে আর কি করা যায় ?

—কোন বৈচিত্র্যের আমার প্রয়োজন নেই।....প্রতিমা বলিল।

অমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।. তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, তোমার মনটা যেন ভাল নেই, প্রতিমা। তুমি কি আমার কোন ব্যবহারে ব্যথা পেয়েছ ? আমি কি অনবধানতায় তোমার প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ করেছি ?

—না, না।....আর্ত্তকণ্ঠে প্রতিমা জবাব দিল।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অমল হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া প্রতিমার বোধ হয় একটু দয়া হইল। স্বামীর হাতখানি নিজের দুটি হাতের মধ্যে নিয়া বলিল, আমার মনটা আজ সত্যি ভাল নেই গো, তুমি কিছু মনে ক'রো না। আমাকে একটু চুপ ক'রে থাকতে দাও, আপনি ভাল হয়ে যাবে।

অমল তেমনই অসহায় ভাবে তাকাইয়া রহিল।

রাত্রিবেলা শুইতে আসিয়া প্রতিমা অমলকে ডাকিল, ওগো....

অমল বোধ হয় প্রতিমার এই আহ্বানের অপেক্ষাই করিতেছিল। প্রতিমার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, কি-গো, রাণী?

—দাদামশায়কে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে গো। অনেক দিন কোন খবর পাইনি', বুড়ো মানুষ, একা গ্রামে পড়ে আছেন, আজকাল আর আমাদের কাছে নিয়মমত চিঠিও লেখেন না!

এতক্ষণে অমল বুঝিতে পারিল প্রতিমা কেন এমন মনমরা হইয়া ছিল।....হায় মূর্খ অমল!

প্রতিমাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমারই দোষ অনেকখানি প্রতিমা। আগে ত আমিই নিয়মমত লিখতাম, আর উনি তার জবাব দিতেন। তারপর সাধন যে একটা মাস আমাদের এখানে ছিল আমার এই নিয়মানুবর্ত্তিতা গোলমাল হয়ে গেল। সাধন চলে যাবার পরও আমি কোন না কোন কাজের ভীড়ে তাঁর কাছে লিখতে ভুলে গেছি।

সাধনের নাম উল্লেখ করিতেই প্রতিমা কঠিন হইয়া উঠিল। আলিঙ্গনের মধ্যেও অমল তাহা অনুভব করিল।

প্রশ্ন করিল, ওকি, তুমি চমকে উঠ্‌লে যেন, প্রতিমা ?

—না, দাদামশায়ের কথা ভেবে মনটায় যেন কেমন একটা মোচড় খেলাম।....দাদামশায় আমাকে ভয়ানক স্নেহ করেন কিন্তু।

—আমাকেও করেন।....হাসিয়া অমল বলিল।

তাহার পর প্রতিমাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া অমল বলিল, তাহ'লে এক কাজ করি, প্রতিমা, চলো আমরা দু'জনেই তোমার দাদামশায়ের কাছে অনন্তপুরে যাই।....তিনি খুব খুসী হবেন, আর তোমারও ভাল লাগবে।

ঘাড় নাড়িয়া প্রতিমা সম্মতি জানাইল।

অনন্তপুরে আসা স্থির করিয়া তাহারা উভয়েই বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিল, কারণ তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল রামলোচনবাবু মৃত্যুশয্যায়।

ক্ষীণ মলিন হাসি হাসিয়া রামলোচনবাবু বলিলেন, তোরা এসেছিস ? ....আমি ভাবছিলাম তোদের বুঝি আর দেখে যেতে পারলাম না !

—দাদু, দাদু, তুমি একবারটি আমাদের খবর দিলে না কেন তোমার এমন শক্ত অসুখ !....কাঁদিয়া প্রতিমা বলিল।

—আরে নাতনী, এ কি আমার নতুন অসুখ ? এ যে বার্দ্ধক্যের রোগ, জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তার শঙ্খধ্বনি। তোদের খবর দিলেই কি তোরা আমাকে ধরে রাখতে পারতিস্ !

—কিন্তু আমরা আপনার উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা ত করতে পারতাম।....অমল বলিল।

—সেবাশুশ্রূষা করবার কিছু নেই ভাই, অমল। আমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। তিলে তিলে জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে, কোন সেবাশুশ্রূষায়ই এর গতি তোমরা রোধ করতে পারতে না।....যাই হোক,

ভগবান অত্যন্ত দয়াময়, তাই এমন অসম্ভাবিতরূপে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে গেল। এবার পরমসুখে মরতে পারব।

অমল বাহিরে চলিয়া গেল ডাক্তার ডাকিতে। প্রতিমা তাহার মুমূর্ষু দাদামহাশয়ের বিছানার পাশে বসিয়া পাথার বাতাস করিতে লাগিল।

প্রতিমার দিকে তাকাইয়া রামলোচনবাবু প্রশ্ন করিলেন, অমলের সঙ্গে এখন তোর ভাব হয়েছে ত, বুড়ি?

মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এত বড় মিথ্যা কথাটা প্রতিমা বলিতে চাহে নাই, কিন্তু তাহার সম্মতিসূচক উত্তরের প্রতীক্ষায় উজ্জ্বল বৃদ্ধের চোখ দুইটির দিকে তাকাইয়া প্রতিমা কিছুতেই সত্য কথা বলিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, আমি অত্যন্ত সুখী, দাদামশায়।

আনন্দের একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া রামলোচনবাবু বলিলেন, আমার মস্ত বড় একটা ভাবনা গেল।....আমি অবশ্যি মনে মনে চির-কালই জানতাম, অমলের মত স্বামীর কাছে একদিন না একদিন তুই ধরা দিবিই।....তবু তোর মুখ থেকে কথাটা শোনবার ইচ্ছা ছিল। ভগবান আমার এই শেষ আকাঙ্ক্ষাটাও পূর্ণ করলেন।

প্রতিমা বলিল, দাদু, তুমি ভয়ানক কথা বল্‌ছ আর হাঁপিয়ে উঠছ। এবার চুপটি ক'রে শুয়ে থাক দেখি।

রামলোচনবাবু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। শান্ত বালকের মত চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিলেন এবং অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বৈকালের দিকে পাশের গ্রাম হইতে ডাক্তার নিয়া অমল ফিরিল। অবশ্য অমল নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিল রামলোচনবাবুর জীবনদীপ

নিভিয়া আসিয়াছে, তবু পরামর্শের জন্য সে অন্য একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

রোগীর বুক মুখ সমস্ত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, আশা বিশেষ নেই, দু' তিন দিনের মধ্যেই চলে যাবেন....ভেতর থেকে অন্তঃসার শূন্য হয়ে এসেছেন। তবে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

ডাক্তারের উক্তি শুনিয়া কোন প্রকারে উদ্গত অশ্রু চাপিতে চাপিতে প্রতিমা ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল।

ঔষধ, ইন্‌জেকসন এবং ব্যবস্থাপত্র দিয়া ডাক্তার বিদায় নিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, কাল আবার বৈকালের দিকে আমাকে না হয় একবার খবর দিবেন।

অমল প্রতিমাকে খুঁজিয়া নিয়া আসিল। তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, কেঁদে কি হবে প্রতিমা, দাদুর যাবার সময় হয়েছে, আমাদের সামনে যে উনি হাসিমুখে যেতে পাচ্ছেন এটা ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দাও।

স্বামীর বুকে মাথা লুকাইয়া প্রতিমা বলিল, দাদু চলে গেলে আমি থাকব কেমন ক'রে গো?

স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অমল বলিল, এখনও ঠিক কিছু বলা যায় না, প্রতিমা!

ডাক্তার বলিয়াছিলেন রোগী হয়ত দুই তিন দিন টিঁকিয়া যাইবে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাও টিঁকিল না। রাত্রি দশটার সময় রামলোচনবাবুর একবার জ্ঞান হইয়াছিল, তিনি চোখ খুলিয়া অমল ও প্রতিমাকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহাদের দুইজনের হাত একত্র করিয়া তিনি তাঁহার বুকের উপর রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষীণ শিথিল হাত বাড়াইয়া তিনি অমলের হাতখানি মাত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সেই

যে জ্ঞান হারাইলেন তাহা আর ফিরিল না। ভোরের আলো ফুটিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

প্রতিমা তাহার দাদামহাশয়ের বিছানার উপর লুটাইয়া লুটাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি অমলও কাঁদিল।

অনন্তপুর হইতে দুইদিন পরে তাহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। প্রতিমা অনুভব করিল তাহার বন্ধুহীন জীবনের একমাত্র অকৃত্রিম সুহৃদও অবশেষে তাহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল শুধু একটি স্বর, আমি একা, আমি নিতান্তই একা!



কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর প্রতিমার দিনগুলি যেন আর কাটিতে চাহিতেছিল না। দাদামহাশয়ের মৃত্যু, সাধনের কোন সংবাদ না পাওয়ার দুশ্চিন্তা, অমলের নির্ব্বোধ সহানুভূতি সমস্তই তাহাকে ব্যথিত, পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল।

অমলকে বিশেষ দোষ দেওয়া ও যায় না। সে চিরদিনই এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিল যে তাহার দাদামহাশয়ের প্রতি প্রতিমার স্নেহ ছিল একটু অসাধারণ, কাজেই তাঁহার বিয়োগে যে সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্যের আর কি আছে?....প্রতিমার মনোরঞ্জন করিতে সে মাঝে মাঝে চেষ্টা করিল, ঘরের বাহিরে নিয়া যাইয়া সে প্রতিমাকে আনন্দ দিবার প্রয়াস করিল, কিন্তু প্রতিমা শান্ত হইল না।

চেম্বার এবং ল্যাবরেটরীর কাজ নিয়া অমল আবার আগের মত ব্যস্ত

হইয়া উঠিল। প্রতিমার দিকে সে এতদিন যে নজরটুকু দিয়া আসিতেছিল তাহাও দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল।

প্রতিমা আবার তাহার ডায়েরী লেখায় মন দিল।

হঠাৎ একটা কাজে অমলকে দিনদুয়েকের জন্য কলিকাতার বাহিরে যাইতে হইল। যাইবার আগে অমল প্রতিমাকে বলিল সে নিতান্ত যে কয়দিন না থাকিলে নয় তাহার বেশী দেরী করিবে না, প্রতিমা যেন ব্যথিত না হয়।

নিস্পৃহভাবে প্রতিমা জবাব দিল, না, তোমার কাজ শেষ ক'রে যখন তোমার সুবিধা হয় চলে এসো।

হরিকে বারবার অমল বলিয়া গেল যেন তাহার মা'র দিকে বিশেষ নজর রাখে। দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর অবধি মা'র মন ভাল নয় তাহা হরি জানিত।

প্রতিমা বিহ্বলভাবে তাকাইয়া রহিল তাহার বৈচিত্র্যহীন ভবিষ্যতের দিকে।....তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল জীবনের এই বেলা-তটে আনন্দ তাহার আর মিলিল না। অতি সাধারণভাবেই তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া যাইবে, অভিনবত্বে তাহা কোনদিন অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিবে না।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রান্ত ক্ষুব্ধ প্রতিমা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইতে যাইবে—হরি রাত্রির মত ছুটি নিয়া তাহার নিজের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

সচকিত হইয়া প্রতিমা দরজা খুলিয়া দিল।

তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সাধন।

পাঁচ মিনিটের জন্য প্রতিমার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

সাধন বলিল, আসতে পারি?

—তুমি, সাধন?....কোনপ্রকারে প্রতিমার মুখ দিয়া এই দুইটি কথা বাহির হইল।

—হ্যাঁ, আমি।....সাধন বলিল।....তা' আমি কি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকব, না তুমি ঘরে ঢুকতে আমাকে অনুমতি দেবে?

—এসো, এসো।....তাড়াতাড়ি প্রতিমা বলিল।

সাধনের হাতে শুধু একটা সুটকেস। সে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

—অমলদা' কোথায়?

—কলকাতার বাইরে চলে গেছেন।

—অমলদা' এখানে নেই?....বিস্মিতস্বরে সাধন প্রশ্ন করিল।.... তাহ'লে ত' আমার এখানে আসাটা অত্যন্ত অন্যায় হ'য়ে গেল!

প্রতিমার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল, উনি নেই বলে তুমি চলে যেতে চাও?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সাধন বলিল, না, ঠিক তা' নয়, কিন্তু আমাকে যে দু'দিন কলকাতায় থাকতে হবে!....অমলদা' নেই, থাকাটা কি সঙ্গত হবে?

জোর করিয়া সাধনকে একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিয়া প্রতিমা বলিল, হবে, নিশ্চয় হবে!....এবাড়ীতে ত' তুমি নতুন নও, এত সঙ্কোচ করছ কেন?

—কিন্তু, প্রতিমা....সাধনের মুখ দিয়া কথাটা সম্পূর্ণ বাহির হইল না।

প্রতিমা সেদিকে দৃকপাতও করিল না। প্রশ্ন করিল, তুমি কি এই ট্রেণ থেকে এলে? খেয়েছ?

—হ্যাঁ এবং না দুই-ই। ট্রেণ থেকে এসেছি, কিন্তু খাওয়া হয়নি'।···· খাওয়ার জন্য তুমি ভেবো না। বিকেল বেলা চায়ের সঙ্গে অনেক কেক-বিস্কুট খেয়েছি, আমার খিদে নেই।

—সে আমি বুঝব।····প্রতিমা জোর করিয়া বলিল।····তোমার ঘর ত তুমি চেন, তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, আমি তোমার জন্য কিছু খাবার তৈরী ক'রে আনছি।

—তুমি খাবার তৈরী ক'রে আনবে? কেন, হরিকে বলো না!

—হরি রান্নাবান্না সেরে তার মাকে খাইয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেছে।····প্রতিমা বলিল।

—তার মানে তুমি একলাটি এই ফ্ল্যাটে পড়ে আছ, প্রতিমা?

একটু যেন করুণস্বরে প্রতিমা বলিল, একা থাকা আমার যে নিয়তি, সাধন।····তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

বলিয়া নিজেকে যেন সামলাইয়া নিয়া প্রতিমা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে গরম লুচি, হালুয়া, চা তৈরী করিয়া প্রতিমা সাধনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিল। নীরবে সেগুলির সদ্‌গতি করিয়া সাধন বলিল, উঃ, খেয়ে বাঁচলাম।

—তবু ত তুমি বলছিলে তোমার খিদে নেই!

—সেটা বলেছিলাম তোমাকে কষ্ট থেকে রেহাই দিতে।

—তোমার সহানুভূতির জন্য অজস্র ধন্যবাদ।····তুমি একটু বসো, আমি এগুলো ধুয়ে রেখে আসছি।····বলিয়া প্রতিমা চলিয়া গেল।

একটু পরে প্রতিমা ফিরিয়া আসিল। দেখিল, সাধন এক মনে কি যেন ভাবিতেছে।

প্রতিমা বলিল, এবার আমাকে তোমার কথা বলো! কতদিন তোমাকে দেখিনি', তোমার গলার স্বর শুনিনি'!

একটু যেন নির্লিপ্তভাবে সাধন বলিল, আমার কথা? আমি ত অমলকে প্রায়ই লিখতাম।....চাকরী করছি।....চাটগাঁয় আমাদের কোম্পানীর একটা কাজে যাচ্ছি, ভাবলাম পথে তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই!

—ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। আমাকে তোমার নিজের কথা বলো।....বেশ একটু অভিমানের সুরে প্রতিমা বলিল।

সাধনের স্বর হঠাৎ যেন গাঢ় হইয়া আসিল। বলিল, আমার নিজের কথা নতুন ক'রে আর কি বলব, প্রতিমা? তুমি ত সবই জানো।.... তোমাদের এখান থেকে চলে যাবার পর অবধি আনন্দ একটুও পাইনি'। কৃপণের মত আমার সেই একমাসের সঞ্চিত আনন্দকে নেড়ে চেড়ে উল্‌টে পাল্‌টে দেখেছি, আশা মেটে নাই, কিন্তু আমার ত আর কোন উপায় ছিল না!

হঠাৎ আকুল হইয়া প্রতিমা সাধনের বুকে মাথা রাখিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাধন তাহার রুমাল দিয়া প্রতিমার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, ছিঃ প্রতিমা, কেঁদো না ...এতে কাঁদবার কি আছে?

—তুমি জানো না, কেমন ক'রে আমার এই দিনগুলো কেটেছে! তোমার স্মৃতি নিয়ে আমি কত খেলা করেছি, উষার আলোয়, মধ্যাহ্নের আগুনের হল্‌কায়, প্রদোষের অন্ধকারে, বিনিদ্র রাত্রির নিস্তব্ধতায় আমি তোমার সঙ্গে কত কথা বলেছি, তুমি কি শুনতে পাওনি' একটুও?

বুকের আরও কাছে প্রতিমাকে টানিয়া নিয়া সাধন বলিল, প্রতিমা, কি ক'রে তোমাকে বোঝাব আমার মনের মধ্যে অহর্নিশ কি ভয়ানক দ্বন্দ্ব চলেছে! আমার বিবেক বলেছে তোমার কাছ থেকে আমার চিরদিনের মত বিদায় নেওয়াই হবে সব চেয়ে সঙ্গত, কিন্তু আমার হৃদয়

সায় দিতে চায়নি' কিছুতেই!....অবশেষে তোমাকে আর একটিবার দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না, ছুটে চলে এলাম!

প্রতিমা অপলকদৃষ্টিতে সাধনের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন করিয়া ত তাহাকে এপর্য্যন্ত কেহই ভালবাসে নাই!

সাধন বলিয়া চলিল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো কিনা জানি না, প্রতিমা, আমি সত্যই বড় হতভাগ্য। আমাকে ভালবেসে, স্নেহ ক'রে তোমার জীবনে অশান্তির ছায়া এসে পড়বে এই ভয়ে আমি সব সময় হয়ে রয়েছি শঙ্কাকুল, সঙ্কুচিত।....তাই ভাবছি এই শেষ বারটির মত দেখা দিয়ে আমি চলে যাব দূরে, অনেক দূরে, তোমার পরিমণ্ডলের সম্পূর্ণ বাইরে।

সহানুভূতিতে প্রতিমার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল।

—কিন্তু বিদায় নেবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

—ভিক্ষা? ভিক্ষা ব'লো না, তোমার দাবী জানাও, সাধন।.... প্রতিমা বলিল।

সাধনের মুখচোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল।

—দাবী জানাবার অনুমতি দিচ্ছ, প্রতিমা?

স্থির অকম্পিতকণ্ঠে প্রতিমা জবাব দিল, হ্যাঁ।

—তাহ'লে বলি, আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে চাই, চিরদিনের জন্য নয়, শুধু একটিবারের মত।

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিল।

সাধন বলিল, যদি তোমার এতটুকু দ্বিধা থাকে, তুমি জানাতে ইতস্ততঃ ক'রো না, প্রতিমা।....আমার দাবী তুমি জানতে চেয়েছিলে,

তোমাকে জানিয়েছি, কিন্তু তা যে পূর্ণ করতেই হবে এমন কথা কখনও বলব না।

এবার প্রতিমা কথা বলিল, নূতন এক প্রতিমা—অন্তরঙ্গতায় রক্তিম, অশরীরী এক স্পর্শে চঞ্চল প্রতিমা। বলিল, তোমার কোন ক্ষোভই আমি থাকতে দেব না, সাধন। এসো····

বলিয়া সে সাধনের হাত ধরিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল।

অশান্ত ঝড় উঠিয়াছে। তাহার ঝাপটা জানালায় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতে স্বরু করিল, বাহিরে শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বহিতে লাগিল। আর রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই বোধ হয় প্রতিমার মনের দরজার সব কয়টা ছিটকানি খুলিয়া গেল।····সে সাধনের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিল।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা রহস্যপূর্ণ মাদকতা আছে, প্রতিমা নিঃসাড় হইয়া সারাটা রাত সাধনের ঘরে কাটাইল। কিন্তু ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই সে ছুটিয়া গেল তাহার নিজের ঘরে। ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে নিষ্পলকনেত্রে আয়নায় তাহার প্রতিচ্ছবির দিকে তাকাইয়া রহিল।

এ কি সে করিল? স্নেহ এবং সহানুভূতির অন্ধতা তাহাকে এতখানি অভিভূত করিয়া বসিল যে তাহার বিচারবুদ্ধিও একেবারে লোপ পাইয়া গেল? কেমন করিয়া এখন সে অমলের সম্মুখীন হইবে, তাহার আয়ত দুই চোখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইবে?····গোপনতার আবরণেই কি তাহাকে খুঁজিতে হইবে সুখ এবং শান্তি?

রামলোচনবাবুর কথা তাহার মনে পড়িল। দাদামহাশয়ের শিক্ষা-

দীক্ষার অপমান সে করিবে না—তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন, স্বামীকে সে সব কথা খুলিয়া বলিবে....এবং....

এবং? তাহার পর?

প্রতিমা আর ভাবিতে পারিল না।....তাহার ভাগ্য এখন গাঁথা হইয়া গিয়াছে সাধনের সঙ্গে, সেই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। স্বামীর গৃহে সে আর থাকিতে পারিবে না—তাহার যেটুকু আত্মসম্মান অবশিষ্ট আছে তাহা তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধাইয়া মারিবে যদি সে এখন স্বামীর আশ্রয় ভিক্ষা করে।

প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপ্রত্যাশিত ভাবে অমল সে দিন সকাল বেলাই কলিকাতায় ফিরিল। প্রতিমাকে একলা রাখিয়া যাইবার পর অবধি তাহার মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই প্রতিশ্রুতিমত যত শীঘ্র সম্ভব তাহার কাজ শেষ করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সাধনকে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। বলিল, তুমি কোত্থেকে? কখন এলে?

—কাল রাত্রে এসেছি, অমলদা'।....অফিসের কাজে চাটগাঁ যাচ্ছি, পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব মনে করেছিলাম। কাল এসে শুনি তুমি নেই, প্রতিমা বলল তুমি হয়ত আজই ফিরে আসবে, তাই রয়ে গেলাম।

—তা' বেশ করেছ, সাধন।....একটু সন্দিগ্ধস্বরে অমল বলিল।.... প্রতিমা কোথায়?

—বোধ হয় রান্নাঘরে আছে। আমাকে সেই এক পেয়ালা চা' দিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে।....সাধন বলিল।

—প্রতিমা, প্রতিমা ?....বলিতে বলিতে অমল প্রতিমার খোঁজে গেল।

প্রতিমা তাহার শোবার ঘরে বসিয়া ছিল। তাহার মুখ শুষ্ক, কিন্তু চোখের দৃষ্টি উদ্ধত।....রাত্রির ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য তাহার উপর যে কয়েকটি পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায়।

অমল প্রশ্ন করিল, তোমার মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন, প্রতিমা ? অসুখ করেছে ?

প্রতিমা ঘাড় নাড়িল, কোন কথা বলিল না।

—তাহ'লে ?

—দেখ, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।....ধীরে ধীরে প্রতিমা বলিল। অত্যন্ত শঙ্কাকুল চোখে অমল প্রতিমার দিকে তাকাইল।

—কথাটা হয়ত অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কিন্তু তোমার কাছ থেকে গোপন করা আমার চলবে না।

—বলো।....অমলের বুকের রক্তের গতি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

—আমি সাধনকে ভালবাসি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে অমলের পদতল হইতে পৃথিবীটা যেন সরিয়া গেল। সে মাথাটা তাহার আঙ্গুলে সজোরে টিপিয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার পর অভিভূতের মত অমল বলিল, তুমি সা-ধ-নকে ভালবাস, প্রতিমা ?

—হ্যাঁ।

—তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, প্রতিমা।....অমল যেন আশার একটু ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইল।

—এ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা আমি করি না।....আমি সত্যি সাধনকে ভালবাসি, সাধনও আমাকে ভালবাসে।

বিহ্বলের মত অমল বলিল, কিন্তু, আমি, কি করব?

—তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই না বলেই তোমাকে খুলে বললাম।....আমি সাধনকে ভালবেসেছি যেদিন তাকে প্রথম দেখেছি। তখন বুঝ্‌তে পারি নি', তাই তোমাকে বলা হয় নি'।....এখন বুঝতে পেরেছি, তোমাকে বলছি।

—কতদিন হ'ল বুঝ্‌তে পেরেছ?...অমল প্রশ্ন করিল।

—ঠিক বুঝতে পেরেছি মাস দুই আগে, যখন সাধন এখান থেকে বোম্বাই চলে গেল।....তবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি কাল।

স্তম্ভিত অমল নিষ্পলকচোখে প্রতিমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রতিমা বলিয়া চলিল, এর পর তোমার গৃহে বোধ হয় আমার থাকা সঙ্গত হবে না। তুমি যদি বলো আমি নিঃশেষে আমাকে তোমার জীবন থেকে মুছে নিয়ে চলে যেতে প্রস্তুত আছি।

—তুমি আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে প্রতিমা?

—তাই কি ভাল হবে না?....তোমার এখানে থাকলে আমার অপরাধের বোঝা, গ্লানি বাড়বে বই কমবে না।....আমাকে তুমি বিদায় দাও।

শেষের কথাটিতে একটা কাতরতার সুর যেন বাজিয়া উঠিল।

—কোথায় যাবে? কার সঙ্গে যাবে?

—সেটা এখনও ঠিক করিনি'। সাধনকে জিজ্ঞাসা করব সে আমাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছে কিনা।....যদি প্রস্তুত থাকে তাহ'লে আপাততঃ তার সঙ্গেই যাব। যদি প্রস্তুত না থাকে, তা'হলে আমার যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকে যাব।

অমল খনিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তাহার পর বলিল, আচ্ছা, তুমি চলে যেয়ো।

প্রতিমা সাধনের কাছে আসিয়া বলিল, সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলা হয়ে গেল সাধন।

—তার মানে?....বিস্মিতভাবে সাধন প্রশ্ন করিল।

—তার মানে, ওঁকে আমাদের কথা খুলে বললাম।....লুকোচুরী করা আমাকে দিয়ে সম্ভব হবে না, তাই না ব'লে পারলাম না।

—এখন কি করবে?

—তোমাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। ওঁকে ব'লে এসেছি আমি চলে যাব।....তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

—আমি?....প্রতিমার এই অনুরোধের জন্য সাধন যেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

—হঁ্যা, যদি তোমার অসুবিধা না হয়।....প্রতিমা বলিল।

এবার অত্যন্ত কোমলস্বরে সাধন বলিল, অসুবিধা কিছুই হবে না, প্রতিমা....কিন্তু এরকম একটা কাজ করবার আগে আর একটু ভেবে দেখলে হ'ত না?.

—ভাববার আর সময় নেই, সাধন। তা'ছাড়া তোমাকে ত আমি আগেই বলেছি, আমার স্বামীর গৃহে থাকা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব।....দৃঢ়স্বরে প্রতিমা বলিল।

সাধন একটু ভাবিয়া বলিল, আমার সঙ্গে তুমি চলে আসতে চাও সে ত আমার গৌরব, প্রতিমা....আমি এখ্খুনি আমার অফিসে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি কিছুদিনের ছুটির জন্য।....ভবিষ্যতের প্ল্যান পরে ভাবা যাবে।

ঘণ্টা দুই পরে প্রতিমা আসিয়া অমলের ঘরে ঢুকিল। দেখিল, অমল স্থাণুর মত সেই একভাবে বসিয়া আছে।

—তোমাকে প্রণাম করতে এসেছি।....প্রতিমা বলিল।

অমল এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল।

প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বলিল, তুমি এই একবস্ত্রে চলে যাচ্ছ, প্রতিমা ?

—হ্যাঁ, তোমার যা দান তা' আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নিজের অপরাধের বোঝা বাড়াতে চাই না।....বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া সে অমলের পায়ের ধূলা নিল।

অস্ফুটকণ্ঠে অমল বলিল, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও।

একটু পরে ট্যাক্সির একটা শব্দ হইল। সাধন অমলের ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা যাচ্ছি অমলদা', যদি পারেন আমাকে ক্ষমা করবেন।

ট্যাক্সির শব্দ কলিকাতা মহানগরীর কোলাহলের মধ্যে মিশিয়া গেল। বিহ্বলের মত অমল শুধু তাকাইয়া রহিল।

*

* *

দিন তিনেক পরে সিরোহিতে বসিয়া প্রতাপ অমলের চিঠি পাইল। চিঠিটা বারবার পড়িয়াও তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না—সে কেবলই ভাবিতেছিল অমল তাহার সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা পরিহাস করিয়াছে। কিন্তু চিঠির ছত্রে ছত্রে অমলের মনের যে মর্ম্মন্তুদ বেদনা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না।

অমল লিখিয়াছিল :

"ভাই প্রতাপ,

আজ অনেকদিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতেছি, অবাক হইয়া যাইও না। এই নিদারুণ ব্যথার মুহূর্ত্তে তোমাকে মনে পড়িল, তাই তোমার কাছেই আমার মৌন ভঙ্গ করিলাম। তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলিবার মত সাহস আমার নাই!

দুঃসংবাদটা আগেই দেই।....প্রতিমা আমার গৃহ ছাড়িয়া কাল চলিয়া গিয়াছে।....সে চলিয়া গিয়াছে আমাদের সাধনের সঙ্গে।

সাধনের কথা তুমি আমার মুখে শুনিয়া থাকিবে! অত্যন্ত হতভাগ্য অভিশপ্ত তাহার জীবন।....শৈশবে রেল কলিশনে তাহার মা-বাবাকে সে হারাইয়াছিল, তাহার পর তাহার দিদিও মারা যায় এক এ্যাকসিডেণ্টে। নিঃসম্বল অবস্থায় সে বিলাত যায়, সেখানেও দুষ্টগ্রহ তাহাকে অনুসরণ করে। সেখানে সে একটি মেয়েকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু প্রতিদান পায় নাই।....তাই সে যখন আমার গৃহে আশ্রয় নিল, আমি এবং প্রতিমা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিলাম, তাহার ব্যথিত, ব্যর্থ জীবনে একটু শান্তি দিবার জন্য!

প্রতিমা সাধনকে ভালবাসিয়া ফেলিল, সাধনও প্রতিমাকে ভাল না বাসিয়া পারিল না।....অত্যন্ত স্বাভাবিক ভালবাসার এই দেওয়া নেওয়ার রীতি।....আমার অভিযোগ করার কিছু নাই।....ভালবাসিয়া প্রতিমা সাধনের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, সাধনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সে সুখী হইয়াছে, আমি এ সম্বন্ধে কি বলিতে পারি?

আমি প্রতিমাকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসিয়াছিলাম, জান।....এখনও আমি তাহাকে ভালবাসি।....কিন্তু প্রতিমা আমাকে কোনদিনই ভালবাসিতে পারে নাই। এখন দেখিতেছি, এতদিন আমি স্বপ্নের এক

অলীক রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। স্বপ্ন হইতে হঠাৎ ভ্রষ্ট হইয়া খানিকটা ব্যথা পাইয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে শিখিয়াছি।

এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি প্রতিমা কেন আমাকে ভালবাসিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, আমার বয়স হইয়াছিল, প্রতিমার চেয়ে আমি অন্ততঃ তেরো-চৌদ্দ বৎসরের বড়। প্রতিমার দেহমন উন্মুখ হইয়াছিল এমন একজন পুরুষের সান্নিধ্যের জন্য যে তাহারই মত তরুণ, যাহার মনে তাহারই মত কল্পনার ছোঁয়া।

দ্বিতীয়তঃ, আমি লোকটি অত্যন্ত বোকা। মেয়েরা কি ভালবাসে, কি ভাবে মেয়েদের ভালবাসা কাড়িয়া নিতে হয় তাহা আমার জানা নাই। চিরকাল ডাক্তারি করিয়া আসিয়াছি, ডাক্তারির অবকাশে শুধু রিসার্চ্চই করিয়াছি, মেয়েদের মনস্তত্ত্ব বিচার করি নাই। তাই নিজেরই অজ্ঞাতে আমি প্রতিমাকে দুঃখ দিয়াছি, প্রতিমা যাহা চায় তাহা তাহাকে দিতে পারি নাই, তাহার শূন্যতা, তাহার রিক্ততা আমি পূর্ণ করিতে পারি নাই।

তৃতীয়তঃ, আমি হইতেছি অত্যন্ত সাধারণ। রবিবাবু কোথায় যেন লিখিয়াছেন, স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় মেয়েরা বর্জ্জন করে তাহাদেরই যাহারা মাঝারি মানুষ, স্থূলে-সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরী, নারীকে যাহারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ এটুকু জানে যে তাহারা কাদায় তৈরী খেলার পুতুল নয়, আবার সুরে তৈরী বীণার ঝঙ্কার মাত্রও নয়।....আমি দশজনের একজন, আমার ভিতরে না আছে অসাধারণতার দীপ্তি, না আছে অসামান্যতার স্পর্শ।....প্রতিমার মত অসাধারণ মেয়ে সাধারণ আমাকে কিছুতেই ভালবাসিতে পারে না।

তুমি বলিবে, কে বলে আমি সাধারণ?....তুমি আমার বন্ধু, তাই তুমি স্নেহান্ধ। তুমি আমার মধ্যে হয়ত অসাধারণত্ব দেখিতে পাও, আমি

পাই না।....আমি যে জনতার একজন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে প্রতিমার আমাকে ছাড়িয়া যাওয়াতে।....আমি যদি দলছাড়া হইতাম তবে প্রতিমাকে হয় লুব্ধ লালসার দুর্দ্দান্ত মোহে, নয় বিভোর ভাবুকতার রঙীন মায়ায় বাঁধিতে পারিতাম।....কিন্তু আমি ত তাহা পারিলাম না।

তবে দুই একটা প্রশ্নের সমাধান এখনও খুঁজিয়া পাই নাই। তোমাকে বলিতেছি।

প্রথম, প্রতিমা আমার সঙ্গে প্রতারণা কেন করিল? আমি সাধারণ হইতে পারি, আমি তাহার স্বপ্নের মানুষ না হইতে পারি, কিন্তু আমি কি এটা আশা করিতে পারি না যে সময় থাকিতে তাহার আমাকে সব কথা খুলিয়া বলা উচিত ছিল?....সে যখন আমাকে বলিল তখন তাহার ফিরিবার পথ ছিল না, সাধনের কাছে তাহার আগেই সে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে। তবু হয়ত আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া রাখিতাম যদি সে বলিত, মুহূর্ত্তের ভুলে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আমি আর যা'ই হই, সঙ্কীর্ণমনা নই। মুহূর্ত্তের ভুলকে আমি বেশী দাম দিতাম না তাহার ভুলের অনুশোচনার চেয়ে। কিন্তু সাধনের প্রতি প্রতিমার ভালবাসার উদ্ধতার সম্মুখে আমি অত্যন্ত নিষ্প্রভ, অত্যন্ত, সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম।

দ্বিতীয়, আমি সাধারণ হইতে পারি, কিন্তু সাধনের মধ্যে প্রতিমা এমন কি অসাধারণত্ব দেখিল যাহা তাহাকে এতখানি মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিল? সাধনের হয়ত আমার চেয়ে খানিকটা বেশী রূপ, অপেক্ষাকৃত সবুজ যৌবন আছে, কিন্তু হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে সে কি আমার চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ? সাধন প্রতিমাকে ভালবাসে, ভালবাসার চুলচেরা বিচার করার অধিকার হয়ত আমার নাই, কিন্তু প্রতিমাকে কি আমিও ভালবাসি নাই? আমার ভালবাসা হয়ত সাধনের ভালবাসার মত মুখর নহে, কিন্তু আন্তরিকতার

সুষমায় কি তাহা কম সুরভিত? কেন প্রতিমা আমার মধ্যে তাহার স্বপ্নের মানুষকে খুঁজিয়া পাইল না তুমি আমাকে বলিয়া দিতে পার প্রতাপ?

হ্যাঁ, একটা কথা তুমি বলিতে পার, ভালবাসা জিনিষটা কোন আইন-কানুন মানে না। প্রেমের ইতিহাসে কত বিচিত্র কাহিনীই না লিখিত আছে! অতি কুৎসিৎ কদাকার নারীকে সুদর্শন পুরুষ ভালবাসিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কত পাষণ্ড, কত দুর্বৃত্তের জন্য মেয়েরা তাহাদের হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছে তাহার ইতিবৃত্তও আমার অজানা নাই। এসব উদাহরণের কথা ভাবিয়াই আমি প্রতিমার এই ভালবাসাকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।....যতই ভাবিতেছি ততই একটা কথার সত্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে: অভাবনীয় পরিহাসে মনো-বিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি!

আরেকটা কথাও মনে হইতেছে। আমি অতি কাছে ছিলাম বলিয়াই বোধ হয় প্রতিমা আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না।.... বাহিরের আলো তাহার চোখে এত বেশী আসিয়া পড়িয়াছিল যে তাহার দৃষ্টি ঝলসাইয়া গিয়াছিল।....হয়ত পরে, অনেক দিন পরে, যখন সে খানিকটা দূর হইতে আমাকে দেখিবে, তখন আমাকে ভালবাসিতে পারিবে। তখন তাহার জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়া ঠেকিবে সেইখানে যেখানে আমি কেবল একলা!

সাধনের প্রতিও আমার কোন অভিযোগ নাই। যে কোন দিন প্রতি-ধ্বনিত ভালবাসার স্পর্শ পায় নাই সে যদি ভালবাসার বস্তুকে এত কাছে পায় তবে সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে না।....তুমি বলিবে, তাহার উচিত ছিল আমার গৃহ হইতে বিদায় নিয়া চলিয়া যাওয়া। আমি বলিব, বিদায় নিতে হইলে যে রুদ্র বৈরাগ্যের পরিচয় তাহাকে দিতে হইত

তাহা তাহার ছিল না। সেও রক্তমাংসের মানুষ, তোমার-আমার মত ভালবাসা পাইতে তাহার মনও উন্মুখ।

অভিযোগ আমি কাহারও বিরুদ্ধে করিব না, কিন্তু আমার এই রক্তাক্ত হৃদয়কে আমি কতদিন বহন করিয়া চলিব? আমার প্রতিমা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এ বেদনা আমি কতদিন সহ্য করিতে পারিব? আমার জাগ্রত চৈতন্য এত বড় আঘাত হাসিমুখে বরণ করিয়া নিতে সক্ষম হইবে কি?

আরেকটা প্রশ্ন মনে জাগে। সাধনের সঙ্গে তাহার দেখা হইবার পূর্ব্বে প্রতিমা আমাকে যে স্নেহ দিয়াছিল তাহা কি সবই ভুল, সবই মিথ্যা? পূজায়, অর্চ্চনায় যে মাধুর্য্যের ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি একেবারেই গন্ধহীন?....আমার স্বপ্ন কি একেবারেই অলীক, একেবারেই অবাস্তব?

এখনও নিজেকে প্রতারিত করিতে ইচ্ছা হয়, বলিতে ইচ্ছা হয়, প্রতিমা নিজের মনকে বুঝিতে পারে নাই। সাধনকে সে ভালবাসে না, তাহার এই ভালবাসা একটা মোহ, বিরাট দুর্দ্দমনীয় মোহ।....প্রতিমা ভালবাসে আমাকেই, একদিন সে ফিরিয়া আসিবে আমারই বুকে। একদিন সে আমাকে আগের মত গভীর অনুরাগে ডাকিবে, ওগো আমার স্বামী!

তখন আমি কি করিব? রুক্ষ আঘাতে শোণিতাক্ত আমার হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমার অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতা হয়ত বলিবে, তুমি এই মলিন ক্লেদসিক্ত উপচার গ্রহণ করিও না, এ তোমার স্পর্শেরও অযোগ্য।....কিন্তু আমার নিষ্ঠুরতার নির্দ্দেশ কি আমি মানিয়া নিতে পারিব? আমার প্রতিমা যখন মলিনমুখে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন আমার সমস্ত অভিমান যে এক নিমেষে উড়িয়া যাইবে, বিগত জীবনের ব্যবধান যে অত্যন্ত তুচ্ছ, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে!

ভগবানের কাছে আমার দুইটি প্রার্থনা আছে, প্রতাপ।....আমি যেন একটু বেশী স্বার্থপর, একটু বেশী সঙ্কীর্ণমনা হইতে পারি। প্রতিমার প্রতি আমার ভালবাসা অত্যন্ত উদারপ্রকৃতির বলিয়াই বোধ হয় সে ইহার মর্য্যাদা দিতে পারিল না।....সে যদি কোন দিন আমার কাছে ফিরিয়া আসে তখন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যেন আমি নিজেকে সুলভ করিয়া না ফেলি, আমার গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও নিজেকে যেন সংযত, সংহত করিয়া রাখিতে পারি।

আর এক প্রার্থনা এই যে আগামী জন্মে যেন আমি সৃষ্টিছাড়া হতভাগ্যদের দলে জন্ম নিতে পারি। আমার চারিদিকে ঘিরিয়া যেন থাকে রিক্ততা, ব্যর্থতা এবং অভিশাপ। সর্ব্বহারার বেশে যেন আমার প্রতিমার সম্মুখে আমি উপস্থিত হই।....তখন প্রতিমা আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না নিশ্চয়ই।

আমার মনের জোর কমিয়া গিয়াছে, প্রতিমা আমার বুকের অনেকগুলি পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় আমার প্রার্থনায় ভগবানের আসন বোধ হয় টলিবে না।....তুমি, প্রতাপ, আমার একাকী-জীবনের বন্ধু, তুমি আমার হইয়া এই দুইটি প্রার্থনা করিও।

আর একটি প্রার্থনাও তুমি করিও, প্রতিমা যেন সুখী হয়। আমি তাহাকে মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে যেন সুখী হয়, কিন্তু হয়ত আমার অজ্ঞাতে আশীর্ব্বাদের মধ্যে ব্যথার বেদনা মিশিয়া গিয়াছিল, তাই আমার সেই আশীর্ব্বাদ ভগবান শুনিবেন না। কিন্তু তোমার মনে ত কোন ক্ষোভ নাই, তুমি ত প্রতিমাকে স্নেহ কর, তুমি তাহার সুখের জন্য প্রার্থনা করিও।

তোমার অমল।"

*

*   *

অমলের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সাধন এবং প্রতিমা প্রথমে একটা বিলাতি হোটেলে গিয়া উঠিল। সাধন বলিল, আপাততঃ এখানেই থাকা যাক, তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিমা অমলের গৃহে ছিল ততক্ষণ তাহার মনে সাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু এখন অনভ্যস্ত অপরিজ্ঞাত এই জীবন যাত্রার সম্মুখীন হইয়া সে তাহার সাহসিকতা অনেকখানি হারাইয়া ফেলিল।

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল, এবার তোমার আরেক রকমের শাস্তির পালা সুরু হ'ল, সাধন।

সাধন প্রথমে বুঝিতে পারিল না প্রতিমা কি বলিতে চায়। সে জিজ্ঞাসুচোখে প্রতিমার দিকে তাকাইল।

—আমি বলছিলাম এই যে আমাকে নিয়ে তোমাকে অনেক ভুগতে হবে। তুমি হাঁপিয়ে উঠবে না ত?

প্রতিমাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া সাধন বলিল, পাগল!

হোটেলে তাহাদের কোনই মুস্কিল হইতেছিল না। বিশাল হোটেল, ইউরোপীয় পরিচালনা, দুইটি বাঙালী যুবকযুবতী আসিয়া উঠিয়াছে, তাহারা কে এবং কি তাহা নিয়া কেহই মাথা ঘামাইল না। স্বামী-স্ত্রী এই পরিচয় দিয়া তাহারা এক কামরায়ই রহিল।

কিন্তু এই হোটেলে বেশী দিন থাকা যে সম্ভবপর হইবে না তাহা সাধন এবং প্রতিমা দুইজনেই জানিত। প্রথমতঃ অসম্ভব খরচ, সাধনের

যথেষ্ট আয় থাকিলেও এই হোটেলে প্রতিমাকে নিয়া চিরস্থায়ীভাবে থাকিবার মত আয় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সাধন এবং প্রতিমা দুইজনেই যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতা ছাড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অমলের কাছে সাধন অপরাধী বোধ করিতেছিল, কলিকাতায় কখন কিভাবে অমলের সঙ্গে দেখা হইয়া যায় কে জানে? তাহা ছাড়া সাধনের মাঝে মাঝে ভয় হইতেছিল, অমলের ক্লিষ্ট কাতর মুখখানা দেখিতে পাইলে প্রতিমা হয়ত চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহাদের সুখের নীড় বাঁধা আর হইবে না!....আর প্রতিমা কলিকাতা ছাড়িতে চাহিতেছিল অন্য এক কারণে। অতীতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই সে রাখিতে চাহিতেছিল না। তাহার যে অতীত মন্দাক্রান্তা-গতিতে চলিয়া আসিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন সাধারণতায় তাহার কাছ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে চাহিতেছিল জীবনের নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ করিতে, যে অধ্যায়ে প্রেমের জন্য তাহার আকুলতা পুষ্পমঞ্জরিত হইয়া উঠিবে সাধনের উত্তাল উন্মত্ত ভালবাসায়। কলিকাতা তাহার কাছে পুরাতন জীবনের প্রতীক—কলিকাতায় থাকিয়া সে কিছুতেই সাধনকে আকাঙ্ক্ষানুরূপ কাছে পাইবে না।

কিন্তু মানুষের সব আশা সকল সময় পূর্ণ হয় না তাহা প্রতিমা তখন বোঝে নাই।

সাধন তাহার আফিসে আপাততঃ তিন মাসের ছুটির জন্য একটা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। বলিল, দেশে তাহার বিষয় সম্পত্তি নিয়া অনেক গোলমাল চলিতেছে, কিছু দিনের জন্য তাহার নিজে সমস্ত বিষয় তদারক করা দরকার।....আফিস তাহার ছুটি মঞ্জুর করিল, কিন্তু অর্দ্ধ বেতনে। আর লিখিল, তিন মাস ছুটি অত্যন্ত বেশী, বর্ত্তমানে তাহাকে দুই মাস ছুটি দেওয়া হইল এবং আফিস আশা করে সে এই দুই মাসের মধ্যেই তাহার বিষয়-সম্পত্তির সব ব্যবস্থা চুকাইয়া আসে।

যাক্‌....অন্ততঃ দুই মাস সময় হাতে পাওয়া গেল! সাধন এবার ভবিষ্যতের কথা একটু ভাবিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতে হইবে এটা সে আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কোথায় যাইবে?....তাহার কর্ম্মস্থল বোম্বাইএ বোধ হয় যাওয়া চলিবে না, কারণ সেখানে প্রতিমার কি পরিচয় সে দিবে?.... এ সম্বন্ধে প্রতিমার সঙ্গে সে পরামর্শ করে নাই, কিন্তু তাহার কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল লোকের সম্মুখে সাধনের স্ত্রী ভাবে পরিচিত হইতে প্রতিমার আপত্তি হইবে।....অবশ্য এই হোটেলেও সে সাধনের স্ত্রী পরিচয়েই ঢুকিয়াছে, সাধনের সঙ্গে এক কামরায়ই সে রহিয়াছে, কিন্তু এখানকার কথা এবং বোম্বাইএর কথা অত্যন্ত স্বতন্ত্র। এখানে এটা অত্যন্ত কয়েক দিনের ব্যাপার, তাহা ছাড়া কাহারও সংস্পর্শে তাহারা আসে না। কিন্তু সাধনের কর্ম্মস্থলে, চিরকালের জন্য না হইলেও বহু-কালের জন্য, সাধনের বন্ধুবান্ধব সতীর্থদের সামনে নিজেকে তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে প্রতিমার সততায় বাধিবে।

প্রতিমা বলিল, চল আমরা অনেক দূরে, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না, চলে যাই!

সাধন বলিল, সে এখন না হয় হ'ল, কিন্তু দু'মাস পরে?

—দু'মাস পরের কথা দু'মাস পরে ভাবা যাবে। দুটো মাস অন্ততঃ আমি সব ভুলে ডুবে থাকতে চাই, সাধন।

বলিয়া সে অসহায়া বালিকার মত সাধনের কণ্ঠলগ্ন হইল।

স্থির করিল তাহারা মধ্য ভারতে ভিল্‌সা বলিয়া একটা জায়গায় যাইবে। ভূপাল করদরাজ্যে ছোট্ট একটি সহর, ইহার আগে সাধন একবার সেখানে গিয়াছিল। চেষ্টা করিলে সেখানে সস্তায় বেশ পছন্দসই

বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইবে, আর সেখানে কেহ কস্মিনকালেও তাহাদিগকে চিনিতে পারিব না।....তাহা ছাড়া প্রতিমার সেখানে খুব ভাল লাগিবে, কারণ তাহার কয়েক মাইলের মধ্যেই সাঁচীর বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ। শিল্প এবং স্থাপত্যের প্রতি প্রতিমার অনুরাগের কথা সাধন জানিত।

উন্মুখ আগ্রহে প্রতিমা ভিল্‌সায় যাওয়ার জন্য তৈরী হইতে লাগিল। এ দিকে সাধন তাহার ব্যাঙ্কএর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল তাহার নামে টাকা-কড়ি, চিঠিপত্র যেন যথারীতি ভিল্‌সায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

একটি কুপে-কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া সাধন এবং প্রতিমা হাওড়া ষ্টেশন হইতে রওনা হইল। গাড়ী যখন ষ্টেশন প্ল্যাটফরম হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল তখন প্রতিমা জানালা হইতে মুখটা সরাইয়া নিল এবং হঠাৎ তাহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

অননুভূতপূর্ব্ব এক ভালবাসার আহ্বানে সে তাহার পরিচিত পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়াছে সম্পূর্ণ নূতন, অচেনা এক জগতে। কে জানে সেখানেও সে আনন্দ পাইবে কিনা? কে জানে যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়াছে, উদার ক্ষমাশীল স্বামীর কাছ হইতে বিদায় নিয়া আসিয়াছে, সে তাহাকে পৃথিবীর সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কিনা?

সাধনও কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কলিকাতার গণ্ডীর মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই কতখানি দায়িত্ব ঘাড়ে সে নিয়াছে। এই একটি নারী তাহাকে ভালবাসিয়া, তাহাকেই একটু সুখ দিবার উদ্দেশ্যে তাহার স্বামী, তাহার দুই বৎসর ধরিয়া রচিত গৃহ, ছাড়িয়া আসিয়াছে, মর্ম্মভেদ বেদনায় তাহার হৃদয় আতুর, তাহাকে সে সুখী করিতে পারিবে কি?

লোহার চাকা পিষিতে পিষিতে বিপুল গর্জ্জনে ট্রেণ চলিতে লাগিল। প্রতিমা ক্লান্তভাবে তাহার মাথাটা সাধনের বুকে রাখিল।



ভিল্‌সায় আসিয়া গুছাইয়া বসিতে তাহাদের প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই একটি সপ্তাহ তাহারা কাটাইল অনাবিল আনন্দে, চিন্তাহীন সমারোহে।

সাধনের স্পর্শময় সান্নিধ্যে প্রতিমা নূতন করিয়া অনুভব করিল আকাশব্যাপী এক তৃপ্তি, তীব্র যন্ত্রণার মত অননুভূতপূর্ব্ব এক সুখ। এমন তৃপ্তি, এমন সুখ সে বোধ হয় জীবনে আর কখনও পায় নাই। তাহার সমস্ত দেহ্‌মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, চারিপাশের তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে, সামান্য রৌদ্রের টুকরায়, ঝিরঝির করিয়া বহিয়া যাওয়া বাতাসে, ভিজা মাটির অস্পষ্ট গন্ধে সে দেখিতে পাইল অনির্ব্বচনীয় এক সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব এক সুষমা।

সাধনও তৃপ্তি পাইল। অভিশপ্ত ব্যর্থ সাধন এতদিনে এই প্রথম সার্থকতার স্বাদ পাইল। সে বলিতে লাগিল, আমি সুখী, আমি সুখী।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই উল্টা হাওয়া বহিতে সুরু করিল।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধন প্রতিমাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের মুঠার মধ্যে পায় নাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে লাভ করিবার জন্য, যাহাতে প্রতিমা তাহাকে ভালবাসে এই প্রয়াস করিতে সে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল। কিন্তু এখন যখন সে দেখিল প্রতিমা একেবারেই তাহার করতলগত, তাহাকে

ছাড়া প্রতিমার অন্যত্র যাইবার কোন পথ নাই, সে একটু শীতল হইয়া আসিল।....প্রতিমা যে তাহার জন্য কতখানি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে সেদিক হইতে তাহার নজর চলিয়া গিয়া তাহার দৃষ্টি পড়িল ভালবাসা পাইবার জন্য প্রতিমার অসহ্য আকুলতার উপর। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কে জানে দুইদিন পরে প্রতিমা আবার অন্য কাহারও ভালবাসার জন্য উদগ্র হইয়া উঠিবে কিনা?

প্রতিমা সাধনের মনের খেলা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে এটুকু বুঝিল যে সাধনের ভালবাসার প্রথম উচ্ছ্বাস কমিয়া আসিতেছে। সে ব্যথা পাইল। সে আশা করিয়াছিল সাধনের ভালবাসার মধ্যে সে শুধু আবেগ দেখিবে না, তাহার মধ্যে দেখিতে পাইবে সমবেদনা, স্নেহও। কিন্তু এখন তাহার মনে হইল সাধন তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু স্নেহ করে না।

সে দিন সে গুন্‌গুন্ করিয়া আপন মনে একটা গান করিতেছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সিক্তবেশে সাধন বাড়ীতে ফিরিল। প্রতিমা সাধনকে দেখিতে পায় নাই।

সাধন তাহার চটিজোড়া কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। একটু তিক্তস্বরে প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, সব সময় বাহিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গান করলে চলে না, প্রতিমা!

প্রতিমা সচকিত হইয়া বলিল, আমাকে বল্‌ছ?

—হ্যাঁ, তোমাকে ছাড়া এবাড়ীতে আবার কাকে বল্‌ব?....বিরক্তভাবে সাধন বলিল।

ভীত চোখে প্রতিমা সাধনের দিকে তাকাইল।

—দেখতে পাচ্ছ না বৃষ্টিতে কেমন ভিজে এসেছি? তুমি ত মনের

আনন্দে ঘরে বসে বর্ষার গান গাইছ !....আমার চটিজোড়াটা গেল কোথায় ?

মাদুরের তলা হইতে চটিজোড়াটা প্রতিমা উদ্ধার করিল।

একটু শান্ত হইয়া, অথচ অসন্তোষ মেশানো স্বরে, সাধন বলিল, কিছু মনে ক'রো না, প্রতিমা, সব সময় কল্পনার রঙীন বিলাসে ডুবে থাকলে চলে না। আমরা ভালবেসেছি বলেই যে আহার নিদ্রা ভুলে যাব এমন কোন কানুন নেই।....সংসারের দিকেও একটু নজর দিতে হয় !

সেই প্রথম বোধ হয় সাধন প্রতিমাকে কটু কথা বলিল। প্রতিমার চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

সাধন তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইল। প্রতিমাকে আদর করিয়া বলিল, তুমি ব্যথা পেয়ো না, প্রতিমা।....আমাদের দু'জনের ভালর জন্যই বলছি, সব সময় স্বপ্নে ডুবে থাকলে কি চলে ?

প্রতিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে আর স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিবে না।

দুপুরবেলা সাধন বলিল, ভূপালে আমার এক বন্ধু আছে, আমি তার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসছি।....রাত দশটায় ফিরতি ট্রেণ, তার মধ্যে আমি ফিরে আসব।

প্রতিমা অত্যন্ত ভীত হইল। বলিল, একলা আমি অচেনা জায়গায় রাত দশটা পর্য্যন্ত থাকব ?

—তাতে কি হ'বে ? চোর-ডাকাত ত আসবে না ! চাকর রয়েছে, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সে বাড়ীতেই থাকবে।

—আমাকেও ভূপাল নিয়ে চলো না !....আব্দারের সুরে প্রতিমা বলিল।

সাধন বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমাকে নিয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হ'ত তাহ'লে আমি নিজেই প্রস্তাব করতাম।....তোমাকে নিয়ে যাই কি ক'রে !

—কেন ?....প্রতিমা সাধনের আপত্তির কারণ বুঝিতে পারিল না।

—আমি যাচ্ছি আমার বন্ধুর কাছে, সেখানে তোমার কি পরিচয় দেব ? বন্ধু আমাকে কি ভাববে ?

—কেন আমি তোমার যা' তা'ই তুমি বল্‌বে।....অত্যন্ত সরলভাবে প্রতিমা বলিল।

—তা' যদি বল্‌তে পারতাম, প্রতিমা, তাহ'লে আমাদের জীবনটা অনেক সহজ, সরল হ'য়ে আসত ! কিন্তু পৃথিবীর লোকে ত আমাদের এই ভালবাসার মর্য্যাদা দেবে না, তাই আমাদের লুকিয়েই থাকতে হবে !.... বলিতে বলিতে সাধনের গলাটা যেন একটু ভারী হইয়া আসিল।

প্রতিমা ইহার উত্তরে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। রূঢ় সত্যটা এই প্রথম তাহার কাছে আত্মপ্রকাশ করিল অত্যন্ত নগ্নভাবে। ....সে ভাবিয়াছিল ভালবাসার সম্মুখে বোধ হয় পৃথিবীর যতকিছু কৃপণতা, সঙ্কীর্ণতা পরাভব স্বীকার করে, কিন্তু এখন সে বুঝিল জীবন-যাত্রার আইন-কানুন ভালবাসার চেয়েও শক্তিমান, দুর্লঙ্ঘ্য।

সাধন ভূপালে চলিয়া গেল।

বৈকালের দিকে প্রতিমার অত্যন্ত একা একা বোধ হইতেছিল। চাকরকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, সাঁচীতে যাওয়ার জন্য কোন টাঙ্গা পাওয়া যাইবে কি না। চাকর বলিল, নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।

—তাহ'লে তুই একটা টাঙ্গা নিয়ে আয়। আমার সঙ্গে তুইও যাবি। সেখানকার স্তূপ পর্য্যন্ত যেতে হবে, আজই ফিরব।

ঘরে তালাবন্ধ করিয়া প্রতিমা চাকরকে নিয়া সাঁচী দেখিতে রওনা হইল।

পৌনে এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা সাঁচীতে পৌঁছিল।

সাঁচীর স্তূপ, স্তূপের চারিধারের তোরণ, তাহার উপর প্রায় দুইসহস্র বৎসর আগেকার শিল্পীর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিয়া প্রতিমা মুগ্ধ হইয়া গেল। দিনের আলো যতক্ষণ ছিল সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল বৌদ্ধযুগের বিরাট এই ধর্ম্মনগরীর ধ্বংসাবশেষ। অবশেষে যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসিল তখন সে ভিল্‌সায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সাঁচীতে ঘুরিয়া আসিয়া প্রতিমার অশান্ত মন অনেকখানি শান্ত হইয়া গিয়াছিল। সাধনের উপর সে অযথা রাগ করিয়াছে ভাবিয়া সে লজ্জিত হইল। সে স্থির করিল, সাধন ফিরিয়া আসিলে সে তাহার কাছে মার্জ্জনা চাহিবে, আদরে স্নেহে সে সাধনের মনের সব গ্লানি মুছাইয়া দিবে।

কিন্তু সেই রাত্রিতে সাধন ফিরিল না। প্রতিমা প্রথমে অত্যন্ত চিন্তিত হইল, তাহার পর তাহার ভয় হইতে লাগিল।....সাধন তাহার কাছ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পলাইয়া গেল না ত? কে জানে, হয়ত তাহার বোঝা সাধনের কাছে এখনই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।....কিন্তু, সাধন তাহাকে বলিয়া চলিয়া গেলে কি ক্ষতি ছিল? সে নিশ্চয়ই কোন বাধা দিত না, আর বাধা দিলেই সাধন তাহা শুনিবে কেন?.... সারাটা রাত্রি প্রতিমা ঘুমাইতে পারিল না।

পরের দিন ভোরের ট্রেণে সাধন ফিরিল। প্রতিমা পাংশুমুখে সাধনকে অভ্যর্থনা করিল। আর্ত্ত পাখীর মত সাধনের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কাল আমার ভয়ানক ভয় হয়েছিল, সাধন!

....বন্ধুর অনুরোধ কিছুতেই এড়াতে পারলাম না, প্রতিমা, তাই রাতটা সেখানে কাটাতে হ'ল।....তা' চাকর ত' সারারাত এখানেই ছিল, না?

—হ্যাঁ, ছিল, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার মন বড় কেমন কেমন

করছিল যে।....একটু আদরের প্রত্যাশায় প্রতিমা সাধনের দিকে তাকাইল।

সাধন তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, ভয়ের কি আছে? সহরের মধ্যে কে আর তোমার বাড়ী চড়াও করতে আসবে?....অবশ্যি তোমাকে একটা খবর দিতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু কোন উপায় ত' ছিল না। টেলিগ্রাম করলেও তুমি সময় মত পেতে না!

তাহার পর আপন মনে বলিয়া চলিল, জামিল খাঁকে যাতে এখানে নিয়ে আসতে না হয় সেই জন্যেই ভূপালে থাকতে হ'ল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। কোথায় আছি, কি করছি, ইত্যাদি।...ভিল্‌সার কথা কি বলতে পারি, কোনদিন হয় ত হঠাৎ এসে হাজির হ'বে! বল্‌লাম সাঁচীতে এসেছি বেড়াতে, কয়েকদিন পরেই চলে যাব।

সাধনের এই গোপনতার প্রয়াস দেখিয়া প্রতিমা ব্যথিত হইল, বাহিরের জগতের সামনে তাহার পরিচয় দিতে সাধনের আপত্তি যে এতখানি দৃঢ় তাহা প্রতিমা কল্পনা করিতেই পারে নাই। অথচ আজ প্রতিমাকে যদি কেহ প্রশ্ন করিত, সাধন তাহার কে হয় সে বলিতে কুণ্ঠিত হইত না এতটুকু! কারণ সে চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, ভালবাসা অপরাধ নয়, ভালবাসা নিজেরই ঐশ্বর্য্যে মহীয়ান্।

প্রতিমা ভাবিয়াছিল সাধনকে তাহার সাঁচী যাওয়ার কথা বলিবে, কিন্তু তাহা আর বলা হইল না।

এইভাবে আরও একমাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে সাধন চার-পাঁচবার ভূপালে গেল, কিন্তু একবারও প্রতিমাকে নিয়া গেল না। আর সময় মত ফিরিয়া আসিবার কথাও সে একপ্রকার ভুলিয়া গেল।

প্রতিবারই সে বলিয়া যাইত রাত্রি দশটার ট্রেণে আসিবে, কিন্তু কোনদিনই সে পরদিন সকালবেলার আগে আসে নাই।

আসল কথা হইতেছে এই, জামিল খাঁকে সাধন সাঁচীতে থাকার কথাও বলে নাই, কারণ তাহার মস্ত ভয় ছিল সাঁচীতে খোঁজ করিতে আসিয়া জামিল খাঁ হয় ত ভিল্‌সা পর্য্যন্ত হাজির হইবে। তাই সে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল সে ঝাঁসীতে কাজ করে, সপ্তাহান্তে বন্ধুর কাছে ভূপালে বেড়াইতে আসে, এবং ঝাঁসীর ট্রেণ রাত্রিতে পাওয়া যায় না, তাহা ভূপাল হইতে ছাড়ে প্রত্যুষে, কাজেই তাহাকে সেই ট্রেণই নিতে হইত।

সপ্তাহান্তে একবার ভূপাল না গিয়া সাধন কিছুতেই পারিতেছিল না। চিরকাল সে বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষ, উদ্দাম, চঞ্চল জীবনযাত্রাই তাহার রুচির অন্তর্ভুক্ত....ভিল্‌সার মত ছোট জায়গায় প্রতিমার সঙ্গে অহর্নিশ থাকিতে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, বাহিরের মুক্ত হাওয়ার জন্য সে প্রতি সপ্তাহান্তে আকুল হইয়া পড়িতেছিল।

ভূপালে যে সে খুব উচ্ছৃঙ্খল একটা সময় কাটাইত এমন নহে। জামিল খাঁ এবং জামিল খাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া, সাঁতার ক্লাবে পানা হার করিয়া এবং অবশেষে সীনেমা দেখিয়া সে জামিল খাঁর বাড়ীতে ফিরিত এবং পরের দিন ভোরের ট্রেণেই সে ভিল্‌সার পথে রওনা হইত। প্রতিমার সান্নিধ্য এবং ভিল্‌সার ছোট্ট বাড়ীর আবেষ্টনী হইতে এই মুক্তিটুকু তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অথচ সে একবারও ভাবিয়া দেখে নাই ভিল্‌সায় একা প্রতিমার কিভাবে সময় কাটিতে পারে। প্রতিমা মেয়েমানুষ, একমাত্র তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সে বন্ধুহীন এই রাজ্যে বাংলাদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়াছে, বৈচিত্র্য, বাহিরের মুক্ত হাওয়ার প্রয়োজন প্রতিমারও থাকিতে পারে, এচিন্তা আত্মগত সাধনের মনে একবারও উদিত হয় নাই।

প্রথম দুই একবার প্রতিমা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, মুখ ফুটিয়া তাহার অসন্তোষের কথাও জানাইয়াছিল, কিন্তু যখন সে দেখিল তাহার কি হইল না হইল সেদিকে সাধনের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই তখন সে নীরব হইয়া গেল।

সে এতদিনে আবিষ্কার করিল, মানুষ যতদিন তাহার কাঙ্ক্ষিতকে সম্পূর্ণভাবে পায় না ততদিনই তাহার কামনা, তাহার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত যে মুহূর্ত্তে করায়ত্ত হইয়া আসিল সেই মুহূর্ত্তে তাহার উন্মাদনা, তাহার আবেগ স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

প্রতিমা সান্ত্বনা খুঁজিল ছবি আঁকায়। সাধন চলিয়া যাইত ভূপালে, আর প্রতিমা তাহার চাকরকে নিয়া টাঙ্গা করিয়া যাইত সাঁচীর স্তূপে।····একাগ্রচিত্তে সে সাঁচীর একটা ভাঙ্গা মন্দিরের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল।

আর এই ছবি আঁকার অবকাশে, বৈকালিক অলসতার মুহূর্ত্তে সে আবার আত্মবিশ্লেষণ সুরু করিল। যে কথাগুলি সে ডায়েরীর পাতায় লিখিয়াছিল তাহা তাহার মনের মধ্যে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া সে প্রখরভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে দেখিল কল্পনা দিয়া, ভালবাসা দিয়া যে মানুষের বিগ্রহ সে তাহার মনের অন্তঃপুরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার সঙ্গে আসল মানুষের ছবি অনেকখানি মিলিতেছে না। সে আরও দেখিল যে তাহার হৃদয়ের যে-অনুভূতিকে সে ভালবাসা এই আখ্যা দিয়াছিল তাহার মধ্যে অনুকম্পা এবং সহানুভূতিই আছে বেশী, আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার মত প্রেরণা সে আর পাইতেছে না।····রূঢ় একটা আঘাতে তাহার সমস্ত চেতনা যেন সক্রিয় হইয়া উঠিল।

বিগত কয়েকটা মাসের ঘটনাবলী সে আবার উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া

দেখিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধির আলোকসম্পাত করিয়া সে বিচার করিতে চেষ্টা করিল তাহার প্রত্যেকটি ব্যবহার, সাধনের প্রতি তাহার ক্রমবর্দ্ধমান্ স্নেহের ইতিহাস। যতই ভাবিতে লাগিল ততই সে বিস্মিত হইয়া গেল এই দেখিয়া যে সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া সে নিজেকে কি গভীর ভাবে প্রতারিত করিয়াছে! তাহার জীবনে সাধনের স্থান যে কত অল্প তাহা সে বুঝিতে পারিল তখন, যখন সে সাধনবহির্ভূত জীবন-যাত্রার ছবি কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল।

এ কি ভুল সে করিয়াছে! মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যার রূপ দিয়া সে আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সাধনের সঙ্গে সে যখন চলিয়া আসে তখন সে ভাবিতেও পারে নাই ভবিষ্যতে তাহার স্বামী অমলের স্মৃতি তাহাকে আবার বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে, কিন্তু এখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া সে সভয়ে দেখিল সাধনকেও অতিক্রম করিয়া অমলের আহ্বানই যেন তাহাকে বার বার সচকিত ও আলোকিত করিয়া তুলিতেছে!

সে ভাবিতে লাগিল কেন সে সাধনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সত্য সত্যই কি সে সাধনকে ভালবাসিয়াছে, না অহেতুকী অনুকম্পাপরবশ হইয়া সে নিজেকে সাধনের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে? কিন্তু এই প্রকার অনুকম্পার কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে কেহ কখনও শুনিয়াছে কি? আজ যদি সে অমলকে বলে যে সাধনকে সে ভালবাসে নাই, নিছক দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই সে তাহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে, অমল সে-কথা একবারও বিশ্বাস করিবে কি? অমলের ওষ্ঠের হাসি যে বিদ্রূপের মত তাহাকে বিঁধিবে!

না, না, সে আবার ভুল করিতেছে। সাধনকেই সে যথার্থ ভালবাসে, অমল তাহার জীবনে স্বপ্নময় একটা ছায়া বই আর কিছুই নয়। সেই

ছায়াকে সে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার অশরীরী মায়াকে সে আর প্রশ্রয় দিবে না! তাহার সাহস অনন্যসাধারণ, তুচ্ছ দুই-একটা আঘাতে ভয় পাইলে চলিবে না!

এক রাত্রিতে সে ঘরে খিল দিয়া আপন মনে তাহার ডায়েরী লিখিতেছিল, সাধন আসিয়া দরজায় আঘাত করিল।

প্রতিমা প্রশ্ন করিল, কে?

—আমি সাধন, দরজা খোল।

—একটু অপেক্ষা কর, আমি একটা কাজ করছি।

—কাজ? কিসের কাজ?....রাত এগারোটা বেজে গেছে, এখন আবার কিসের কাজ?....বিরক্তির সহিত সাধন বলিল।

প্রতিমা তাহার খাতাটা লুকাইয়া রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সাধন ভ্রূকুটিভরা মুখ নিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, আজকাল তোমাকে পাওয়া এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি, প্রতিমা।....দিন নেই, রাত নেই, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কি যে তুমি কর, কিছুই বুঝি না!.... চল, শুতে চল।

—একটু পরে আসছি।....মিনতি করিয়া প্রতিমা বলিল।

সাধন অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিল, পরে আসা চলবে না। তোমার এই নিজেকে এড়িয়ে চলা আমি একটুও পছন্দ করি না, প্রতিমা।....চল, এখ্‌খুনি চল।

অত্যন্ত কাতরভাবে প্রতিমা বলিল, দশটি মিনিট সময় দাও, আমি আসছি।

প্রতিমার অবাধ্যতায় সাধন আরও রূঢ় হইয়া উঠিল। চীৎকার

করিয়া বলিল, দশ মিনিট কেন, এক মিনিটও সময় দেব না।....তোমাকে এখখুনি আসতে হবে।

প্রতিমা স্তব্ধভাবে সাধনের দিকে তাকাইল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, চল।

এক প্রকার টানিতে টানিতে সাধন প্রতিমাকে তাহার ঘরে নিয়া গেল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত সে প্রতিমাকে বুকে নিষ্পেষণ করিয়া গ্রহণ করিল। আর প্রতিমা সাধনের আলিঙ্গনে কঠিন পাথরের মত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই রাত্রিতে প্রতিমার চোখের পাতা একবারটিও বুজিল না, কিন্তু তাহার পাশে সাধন অঘোরে ঘুমাইতে লাগিল।



পরের দিন সাধনের ভূপাল যাইবার পালা। যাইবার সময় সে একটু লজ্জিত ভাবে প্রতিমাকে বলিয়া গেল, আজ আমি নিশ্চয় ক'রে রাত দশটার গাড়ীতে ফিরে আসব। তোমাকে আমার জন্য জেগে বসে থাকতে হবে না।

প্রতিমা কোন কথা বলিল না।

সাধন চলিয়া গেলে সে টাঙ্গা ডাকাইয়া চাকরকে নিয়া আবার চলিল সাঁচীর স্তূপের দিকে। তাহার ছবিটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, আর কয়েক ঘণ্টা কাজ করিতে পারিলেই হয়।

তন্ময়ভাবে প্রতিমা ছবি আঁকিতেছিল, হঠাৎ তাহার সম্মুখে একটি

মানুষের ছায়া আসিয়া পড়িল। সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই প্রতিমা একটি আর্ত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার হাতের তুলি মাটিতে খসিয়া পড়িল। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতাপ।

প্রতাপই প্রথমে কথা বলিল, আপনাকে এখানে দেখতে পাব আশা করিনি' বৌদি' !

প্রতিমার মুখে ভাষা জোগাইতেছিল না। রক্তশূন্য বিবর্ণমুখে প্রতাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া সে অন্য দিকে তাকাইল।

প্রতাপ বলিল, আপনার শরীর ভয়ানক রোগা হ'য়ে গেছে, বৌদি'···· চেহারাও যেন কেমন কালো হ'য়ে গেছে।

সত্যি ? প্রতিমা ত একয়দিন তাহার নিজের মুখের দিকে একবারও তাকায় নাই। সে যে তাহার নিজের চিন্তায়ই বিভোর হইয়া রহিয়াছিল।

প্রতাপ বলিয়া চলিল, আপনি কি রোজই এখানে ছবি আঁকতে আসেন, বৌদি' ?

এবার প্রতিমার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, না, তবে মাঝে মাঝে আসি।

—বেশ ছবিটা হয়েছে কিন্তু।····সপ্রশংসভাবে প্রতাপ বলিল। কিন্তু প্রতিমা তাহার মধ্যে শুনিতে পাইল একটা শ্লেষের সুর।

—কোন্ মন্দিরটা আঁকছেন ?····প্রতাপ বলিয়া চলিল।····ওঃ, এইটে ? বাঃ !

—ঠাট্টা করছেন, প্রতাপবাবু ? ···ব্যথিত মুখে প্রতিমা বলিল।

শশব্যস্ত হইয়া প্রতাপ বলিল, ছিঃ বৌদি' ! ঠাট্টা করব কেন, ছবিটা সত্যি ভাল হয়েছে, তাই বললাম। আপনি যদি ঠাট্টা মনে করেন, তাহ'লে আর বলব না।

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিল।

প্রতাপ প্রশ্ন করিল, আপনি আছেন কোথায়? এই সাঁচীতে?

—না, ভিল্‌সায়।

—ভিল্‌সায়? সে ত' এখান থেকে অনেক দূরে! বিস্মিতভাবে প্রতাপ বলিল।

—খুব বেশী দূর নয়, মাইল পাঁচেক হবে।

—আপনি এখানে আসেন কি ক'রে?

—কেন, টাঙ্গায়।

—একা আসেন?....একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া প্রতাপ প্রশ্ন করিল।

—না, সঙ্গে চাকর থাকে।

ইহার পর আর কি জিজ্ঞাসা করিবে প্রতাপ বুঝিতে পারিতেছিল না।....একটু থামিয়া বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, বৌদি', অপরাধ নেবেন না ত? ভিল্‌সায় কি আপনি একা আছেন?

স্থির কণ্ঠে প্রতিমা জবাব দিল, না, সাধনও সেখানে আছে।

প্রতাপ অবাক হইয়া প্রতিমার দিকে তাকাইয়া রহিল। অদ্ভুত এই নারী! এতটুকু জড়তা নাই, এতটুকু সঙ্কোচ নাই, অম্লানমুখে বলিয়া যাইতেছে সে ভিল্‌সায় সাধনের সঙ্গে থাকে!

—আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি, বৌদি'?....প্রতাপ বলিল।

—করুন।

—আপনি কি সুখে আছেন?

প্রতিমা প্রথমে কোন জবাব দিল না। পরে মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, আমাকে এরকম প্রশ্ন ক'রে কি আপনি আনন্দ পাচ্ছেন, প্রতাপবাবু?

অত্যন্ত সহানুভূতির স্বরে প্রতাপ বলিল, না, বৌদি'....আনন্দ নিশ্চয়ই পাচ্ছি না। অমলদা'র স্ত্রীকে, আমার বৌদি'কে আমি এই মূর্ত্তিতে দেখব

আমি কল্পনা করিনি' কখনও।....আপনি বিশ্বাস করুন, আপনাকে এই সব প্রশ্ন ক'রে আমি আনন্দের চেয়ে ব্যথাই পাচ্ছি বেশী!

—আপনি ওঁকে, আমার স্বামীকে, ভয়ানক ভালবাসেন, না?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রতাপ একটু থতমত খাইয়া গেল। বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

প্রতিমা প্রতাপের প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিয়া চলিল, আর আমাকেও আপনি একটু স্নেহ করেন, অন্ততঃ করতেন, নয় কি?

—করতাম কেন বৌদি', এখনও করি।

—তাহ'লে আমার অনুরোধ আপনারা আমাকে একেবারে ভুলে যান। আমাকে মনে রেখে, আমি সুখে আছি কি নেই প্রশ্ন ক'রে, আমার অপরাধের বোঝা বাড়াবেন না।

—এ-কি বলছেন আপনি বৌদি?....আকুলকণ্ঠে প্রতাপ বলিল। আপনার শরীর মন অত্যন্ত অসুস্থ, আপনি জানেন না আপনি আবোল-তাবোল কি বকে যাচ্ছেন।

প্রতিমা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রতাপের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইল। তাহার পর ধীরে, অতি ধীরে, যেন কেহ আড়ি পাতিয়া তাহার কথা শুনিতেছে এই ভাবে বলিল, প্রতাপবাবু, আমি সুখে নেই। আমি ভুল করেছি, কিন্তু তা' বুঝতে পারলাম অনেক পরে, যখন আমার ফেরবার পথ বন্ধ।....বলিতে বলিতে প্রতিমার অশ্রু আর বাধা মানিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া অসহায়া বালিকার ন্যায় সে কাঁদিতে লাগিল।

গভীর স্নেহে সমবেদনায় প্রতাপ বলিল, বৌদি', আপনাকে আজ আমি এমনভাবে ফেলে যেতে পারি না কিছুতেই।....আপনি কোথায় থাকেন আমাকে নিয়ে চলুন, আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

প্রতিমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে হয় না!

—কেন হয় না, বৌদি'?....বেশ একটু ক্ষুব্ধস্বরেই প্রতাপ প্রশ্ন করিল।

—আমার জীবন সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। এর মধ্যে আমার সব চেয়ে নিকটতম বন্ধুর প্রবেশও আমি পছন্দ করতে পারব না।....দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে প্রতিমা জবাব দিল।

প্রতাপ এবার রীতিমত রাগিয়া উঠিল। বলিল, এমন একটা সময় আসে, বৌদি', যখন পছন্দ-অপছন্দ বিচার ক'রে কাজ করা সম্ভবপর হয় না।....আজ ঠিক সেই সময় এসেছে। আপনি পছন্দ না করলেও আমি আপনার সাথে সাথে যাবো, কোথায় কিভাবে আছেন নিজের চোখে দেখে আসব।

কাতরভাবে প্রতিমা বলিল, আমাকে আপনারা এতটুকু দয়া করতেও কি পারবেন না, প্রতাপবাবু?....কেন আমার কথা ভেবে আপনারা সারা হচ্ছেন? মনে করুন আমি বেঁচে নেই, পৃথিবীর বুক থেকে আমার অভিশপ্ত অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

অত্যন্ত সহানুভূতির স্বরে প্রতাপ বলিল, ঐখানেই ভুল করছেন, বৌদি'। আপনি মরেননি', আপনার সত্বা এখনও আগেরই মত সজীব, সাবলীল রয়েছে। আপনি জোর ক'রে তাকে মেরে ফেলতে চাইলেই ত হবে না! যা' মৃত্যুঞ্জয় তাকে আপনি বিনাশ করবেন কোন্ সাহসে? কতটুকু ক্ষমতাই বা আপনার আছে?

অসহায়া বালিকার মত প্রতিমা প্রতাপের দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রতাপ আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, আপনার ছবি আঁকার জিনিষপত্র আজকের মত গুটিয়ে নিন, আমার সঙ্গে চলুন।

প্রতিমা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষ একবার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, আজ থাক, প্রতাপবাবু, আর একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।

দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে প্রতাপ জবাব দিল, না, আজই আমাকে যেতে হবে। এরপর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা সেই স্থিরতাই নেই, ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখে দিতে চাই না।

তাহার পর একটুখানি পরিহাসের ভঙ্গীতে বলিল—

"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে,
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি, অধ্রুবং নষ্টমেব হি।"

নীরবে পাঁচমাইল পথ বাহিয়া তাহারা টাঙ্গায় করিয়া ভিল্‌সায় ফিরিল। পথে প্রতাপ শুধু একটি প্রশ্ন করিয়াছিল, সাধনবাবু রাগ করবেন না ত?

—উনি এখানে নেই, ভূপালে গেছেন, রাত দশটার ট্রেণে ফিরবেন।.... সংক্ষেপে প্রতিমা জবাব দিয়াছিল।



ভিল্‌সায় পৌছিয়াই প্রতাপ সর্ব্বপ্রথমে ভাড়াটে বাড়ীটার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া নিল। তাহার তীক্ষ্ণ চোখ অনুভব করিল, সহরের কোন প্রকার আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য এই প্রকার গৃহে পাওয়া অসম্ভব।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, বড় বড় চোখ ক'রে কি দেখছেন, প্রতাপবাবু?

ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রতাপ জবাব দিল, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় ক'রে নিচ্ছি।

—ওঃ !....প্রতিমা শুধু বলিল।

বেশ একটু জোরের সহিত একটা চেয়ার টানিয়া নিয়া প্রতাপ বসিল। প্রতিমা দাঁড়াইয়া রহিল।

—আপনিও বসুন, বৌদি' ।....প্রতাপ বলিল।

— হ্যাঁ, বসছি ।....প্রতিমাও একটা চেয়ারে বসিল।

অনেকগুলি নীরব মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল, অবশেষে প্রতিমা প্রশ্ন করিল, এবার বলুন আপনি কি বলতে চান ?

—আপনি খোলাখুলি আমার সঙ্গে কথা বলবেন ত বৌদি' ? কোন সঙ্কোচ করবেন না ত ?

—সঙ্কোচের বালাই এখন আমার নেই, আমাকে সাজে না ।....তবে সব কিছু প্রকাশ করার কথা বলছেন, আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে।

—তাহ'লে প্রথম প্রশ্ন করি এই, আপনি কেন অমলকে ছেড়ে এলেন ? তার দিকটা একবারও ভেবে দেখলেন না কেন ?

কাতরকণ্ঠে প্রতিমা বলিল, যা' হ'য়ে গেছে, যা' ফেরানো যাবে না, তা' নিয়ে আলোচনা ক'রে কোন লাভ আছে, প্রতাপবাবু ?....তার চেয়ে অন্য কথা বলুন।

—আপনি জানেন অমল এখনও আপনাকে ভয়ানক ভাবে ভালবাসে ?

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিল। নিজেরই অজ্ঞাতে তাহার চোখ বোধ হয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রতাপ বলিতে লাগিল, অন্য লোকে কি করত আমি জানি না

বৌদি', কিন্তু অমল অন্য লোকদের চেয়ে একটু পৃথক। তার ভালবাসার মধ্যে উচ্ছ্বাস হয়ত নেই, কিন্তু তা' সমুদ্রের মত গভীর। সে যাকে একবার ভালবেসেছে তাকে ভোলে না।....এখনও তার চিঠির ছত্রে ছত্রে আপনার সম্বন্ধে তার সস্নেহ উল্লেখ দেখে আমি অবাক হ'য়ে যাই।

প্রতিমা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

—আপনি চলে যাবার পর অমল আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিল তা' পড়ে আমার দু'চোখ ফেটে জল এসেছিল। যাকে এত নিবিড়ভাবে ভালবাসে তার কাছ থেকে এতখানি দুঃখ পেয়েও লোকে কেমন ক'রে তারই মঙ্গলকামনা করতে পারে এ আমার বুদ্ধির অতীত।....আমি ত কিছুতেই পারতুম না।....যাক সে কথা। কয়েকদিন আগে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম, দেখলাম আপনার প্রতি তার ভালবাসা এতটুকু মলিন, এতটুকু ক্ষীণ হ'য়ে যায়নি'। আপনার কথা বলতে বলতে তার স্বর গাঢ় হ'য়ে আসত, আর সে কেবলই বলত, অপরাধ তারই, তারই ভুলে আপনি তাকে ছেড়ে গেছেন।....আপনার বিপক্ষে আমি তার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি, তাকে বোঝাতে চেয়েছি আপনি অত্যন্ত লঘুচিত্তা চপলা নারী, আপনি তার ভালবাসার যোগ্য নন এতটুকু, কিন্তু সে হেসে আমাকে শুধু বলেছে, তুই প্রতিমাকে জানিস না!

এবার প্রতিমা কথা বলিল।

—কেন আমাকে এসব কথা বলছেন? আমাকে আপনি কি করতে বলেন?....তাহার গলার স্বরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল।

—সেটা আপনার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি, বৌদি'। আপনার কর্ত্তব্য আপনিই বুঝে নিন।

—আমার ভাববার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে, প্রতাপবাবু। বুদ্ধি-বিচারশক্তি গুলিয়ে গেছে।....আমাকে শুধু আদেশ করুন।

বিস্মিতভাবে প্রতাপ প্রতিমার দিকে তাকাইল। এই কি সেই প্রতিমা? অমলের গৃহে স্বচ্ছন্দবিহারিণী, দৃপ্তা, আত্মনির্ভরসম্পন্না যে নারীকে সে দেখিয়াছিল তাহার সঙ্গে এই প্রতিমার এতটুকু সাদৃশ্যও যে নাই!

কোমলকণ্ঠে প্রতাপ বলিল, আমি বলছি আপনি অমলের কাছে ফিরে যান। সেখানে আপনার রাণীর আসন পাতা রয়েছে, আপনার ন্যায্য স্থান আপনি গিয়ে অধিকার করুন।

অবিশ্বাসের সুরে প্রতিমা জবাব দিল, আপনি ভুল করছেন প্রতাপবাবু।....আমার আসন হয়ত সেখানে রয়েছে, কিন্তু রাণীর আসন সে নয়। সেখানে আমাকে যেতে হবে দীন কাঙালিনীর মত, একটুখানি দয়ার আশায়।

শেষ কথা কয়টির সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক দৃপ্ততার দীপ্তি যেন একটু ঝিলিক দিয়া উঠিল।

প্রতাপ বলিল, না হয় এবার গেলেনই বা কাঙালিনীর মত, ক্ষতি কি তাতে? দু'দিন পরে আপনার নিজের স্থান আপনি ফিরে পাবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

প্রতিমা ইহার উত্তরে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সাধন।

সাধনের অতর্কিত আগমনে প্রতাপ ও প্রতিমা উভয়েই চমকাইয়া উঠিয়াছিল, সাধন প্রতাপকে অপমান করিয়া বসিবে এই আশঙ্কাও বোধ হয় প্রতিমার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু সাধন সেই প্রকার কোনই ব্যবহার করিল না, প্রতাপের দিকে তাকাইয়া প্রতিমাকে শুধু প্রশ্ন করিল, এঁকে ত চিনতে পারছি না, প্রতিমা?

অস্ফুটকণ্ঠে প্রতিমা জবাব দিল, ইনি প্রতাপবাবু, আমার স্বামীর বন্ধু।

প্রতিমার স্বামীর বন্ধু শুনিয়া এবার সাধন চমকাইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণভাবে সে প্রতিমার দিকে তাকাইল।

প্রতাপ কথা বলিল, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'বার সুযোগ হয়নি', তবে অমলের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।....আজ বৌদি'র সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল, দু'একটা কথা বলছিলাম।....রাত হ'য়ে যাচ্ছে, এখন তাহ'লে আসি।

সাধন শুধু বলিল, হুঁ।

প্রতাপ বাহির হইয়া আসিল, প্রতিমাও তাহার সঙ্গে দোরগোড়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল।

বিদায় নিতে নিতে প্রতাপ বলিল, আমার কথাগুলো একবার ভেবে দেখবেন বৌদি'। যদি কিছু জানাবার থাকে নিজে আমার কাছে আসবেন, কারণ সাধনবাবু আপনাদের বাসায় আমার আসাটা পছন্দ করবেন না।....আমি কাল রাত অবধি সাঁচীর ডাকবাংলোয় থাকব।

বলিয়া প্রতাপ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতিমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বল পাংশুমুখে পথের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।



প্রায় একঘণ্টা পরে প্রতিমা যখন ভিতরে চলিয়া আসিল তখনও তাহার মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন চলিতেছে। প্রতাপের কথাগুলি তাহাকে নূতন করিয়া মনে করাইয়া দিতেছিল তাহার গার্হস্থ্য

জীবনের দিনগুলি, যখন জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত সরল, সমস্যার জটিলতায় ভারাক্রান্ত ছিল না মোটেই।

সে লক্ষ্য করিল, সাধন একইভাবে বসিয়া রহিয়াছে। লজ্জিতভাবে প্রশ্ন করিল, তুমি কি খেয়ে এসেছ?

সংক্ষেপে সাধন জবাব দিল, হ্যাঁ।

—আমার আজ খেতে ইচ্ছা করছে না।....প্রতিমা বলিল। .. বলিয়াই তাহার মনে হইল কথাটা যেন অত্যন্ত অবান্তর, অত্যন্ত বেখাপ্পা শোনাইল।

একটু পরে প্রতিমা তাহার শোবার ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, সাধন তাহাকে ডাকিল।

—প্রতিমা, শোন।

প্রতিমা থমকাইয়া দাঁড়াইল।

—এখানে এসে বসো।....একটা চেয়ারের দিকে সাধন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

ভীতভাবে প্রতিমা নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসিল। নিজের উপর বিশ্বাস, নির্ভর সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আবার সাধন কি বলিবে তাহার জন্য সে কম্পমান বক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে, অতি ধীরে সাধন বলিল, তুমি অমলের কাছ থেকে কতদিন হ'ল চলে এসেছ মনে আছে, প্রতিমা? (প্রতিমা অস্ফুটকণ্ঠে জবাব দিল, মাস দেড়েক হবে।)....হ্যাঁ, দেড় মাস। এই দেড়মাসে আমরা আমাদের মনটাকে একটু ভাল ক'রে চিনতে পেরেছি। আগে যা' ছিল কল্পনার রঙীন স্বপ্ন তা' এখন এসে লুটিয়েছে বাস্তবের ধূলোয়।....আরও বেশী দূর এগোবার আগে আমাদের দু'জনেরই ভেবে দেখা উচিত, পরস্পরের জীবনে আমরা কতটুকু অপরিহার্য্য। সত্যি কি আমরা

দু'জনে দু'জনকে ভালবাসতে পেরেছি? তুমি আমার সঙ্গে চলে এসে সত্যি কি সুখী হয়েছ?

যেন নিঃশ্বাস নিবার জন্য সাধন একটু থামিল। তাহার পর অনেকটা আত্মগতভাবে বলিয়া চলিল, নিজেদের বুদ্ধি, বিচারক্ষমতার উপর আমাদের সকলেরই অগাধ বিশ্বাস, অথচ নিজেদের আমরা কতটুকু চিনি? স্বার্থচিন্তা, অহমিকা যে আমাদের পদে পদে অন্ধ ক'রে রাখে তা' বুঝতে পারি তখন যখন একটা কাজ করে ফেলেছি, ফেরবার পথ নেই। অথচ সময় থাকতে যদি আমরা ভাবতুম, যদি ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করবার আগে একবারটিও মনে হ'ত, স্থিরভাবে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে দেখি!

প্রতিমা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি এসব কি বলছ, সাধন? কেন বলছ?....আমি ত একবারও অনুতাপ প্রকাশ করিনি', একবারও তোমাকে বলিনি' আমি ভুল করেছি!

বিষাদের হাসি হাসিয়া সাধন জবাব দিল, তোমার সাহস আমার চেয়ে বেশী, প্রতিমা, তাই তুমি ভুল বুঝেও তা' স্বীকার করতে চাও না।... আমি স্বভাবতঃই ভীরু, সত্যের রূপকে আমি ভয় করি।

তাহার পর বেশ যেন একটু তীব্রভাবেই সাধন বলিল, নিজেকে বঞ্চনা ক'রো না, প্রতিমা। তুমি ভেবেছিলে আমাকে তোমার ভালবাসা দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাবে, সুখী হ'বে, কিন্তু বাস্তবে তুমি ত সুখী হওনি'।.... অমলকে তুমি ভুলতে পারোনি', পারবেও না। আজ একজন বন্ধুর কাছে অমলের কথা শুনে তোমার মনে যে চাঞ্চল্য জেগেছে তার ফেনিল উচ্ছ্বাস তুমি দৃঢ়ভাবে গোপন ক'রে রাখতে পার, কিন্তু তোমার মনের নিস্তব্ধ গম্ভীরতার মধ্য দিয়ে আমি সবই জলের মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

—কেন তুমি অসম্ভব এবং আজগুবি কথা ব'লে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, সাধন ?....প্রতিমা আবার বলিল।

—অসম্ভব এবং আজগুবি মোটেই নয়, প্রতিমা। অত্যন্ত সত্য এই কথাগুলো, এ অস্বীকার ক'রো না।....তুমি এখনও মনে মনে অমলকেই ভালবাস, আমাকে নয়।

—আমি যে তোমার সঙ্গে চলে এসেছি এতেই কি তোমার কথার অসত্যতা প্রমাণিত হয় না, সাধন ?

—না।....আমার সঙ্গে প্রতিমা আসেনি', এসেছে তার ছায়া। প্রতিমা ভালবাসে অমলকে, আমাকে ভালবাসে প্রতিমার অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশ, তার স্নেহকোমল একটা বৃত্তিমাত্র।

কথোপকথনে লঘুতা আনিবার প্রয়াস করিয়া প্রতিমা বলিল, কি যা' তা' বলছ, সাধন ? ওঠো—অনেক রাত হ'য়ে গেছে, শুতে চলো।.... বলিয়া সে সাধনের হাত ধরিয়া টানিল।

সাধন তবু উঠিল না। সে ভূপাল হইতে ফিরিয়াছিল অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত একটা মন নিয়া। সেখানে বন্ধুর প্রশ্নের জালে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে সে থাকে ভিল্‌সায়, ঝাঁসীতে নয়। এতদিন এই কথাটা গোপন করিয়া রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক একটা জবাব দিয়াছিল, যাহা জামিল খাঁ বা তাহার স্ত্রী কেহই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাহারা তাহাকে শাসাইয়া রাখিয়াছিল যে পরের দিন সে যখন ভূপাল হইতে ভিল্‌সায় ফিরিবে তখন তাহারাও তাহার অনুগমন করিবে, তাহার এই অজ্ঞাতবাসের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য।

তাহার পর বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে দেখিল প্রতাপ বসিয়া রহিয়াছে। প্রতাপ অমলের বন্ধু তাহা সে জানিতে পারিল, সে আরও লক্ষ্য করিল

প্রতিমা যেন কেমন আনমনা, আত্মবিস্মৃতভাবে কথা বলিতেছে, ব্যবহার করিতেছে।....প্রতিমার বিরুদ্ধে তাহার যে দুই-একটি ক্ষুদ্র অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সঙ্গে প্রতাপের আবির্ভাবকে সংযোগ করিয়াসে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল, প্রতিমা অমলের কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ভিল্‌সায় তাহার মন টিকিতেছে না। তাই সে চাহিয়াছিল প্রতিমার সঙ্গে খোলাখুলি কয়েকটা বলিতে।... অন্ধ সাধন কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না যে এই অসম্ভব পরিবেষ্টনী এবং অস্বাভাবিক বন্ধনের নিগড় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে নিজেও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিমা প্রথমে ভাবিল সাধনের কথাগুলি অভিমান হইতে উদ্ভূত।.... প্রতাপের আবির্ভাব, অমলের কাছে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলা তাহাকে অনেকখানি চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই ভাবিতে পারে নাই একবার সাধনকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া নিয়া আবার অবলীলাক্রমে তাহাকে মুক্তি দেওয়া আদৌ সম্ভবপর বা সঙ্গত হইবে। সাধনকে ছাড়িয়া অমলের কাছে চলিয়া যাওয়ার প্রস্তাবটা সে চিন্তার মধ্যেই আনিতে পারে নাই।

কিন্তু এখন সাধনই তাহার পথ সহজ করিয়া দিল। প্রতিমার সস্নেহ আহ্বান উপেক্ষা করিয়া সে বলিল, না, প্রতিমা, শোবার সময় অনেক পাব, আজ কতকগুলো কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।....আমাকে তুমি অনেকখানি বঞ্চনা করেছ, আর বঞ্চনা আমি সইব না।

—আমি বঞ্চনা করেছি তোমাকে?....স্তব্ধভাবে প্রতিতা প্রশ্ন করিল।

সাধন যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, হ্যাঁ আমাকে।....হয়ত তোমার নিজেকেও সাথে সাথে বঞ্চনা করেছ, কিন্তু তোমার নিজের

লাভ- ক্ষতির হিসেবনিকেশ হচ্ছে সম্পূর্ণ তোমার ব্যক্তিগত। আমি শুধু জানতে চাই, আমাকে ঠকালে কেন?

—আমি তোমাকে একটুও ঠকাইনি'।....দৃঢ়ভাবে প্রতিমা জবাব দিল।

সাধন বলিয়া যাইতে লাগিল, অবশ্য তোমার কাছ থেকে এসম্বন্ধে সরল স্বীকারোক্তি আশা করাই আমার মূর্খতা।....যাক্ সে কথা, আমি যথেষ্ট ঠকেছি কিন্তু আর ঠকতে আমি সম্পূর্ণ নারাজ।

—তার মানে?....প্রতিমার গলার স্বরটা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

—তার মানে এই যে আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। যেখানে তোমার খুসী তুমি যেতে পারো, অনুকম্পা ক'রে আমার সান্নিধ্য তোমাকে আঁকড়ে থাকতে হ'বে না।

—তুমি কি বল্‌ছ, সাধন? আমাকে দিয়ে তোমার সব প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গেছে? এরই মধ্যে আমি তোমার কাছে হ'য়ে উঠেছি নিতান্ত সাধারণ, বৈচিত্র্যহীন?

বলিতে বলিতে প্রতিমার চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু প্রবল চেষ্টা করিয়া সে অশ্রুসম্বরণ করিল।

খানিকটা যেন লজ্জিতভাবে সাধন বলিল, প্রয়োজন শেষ হ'য়ে আসেনি', প্রতিমা, কিন্তু শুধু তোমার খোলসটাকে নিয়ে আমি কিছুতেই তৃপ্ত হ'তে পারছি না। তাই সময় থাকতে আমরা এই নিদারুণ ব্যর্থতার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি।....আমার কথাগুলো হয়ত অত্যন্ত স্বার্থপর, অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু বিদায় নেওয়া ছাড়া আর কোন পথই ত আমি ভেবে পাচ্ছি না।

প্রতিমা ভাবিল একবার বলে, আমাকে আরও কয়েকটা দিন সময় দাও, সাধন। আমার দোষগুণ, দুর্ব্বলতা অক্ষমতা সব ক্ষমা ক'রে

আমাকে শুধু ভালবাসো, তা'হলে হয়ত আমি আমার নিজেকে আবার ফিরে পাবো, তোমার ক্ষুব্ধতারও কোন কারণ থাকবে না।....কিন্তু সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

—আর দু'সপ্তাহ পরে আমার ছুটিও শেষ হ'য়ে যাবে, এরই মধ্যে তুমি ঠিক ক'রে নাও কোথায় তুমি যাবে। তুমি চলে গেলে আমিও আমার কর্ম্মস্থলে চলে যাব।

এ ত হাসিমুখে বিদায়ের প্রস্তাব নয়, এযে রীতিমত চরমপত্র নিক্ষেপ! প্রতিমা আর দাঁড়াইতে পারিল না—সোজা ঘরে যাইয়া দরজায় খিল দিল এবং বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাধন একইভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিল।



প্রতাপ তল্পিতল্পা গুছাইয়া সিরোহিতে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে প্রতিমা তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বলিল, প্রতাপবাবু, আপনি এখ্খুনি আমাকে নিয়ে চলুন, যে কোন জায়গায়, শুধু ভিল্‌সা আর সাঁচীর বাইরে।

প্রতাপ প্রতিমার দিকে তাকাইল। বলিল, আপনি কি সাধনবাবুকে না ব'লে চলে এসেছেন?

—না ব'লে চলে আসা ছাড়া যে উপায় ছিল না, প্রতাপবাবু। আপনি চলে আসবার পর আমার উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে আপনি

কল্পনা করতে পারবেন না। প্রকারান্তরে সাধন আমাকে বলে দিয়েছে, আমাকে দিয়ে তার আর কোন প্রয়োজন নেই, আমি যেখানে খুসী চলে যেতে পারি। এর পর ভদ্রভাবে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি কি ক'রে?

—আপনি ভয়ানক ভীরুর মত কাজ করেছেন।

প্রতিমা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমাকে আপনারা সবাই মিলে আর গালাগাল দেবেন না, দোহাই আপনাদের। অপরাধ অনেক করেছি, তার অভিশাপ জীবন ভরে বইতে হবে জানি, তবু মাঝে মাঝে আমাকে মানুষ ভেবে একটু দয়া করবেন।

অপ্রতিভভাবে প্রতাপ বলিল, ছিঃ, বৌদি', আমি আপনাকে গালাগাল দেবার উদ্দেশ্যে কোন কথাই বলিনি'।....আমি শুধু বলছিলাম, আপনি সোজাসুজি সাধনকে বলে এলেই পারতেন যে তাকে দিয়ে আপনারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাকে ছেড়ে আসতে আপনার মনে এতটুকু কষ্টেরও রেখাপাত হচ্ছে না।

—কিন্তু তা'ত সত্যি নয়।....অস্ফুটকণ্ঠে প্রতিমা বলিল।

এবার প্রতাপ রীতিমত বিস্ময়াকুল হইয়া উঠিল। কি অদ্ভুত এই নারী! যে বন্ধন স্বেচ্ছায় কাটাইয়া আসিয়াছে তাহার কৃত্রিমতাকে স্বীকার করিতেও তাহার বাধিতেছে! অথবা নারীর চরিত্রই কি এই? যাহাকে তাহারা একবার ভালবাসে তাহাকে তাহারা কিছুতেই ভুলিতে পারে না, ভুলিতে চায় না?....ভাগ্যবান্ অমল, ভাগ্যবান্ সাধন!... প্রতাপের অন্তঃস্থল মথিত করিয়া ছোট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

অবশেষে সে বলিল, এখন তাহ'লে কি করতে চান?

—আপনিই বলুন।... নিতান্ত অসহায়ভাবে প্রতিমা জবাব দিল।

—এখন আমার কথা শুন্‌বেন ত?

—শুনব, কারণ আমার যে যাবার কোন জায়গা নেই।

—আমি বলছি, আপনি অমলের কাছে ফিরে চলুন।

—বেশ, তাই যাব।....অসহায়তার সুর আবার বাজিয়া উঠিল।

—অবশ্য, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইনে।....তবে আমার মনে হয় সেখানে যাওয়াই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—কিন্তু, কিন্তু, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ করতে না চান?....স্খলিত-কণ্ঠে প্রতিমা প্রশ্ন করিল।

প্রতাপ খানিকক্ষণ ভাবিল। তাহার পর আশ্বাস দিয়া বলিল, আমি অমলকে যতদূর জানি, আপনি যদি তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেন অনুতপ্ত হয়ে আপনি ফিরে এসেছেন, সে আপনাকে গ্রহণ করবে।

—তাহ'লে আপনিই আমাকে নিয়ে চলুন।

আসল কথা এই নিজে ভাবিবার বা কাজ করিবার ক্ষমতা প্রতিমা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ক্ষুরের মত ধারালো, বিদ্যুতের মত দ্রুত ঘটনার সংঘাত তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নাই, স্তব্ধতা নাই, নিয়ত বেগবান্ একটা শক্তি যেন নির্ম্মমভাবে তাহাকে পিষিয়া ফেলিয়া মারিতে চাহিতেছিল।....তাহার মনের মধ্যে শুধু প্রতাপের আশ্বাসবাণী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, অমল হয়ত তাহাকে গ্রহণ করিবে।



আবার বিপুল গর্জ্জনে ট্রেণ চলিয়াছে, এবার উল্টা পথে, কলিকাতার দিকে। প্রতাপ বলিল, বৌদি', আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কলকাতায় পৌছে যাব, আপনি চোখ মুখ ধুয়ে একটু সংযত, শান্ত হ'য়ে নিন্।

ক্লিষ্টস্বরে প্রতিমা বলিল, কি আর হবে বেশভূষায়? আমি ভিতরে বাইরে যা' সেই বেশেই ওঁর কাছে যাওয়া ভাল।

প্রতাপ আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না।

একটু পরে বলিল, একটা কথা অনেক দিন আপনাকে বল্‌ব বল্‌ব ভেবেছি, বল্‌বার সুযোগ হয় নি', আজ বল্‌তে ইচ্ছে করছে।

—বলুন।....সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রতিমা তাকাইল।

—আপনার বোধ হয় মনে আছে আমি সিরোহিতে যখন চাকুরী নিয়ে আসি তখন আপনি বার বার আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন হঠাৎ আমার কলকাতা ছেড়ে যাবার কোন গূঢ় কারণ আছে কি না।....তখন আপনার প্রশ্নের যথার্থ জবাব আমি দেই নাই।....আজ বলছি, আমি চলে এসেছিলাম আপনাকে এড়াবার জন্য।

—আমাকে এড়াবার জন্য? কেন?

—বৌদি', আপনি জানেন না এক জাতের পুরুষ মানুষকে আপনি কতখানি আকৃষ্ট করতে পারেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমারই অজ্ঞাতে আমি আপনার দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি, সে আকর্ষণের শক্তি বড় তীব্র। তাই সময় থাকতে আমি পালিয়ে গেলাম।....সাধারণ মানুষ

আমরা, মনকে সব সময় খুসীমত বাঁধতে পারি না, তাই পলায়নের পন্থা অবলম্বন করতে হয়!

প্রতিমা কোন কথা বলিল না।

—আরও একটা কারণ ছিল, বৌদি'। আপনার মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছিলাম একটা অতৃপ্তি, একটা অসন্তোষ। আপনার প্রতি আমার ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণ আর আপনার ঐ অতৃপ্তি এবং অসন্তোষ এ দুটো জিনিষ বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পেরেছিলাম, আমরা যদি বেশী দিন কাছাকাছি থাকি তা হ'লে ঝড় উঠতে পারে।

—কিন্তু আমার এই অতৃপ্তির কথা আমাকে বুঝিয়ে বললেন না কেন? কেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন না আমার গলদ?.... প্রতিমার চোখ আবার জলে ভরিয়া আসিল।

প্রতাপ চুপ করিয়া রহিল। কি করিয়া সে বলিবে প্রতিমার আকর্ষণ সে আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই? ফুলের মত কোমল এবং সরল এই নারীকে তাহার দুর্ব্বলতা, অক্ষমতার উলঙ্গ আলোকে যতই সে দেখিতেছে ততই সে তাহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে! এখন একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা নিয়তি—অমল যদি প্রতিমাকে ঘরে তুলিয়া নেয় তবে সে চিরদিনের জন্য তাহাদের কাছে বিদায় নিয়া দূরে, অতিদূরে চলিয়া যাইবে। প্রতিমার সান্নিধ্যে সে নিজেকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

ট্যাক্সিতে উঠিয়া প্রতাপ প্রতিমাকে বলিল, আমি কিন্তু অমলের বাড়ীতে ঢুকব না, বৌদি'। আপনাকে একা অমলের কাছে যেতে হ'বে।

ভীতচক্ষে প্রতিমা বলিল, কিন্তু আমি গিয়ে কি বলব? উনি যদি আমায় দিকে চোখ তুলেও না তাকান তখন আমি কি করব?

—আমি অমলকে জানি বৌদি', আপনি যা' ভয় করছেন তার কিছুই হ'বে না। আর কি বলা উচিত, তা' ত আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি না!

অমলের বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ বলিল, আমি ট্যাক্সি নিয়ে একটু দূরে ঐ সামনের পার্কটার কাছে অপেক্ষা করছি, আধ ঘণ্টা আন্দাজ থাকব। তার মধ্যেও যদি আপনাকে ফিরে আসতে না হয় তা হ'লে বুঝব সব ঠিক হ'য়ে গেছে।

প্রতিমা সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

প্রতাপ ট্যাক্সিতে বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করিতেছিল আর হাত ঘড়িটার দিকে তাকাইতেছিল। ড্রাইভার তাহার আদেশের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিল।

পনর মিনিটও বোধ হয় গত হয় নাই, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে প্রতিমা আসিয়া ট্যাক্সির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি চলে গেছেন!

বিস্ময়াকুলকণ্ঠে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে ফিরে এলেন? অমল কি বাড়ীতে নেই?

....আছেন, ড্রইং রুমেই বসে আছেন, আমি তাঁর গলা শুনতে পেয়েছি! কিন্তু ওঁর কাছে আমার যাওয়া চলবে না।

—কেন?....আরও বিস্ময়াকুল হইয়া প্রতাপ প্রশ্ন করিল।

—আমি এতক্ষণ চলেছিলাম মোহগ্রস্তের মত, নিজের ভাববার কোন ক্ষমতা ছিল না, আপনি বলছিলেন আর পুতুলের মত আপনার আদেশ আমি মেনে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই পুরানো ফ্ল্যাট্‌এর সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার নিজেকে ফিরে পেয়েছি।....আমার স্বামী মহানুভব হ'তে

পারেন, কিন্তু তাঁর মহানুভবতার সুযোগ নিতে আমার আত্মসম্মানে বাধছে, প্রতাপবাবু। তা ছাড়া সেই হতভাগাকে আমি এখনও সম্পূর্ণভাবে ভুলতে পারি নি'।....আমি কি ক'রে স্বামীর কাছে গিয়ে বলি, অনুতপ্ত হ'য়ে আমি ফিরে এসেছি? অপরাধের উপর মিথ্যার বোঝা চাপাতে আমি কিছুতেই পারব না। অপরকে, নিজেকে অনেকভাবে প্রতারণা করেছি, আর প্রতারণা করতে আমি অসমর্থ।

প্রতাপ প্রশংসমান চোখে প্রতিমার দিকে না তাকাইয়া পারিল না।

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে কি করবেন?

—আমাকে ভিল্‌সায় পাঠিয়ে দিন।

—ভিল্‌সায়? সে কি?....সাধন হয়ত এর মধ্যে ভিল্‌সা ছেড়ে কোথায় চলে গেছে!

—তবু আমাকে যেতেই হবে, সাধনের সঙ্গে আর একবার দেখা ক'রে তাকে জানাতেই হবে, তাকে আমি ঠকাই নি'। বরং তাকে যাতে না ঠকতে হয় সেই উদ্দেশ্যেই আমি স্বামীর গৃহের দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়েও ফিরে এসেছি।

—কিন্তু, বৌদি', সাধনকে যদি আপনি ভিল্‌সায় না পান? তা ছাড়া এখন তার কাছে ফিরে যাওয়াটা কি খুব গৌরবজনক হবে?

—গৌরব অগৌরবের কথা আমি ভাবছি না, প্রতাপবাবু।....সাধন আমাকে মিথ্যা একটা দোষে দোষী ক'রে চলে যাবে এ আমার কাছে অসহ্য।....তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে!

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই, বৌদি', আপনি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ুন, শান্তভাবে সব কথা ভাবা যাবে। আপনি যা করতে বলেন তা'ই না হয় করব।

প্রতিমা ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। ট্যাক্সি আবার চলিল।

—আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?

—আপাততঃ আমার বাড়ীতে।....প্রতাপ জবাব দিল।

—কিন্তু সেখানে আপনার আত্মীয় পরিচিতেরা আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে কি বলবেন ?

—সে দায়িত্ব আমার। তবে আপনাকে ভরসা দেবার জন্য বলছি, সেখানে আমার এক চাকর ছাড়া আর কেউই নেই।

*

* *

সারাটা দুপুর প্রতাপ প্রতিমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে সাধনের কাছে ফিরিয়া যাইবার কোনই অর্থ হয় না। সে প্রস্তাব করিল টেলিফোনে অমলকে জানায় যে প্রতিমা আসিয়াছে—অমল হয়ত নিজেই আসিয়া প্রতিমাকে নিয়া যাইতে চাহিবে। কিন্তু প্রতিমা অচল অটল রহিল। অমলকে টেলিফোন করার প্রস্তাবে সে বলিল যে যদি তাহার অননুমোদন সত্ত্বেও প্রতাপ অমলকে তাহার সংবাদ দেয় তবে সে অবিলম্বে প্রতাপের আশ্রয়—তাহার শেষ আশ্রয়ও ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। ....বাধ্য হইয়া প্রতাপকে শপথ করিতেই হইল প্রতিমার বিনা অনুমতিতে সে অমলের কাছে যাইবে না বা অমলকে কোন সংবাদ দিবে না।

তবে ভিল্‌সায় যাইবার বিরুদ্ধে প্রতাপের কতকগুলি যুক্তি সে একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না। সম্ভবতঃ—সম্ভবতঃ কেন, নিশ্চয়ই—সাধন সেখানে প্রতিমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে না, সেখানে প্রতিমার ফিরিয়া যাওয়া শুধু নিজেকে শ্রান্ত করা হইবে। তাহার চেয়ে

সাধনের অফিসের ঠিকানায় প্রতিমা অনায়াসে চিঠি লিখিতে পারে, সাধনের সঙ্গে তাহার আর একবার কথা বলার সুযোগ হয়ত কলিকাতায়ই মিলিতে পারে।

প্রতিমা কয়েকটা দিন প্রতাপের বাড়ীতে থাকিয়া যাইতে রাজী হইল।

কিন্তু তাহার এই রাজী হওয়ায় যে নূতন অনর্থের সৃষ্টি হইতে সুরু করিল তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।....প্রতিমাকে যতই দেখিতেছিল প্রতাপ ততই তাহার প্রতি দুর্নিবার এক আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। সমস্ত ব্যবধানের বাহিরে, পরিচিতদের অন্তরালে প্রতিমার সঙ্গে তাহার এই এক গৃহে থাকা তাহাকে অননুভূতপূর্ব্ব এক উন্মাদনায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সে চেষ্টা করিল, কিন্তু যে রুদ্ধ সমবেদনা এবং প্রশংসা ইতিপূর্ব্বেই ভালবাসায় লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সে প্রতিহত করিতে পারিল না। নারীজাতির প্রতি তাহার যে স্বভাবগত ঔদাসীন্য ছিল তাহা আজ রূপান্তরিত হইয়া উঠিল এই বিপ্রলব্ধা ভাগ্য-বিতাড়িতা প্রতিমার কাছ হইতে এতটুকু স্নেহ পাইবার জন্য লোলুপতায়।

সাধনের কাছে প্রতিমা যে চিঠি লিখিয়াছিল সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাহার জবাব আসিল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব—প্রতিমা যে তাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সে মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে বরং আশা করিয়াছিল প্রতিমা ইহাই করিবে। আর সাক্ষাৎ করা সম্পর্কে সে জানাইল যে পুনরালোচনার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে না, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আবৃত্তি কোন দিক দিয়াই সুরুচিসঙ্গত বা শোভন হইবে না।

সাধনের চিঠিখানা হাতে করিয়া প্রতিমা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া প্রতাপ শুনিল সাধন প্রতিমার চিঠির জবাব দিয়াছে। চিঠিটা সেও পড়িল।

ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, একটা দিকের ত নিষ্পত্তি হ'ল, এখন কি করবেন?

—তাই ভাবছি।....প্রতিমা জবাব দিল।

নিষ্পলকনেত্রে প্রতাপ প্রতিমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কে বলিবে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এই নারী তাহার স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া অপর একজনের আশ্রয়ে যাইয়া ছিল এবং সেই আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে? কুমারীর মত নিষ্কলঙ্ক তাহার আয়ত দুইটি চক্ষু, সরলতার পূর্ণতায় উচ্ছলিত তাহার লীলায়িত দেহ। পৃথিবীর মাপকাঠিতে বিচার করা তাহার অপরাধ, মলিনতা সমস্ত খণ্ডন করিয়া দিয়াছে তাহার ঋজু সাহস, তাহার চিত্তের কোমল দীপ্তি।

প্রতাপ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। প্রতিমা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে তাহার হাত দুইটি নিজের ঠোঁটের কাছে টানিয়া নিয়া আবেগবিহ্বল স্বরে বলিল, প্রতিমা, প্রতিমা, দোষগুণ সব মিশিয়ে তোমাকে ভালবাসতে পারবে এই পৃথিবীতে মাত্র একটি লোক, সে হচ্ছে আমি। তুমি আর কোন দিকে তাকিয়ো না, আমাকে একটু ভালবাস, স্নেহ কর।

বলিতে বলিতে প্রতাপের মুখ লজ্জায় যেন লাল হইয়া উঠিল।

প্রতিমা কি যে করিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। প্রতাপের এই উচ্ছ্বাস, তাহার এই প্রেমনিবেদন তাহার স্বপ্নেরও অতীত ছিল!.... পৃথিবীর প্রতি বিরাট একটা ঘৃণায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সে কি সকলের খেলার পুতুল যে, যে কেহ আসিয়া তাহার কাছে প্রেম জ্ঞাপন করিবে অকাতরে তাহা সে গ্রহণ করিবে?

অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় প্রতিমা চক্ষু মুদিল।

প্রতাপ প্রতিমার মনের খেলা বুঝিল না। সে বলিয়া চলিল, তুমি হয়ত আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, প্রতিমা, কিন্তু আমি অকপটে তোমাকে বলছি, তুমি হচ্ছ প্রথম নারী যাকে দেখে আমি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছি। তুমি জানো, স্বভাবতঃই নারীবিদ্রোহী আমি, তবু যে তোমার জীবনের সমস্ত কথা জেনেও তোমার আকর্ষণ আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি' এ থেকেই তুমি বুঝতে পার আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করছি না।

প্রতিমা আর সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, প্রতাপবাবু, আমাকে আপনি বাঁচতে দিন, আমার শেষ আশ্রয়, পৃথিবীতে আমার শেষ নির্ভরটুকু আপনি নিঃশেষে খুইয়ে নেবেন না।

বলিয়া সে সজোরে প্রতাপের বন্ধন হইতে হাত দুইটি ছাড়াইয়া নিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সোজা নীচে ছুটিয়া গেল।



পরের দিনের কথা।

অমল পাংশুমুখে প্রতাপের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল আর অস্থিরচিত্তে পায়চারি করিতেছিল।

একটু পরেই প্রতাপ আসিল। শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে, অমল? তুমি অমন ক'রে টেলিফোন করলে, আমি বুঝতেই পারি নি', কেন?

অমল প্রতাপের সম্মুখে একখানা চিঠি তুলিয়া ধরিল।

কম্পিত হস্তে প্রতাপ চিঠিখানা পড়িল, প্রতিমার লেখা, সম্বোধনহীন।

"আমি এসেছিলাম পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে, শুধু জানতে তুমিও তাদেরই মত কি না, তোমার মধ্যেও লুকানো কি রয়েছে নারীর দেহ-মন নিয়ে খেলা করবার উদ্দীপ্ত নৃশংসতা।....আমারই দুর্ভাগ্য তোমার দেখা পেলাম না, কারণ আমার মনের কোণে একটুখানি আশা ছিল তুমি হয়ত তাদের মত নও, এবং এটুকু জেনে যেতে পারলে একটু শান্তিতে, একটু সুখে মরতে পারতাম।....যাক্, যদি পার আমাকে ক্ষমা ক'রো। তোমার ভালবাসার উপযুক্ত মর্য্যাদা আমি দিতে পারি নি' আমার এই অপরাধটাকেই সব সময় বড় ক'রে দেখো না।....আর এক কথা, আমার এই মৃত্যু আলিঙ্গনের জন্য কেউই দায়ী নয়, না সাধন, না প্রতাপবাবু, না তুমি। এর জন্য দায়ী শুধু আমি—সাধারণ নিয়মে না গড়া আমার উচ্ছৃঙ্খল মন।

প্রতিমা।"

—এ চিঠি তুমি কখন, কোথায় পেলে?....প্রতাপ প্রশ্ন করিল।

—আজ সকালে এসে। আমি কাল রাত্রে এখানে ছিলাম না, একটা জরুরী কল্‌এ বাইরে যেতে হয়েছিল। আজ সকালে ফিরে এসে দেখি ড্রইং রুমের ছোট টেবিলটার উপর এই চিঠি পড়ে রয়েছে।....কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, প্রতাপ! প্রতিমা কি তবে কলকাতায় এসেছিল? কোথায় সে ছিল? কেনই বা সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? সত্যি সত্যি কি সে আর বেঁচে নেই?

বলিতে বলিতে অমলের গলা ভারী হইয়া আসিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রতাপ তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিল। প্রতিমার সঙ্গে তাহার সাঁচীতে হঠাৎ সাক্ষাৎ, তাহার পর কলিকাতায় আসা,

অমলের কাছে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন—এই সমস্ত একেবারে গোপন করিলে কিছুতেই চলিবে না। কিন্তু তাহার নিজের উচ্ছ্বাস, প্রতিমার পাগলের মত তাহার বাড়ী হইতে ছুটিয়া চলিয়া যাওয়ার কথা, এসব বলিয়া কোনই লাভ নাই। কতকগুলি কঠোর আঘাতের হাত হইতে অমলকে বাঁচাইতেই হইবে।

সংক্ষেপে সে গত কয়েক দিনের কাহিনী অমলকে খুলিয়া বলিল। আরও বলিল যে কয়েক দিন ধরিয়া সে লক্ষ্য করিয়াছিল প্রতিমার মনে যেন কি একটা বিপুল দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সে যেন ছিল কেমন একটু আনমনা, আপনভোলা। তবে সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই প্রতিমা অবশেষে অন্য কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া আত্মহত্যা করিবে। প্রতিমার মত সাহসী মেয়ে জীবনের কঠোরতার সম্মুখে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল!

—কিন্তু তুমি কেন আমাকে প্রতিমার খবর দিলে না, প্রতাপ? প্রতিমা ত তোমার ওখানে বেশ কয়েকদিন ছিল!

প্রতাপ এবার মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইল।

—খবর দিতে চেয়েছিলাম অমল, কিন্তু বৌদি' বলেছিলেন তিনি নিজেই আমাকে বলবেন যখন সময় হবে। বোধ হয় তিনি আত্মস্থ হ'বার চেষ্টা করছিলেন।

—কিন্তু কাল তোমার চোখ এড়িয়ে সে তোমার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেল কি ক'রে?

একটা ঢোঁক গিলিয়া প্রতাপ আবার মিথ্যা কথা বলিল।

—আমিও কাল বাড়ীতে ছিলাম না, অমল। আমাকেও একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। আজ সকালবেলা ফিরে দেখি বৌদি' নেই; অবশ্য আমি তাতে কোনই সন্দেহ করি নি', ভেবেছিলাম কাছাকাছি

কোথাও হয়ত বেড়াতে গেছেন।....তারপর তোমার টেলিফোন পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে এসেছি।

—কিন্তু তোমার কি মনে হয় প্রতিমা সত্যি আত্মহত্যা করেছে?.... অমল যেন কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

হায় অমল, তুমি ত জান না, কি নিদারুণ ঘৃণায় এবং দুঃখে প্রতিমা তাহার জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে! পৃথিবীর কঠোরতা, সব চেয়ে নিষ্ঠুর পরীক্ষাগুলিও প্রতিমাকে ক্লান্ত, বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহার কর্ম্মফল জীবন ভরিয়া বহন করিয়া যাইবে এই প্রতিজ্ঞাই সে করিয়াছিল। কিন্তু যখন সে দেখিল তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা কেহই করিতেছে না, প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থপর, হীন, অপৌরুষের চিন্তায় মগ্ন, তখন পৃথিবীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার শেষ গ্রন্থিটুকুও হইয়া আসিল শিথিল, তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল অনপনেয় এক তিক্ততায়। নিঃশেষে পৃথিবীর বুক হইতে সরিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন পথই সে খুঁজিয়া পাইল না।

প্রতাপ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে গভীরভাবে বলিল, আমার মনে হয় বৌদি'কে সত্যি আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তিনি বেঁচে নেই।

বিরাট একটা শূন্যতা যেন অমলকে গ্রাস করিয়া বসিল। প্রতিমা যখন সাধনের সঙ্গে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায় তখনও সে এতখানি হৃত, এতখানি ক্লিষ্ট বোধ করে নাই। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রতিমা আসিয়াছিল তাহার কাছে একটুখানি সান্ত্বনা পাইতে, সমস্ত আঘাতের উপর একটুখানি প্রলেপের আশায়। হতভাগ্য সে, প্রতিমাকে এই শান্তি, এই তৃপ্তিটুকু সে দিতে পারিল না!

অমলের সম্মুখে আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে প্রতাপ রীতিমত

পীড়িত বোধ করিতেছিল। সে বলিল, এখন আমি চলি, অমল, বিকেলের দিকে আবার আসব।

—আচ্ছা, এসো।....আর একটা কথা। প্রতিমার এই ব্যাপার নিয়ে পুলিশের হ্যাঙ্গামা ক'রো না। জীবনে সে শান্তি পায় নি', তাকে একটু শান্তিতে মরতে দিয়ো।

স্তব্ধভাবে প্রতাপ অমলদের ফ্ল্যাট্‌এর বাহিরে পার্কটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঠিক এই কোণটিতে সে ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করিতেছিল প্রতিমার জন্য। তাহার লুব্ধ স্বার্থপর অবচেতন মন বোধ হয় তখনই চাহিয়াছিল অমলের সঙ্গে প্রতিমার যেন সাক্ষাৎ না ঘটে, প্রতিমা যেন অবশেষে তাহারই (প্রতাপের) আশ্রয় খুঁজিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ কি হইল? প্রতিমা তাহার আশ্রয়ে আসিল বটে, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার একেবারে বাহিরেই সে রহিয়া গেল, এবং যখন দেখিল মানুষের স্বার্থান্ধতার শেষ নাই তখন সে চলিয়া গেল মুক্ত, অ-সীমাবদ্ধ এক জগতে যেখানে কোন মানুষের নৃশংস লুব্ধতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

হয়ত প্রতিমার দিক দিয়াও ইহাই সবচেয়ে সুষ্ঠু এবং সঙ্গত হইয়াছে। পৃথিবীতে সে আসিয়াছিল একটুখানি ভালবাসা, একটুখানি সহানুভূতির আশায়। ভালবাসা সে খানিক পরিমাণে হয়ত পাইয়াছিল, কিন্তু যে রূপে, রংএ সে তাহা প্রতিভাত দেখিতে চাহিয়াছিল নিষ্ঠুর পৃথিবী তাহার কাছে সেই রূপে, রংএ মানুষের ভালবাসা তুলিয়া ধরে নাই। সে ছিল অত্যন্ত কোমল একটি ফুলের মত—সংসারের ঝাপটায় ফুলের পাপড়িগুলি একবার যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তখন নূতন করিয়া সেগুলি গড়িয়া তোলা হইল একেবারে অসম্ভব, তাই নিজের রিক্ততা, দৈন্য গোপন

করিবার ব্যর্থ চেষ্টা সে করিল মৃত্যুকে বরণ করিয়া। হাসিমুখে নয়, অসহায় শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে।

বাষ্পভারাক্রান্ত চোখে পার্কএর কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া প্রতাপ ট্রামষ্টপ্‌এর নিকটে দাঁড়াইল।